উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৫৯২.৪৫ (-৩১৮.৫৬)

নিফটি : ২৫,১৪৪.৩০ (-১৫৫.০৫)





মাইক্রোসফটে বিশ্বজোড়া বিভ্রাট ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৭°	৩০°	১৬°	৩০°	১৬°	২৯°	১৭°



মোদি ফোনে আড়ি পাতছেন : রাহুল ৭

আবাস যোজনায় টাকা ফেরতের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর ৫

শিলিগুড়ি ২৭ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 November 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 175

নিজের ভ্রূণ খেয়েছে বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বাঘিনীর অন্তঃসত্ত্বা থাকা এবং তার গর্ভপাত নিয়ে ক্রমশ জলঘোলা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে এসেছে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলও। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির আধিকারিকরা শুক্রবার দিনভর ফিল্ড ভিজিট করেন। সেখানে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

বক্সার বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং তার গর্ভপাত হয়েছে, সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের খবর, বাঘিনী গত ৮ নভেম্বর এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে পড়ার আগের দিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বর তার গর্ভপাত হয়। সেদিন দুটো ভ্রূণ প্রসব করে বাঘিনী। তার মধ্যে একটি বাঘিনী নিজেই খেয়ে ফেলে। একটি উদ্ধার করেছে বন দপ্তর। বক্সার বাঘিনী নিয়ে যেসব বড়সড়ো প্রশ্ন ছিল, তার কিছু উত্তর মিলেছে এদিনের তদন্ত থেকে।

তবে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বক্সার এনক্লোজারে বাঘিনীর ওপর নজরদারি নিয়ে। সেখানে প্রশিক্ষিত বনকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা তার নজরদারিতে থাকলেও, তার গর্ভপাত ও ভ্রূণ খেয়ে ফেলার ঘটনা কেন নজরে এল না, সেই প্রশ্নের জবাব মিলছে না।

ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির এক আধিকারিক বলেন, 'বাঘিনী প্রায় দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তার গর্ভপাতও হয়েছে। বিভিন্ন হরমোনাল কারণ ও মানসিক চাপ সহ বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তার পিছনে। ওই বাঘিনী প্রথমবার গর্ভবতী হয়েছিল। প্রথমবার গর্ভবতী হলে এই রকম গর্ভপাত হতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়।'

বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পে ওই বাঘিনীকে ধরা হয় ২৯ সেপ্টেম্বর। সেই সময় বাঘিনী প্রায় ১০ দিনের অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেই সময় থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে তিনবার ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয় বাঘিনীকে। সেটা তার স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব ফেলেছে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও আধিকারিকরা জানাচ্ছেন,

এরপর বারোর পাতায়

কোচবিহারে বেটিংচক্রের শিকড় আরবে

বেটিংচক্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে মাসখানেক আগেই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।


বেটিংয়ের টাকা বিদেশে পাচার

শিবশংকর সূত্রধর

বেটিংয়ের আড়ালে চলছে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন। একইসঙ্গে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত তথ্যও।

শেষ কিস্তি।

> অনলাইন বেটিংচক্রের জাল বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি।
>
> — মহম্মদ রিয়াজ হোসেন
> *ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর)*

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ নভেম্বর : কোচবিহারে সক্রিয় অনলাইন বেটিংচক্রের শিকড় রয়েছে আরবে। এই চক্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে মাসখানেক আগেই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। পুলিশি তদন্তেও এবার সেই তথ্যই উঠে এল। আবু ধাবিতে বসে থাকা এই চক্রের আন্তর্জাতিক পান্ডারাই ওয়েবসাইট তৈরি করে গোটা বিশ্বে বেটিংয়ের জাল ছড়িয়েছে। সেই জাল এসে পৌঁছেছে কোচবিহারেও। স্থানীয় এজেন্টরা কোটি কোটি টাকার কারবার চালাতেন। তার একটি বড় অংশ পৌঁছে যেত আবু ধাবির ব্যাংকে। ইতিমধ্যেই কোচবিহারে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে সাইবার থানার পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে আবু ধাবির তিনটি ব্যাংকের লেনদেনের হদিস মিলেছে। আরও তথ্য জানার জন্য ওই ব্যাংকগুলিতে চিঠি পাঠিয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ।

ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) মহম্মদ রিয়াজ হোসেন বলেন, 'অনলাইন বেটিংচক্রের জাল বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, অনলাইন মাধ্যমে ওয়েবসাইটের লিংকের সাহায্যে জুয়া খেলা হত। আন্তর্জাতিক স্তরের বড় খেলা থেকে শুরু করে স্থানীয় স্তরের নানা খেলার উপরেও বেটিং ধরা যেত। আরব থেকে ওই ওয়েবসাইট এজেন্টদের মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কোচবিহারের অভিযুক্তরা সেই লিংক ব্যবহার করে কারবার চালাতেন।

এরপর বারোর পাতায়



লিংকে কারবার

- যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বেটিং চলত, সেটি আবু ধাবিতে তৈরি
- ওয়েবসাইট তৈরির বিল মিটিয়েছিলেন কোচবিহারের এজেন্টরা
- জুয়াড়িদের কাছ থেকে নগদ টাকা নিয়ে ওয়েবসাইটে পয়েন্ট হিসেবে জমা করা হত
- জুয়ার মাধ্যমে পাওয়া কমিশনের বড় অংশই পৌঁছে যেত আরবে


কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে দুর্ঘটনায় ২৪ জনের মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে অসমের মন্ত্রী অতুল বোরা। শুক্রবার।


আজ শিশু দিবস। তার আগে শুক্রবার পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলল। খুশির মেজাজে পড়ুয়ারা। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভূগর্ভস্থ কেবলের তারে আগুনে আতঙ্ক শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ভূগর্ভস্থ কেবলের তারে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুন নেভাতে গিয়ে রীতিমতো নাস্তানাবুদ পরিস্থিতি হল পুলিশ ও দমকল বিভাগের। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও পুড়ে যায় বিদ্যুতের কেবল। ফলে গোটা এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির তরফে ফের নতুন করে লাগানো হয় ওভারহেড তার। পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের অসম কলোনিতে শুক্রবার দুপুরের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। শহরজুড়ে ভূগর্ভস্থ তার বসানোর সময় একাধিক গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। বেশকিছু জায়গায় পাইপ ছাড়াই তার মাটির তলায় ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। শুক্রবারের ঘটনায় ভূগর্ভস্থ কেবলের তার নিয়ে আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল।

স্থানীয় বাসিন্দা সরবালা রায়ের দাবি, 'বাড়ির ড্রেনের সামনে আবর্জনা পড়ে ছিল। সাফাই না হওয়ায় আমি আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। সেই আগুন কালভার্টের নীচে থাকা ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবলে লেগে যাবে ভাবতে পারিনি।' কেবলে আগুন লাগার ঘটনায় ওই মহিলাকে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্তারা দায়ী করলেও একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিদ্যুতের এক কর্তার দাবি,

এরপর বারোর পাতায়

অধিকার রাষ্ট্রবাদীদের, সওয়াল খাদ্যমন্ত্রীর

প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপি নেতারা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ নভেম্বর : শুক্রবার কোচবিহারে এসে বিধায়ক তথা রাজ্যসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুকে পাশে বসিয়ে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে নিজের দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। বৈঠকে দপ্তরের জেলা খাদ্য নিয়ামক ফুরবা ভুটিয়া ও অন্য আধিকারিকদের পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রীতম লিম্বু উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলাকালীন মন্ত্রী ও স্পিকারের পিছনে ব্যানারে বড় করে অশোকস্তম্ভের প্রতীকের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার লেখাও ছিল। এমনকি বৈঠক শেষে মন্ত্রী নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন যে সেটা প্রশাসনিক বৈঠক ছিল। যদিও সেই প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, জেলা সম্পাদক জীবেশ বিশ্বাস, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অর্পিতা নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যখন বারবার বলছেন, দল এবং সরকার আলাদা, সেই সময় কোচবিহারে খাদ্যমন্ত্রীর বৈঠকে একসঙ্গে মিলেমিশে গেল সরকার ও শাসকদল। আর তা নিয়েই তৈরি হয়েছে জোর বিতর্ক।

প্রশাসনিক বৈঠকে কেন বিজেপির নেতারা থাকলেন, তার ব্যাখ্যা চাইতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আসতেই পারেন। কেন আসবেন না? এঁরা জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য আছেন। এটা তৃণমূল দল নয়, রাষ্ট্রবাদী দল। রাষ্ট্রবাদী দলের জেলা সভাপতি। তিনি অবশ্যই আসতে পারেন। তাঁর অধিকার আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।'

বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'এ বিষয়ে মন্ত্রী যা বলার বলে দিয়েছেন। আমরা জনগণের কাজ করতে এসেছি। জনগণের কাজ করাই তো আমাদের লক্ষ্য। এখানে অফিস আর নন-অফিসের কোনও বিষয় নেই।'

যদিও এই ঘটনা সামনে আসতেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসককে একাধিকবার ফোন করা হলে এবং মেসেজ পাঠানো হলেও তিনি উত্তর দেননি। বাকি আধিকারিকরাও এই নিয়ে কিছু বলতে চাননি।

প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপির নেতৃত্বের উপস্থিতি এবং তা নিয়ে মন্ত্রীর সওয়ালে বিতর্কের ঝড় উঠেছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'এই দলের সরকার ও মন্ত্রীরা পুরোপুরি মেরুদণ্ডহীন। দল ও সরকারের মধ্যে তীব্র গণ্ডগোল চলছে। অপরদিকে এখানকার প্রশাসনও মেরুদণ্ডহীন। যে কারণে তাঁরা প্রশাসনিক বৈঠকে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অনুমতি দিয়েছেন। এর ফল প্রশাসনকে আগামীদিনে ভুগতে হবে। আর মন্ত্রী যে কথা বলেছেন, তাতে তো পরিষ্কার উনি একটা গণ্ডমূর্খ এবং অশিক্ষিত। ওঁর মন্ত্রী হওয়ার বিন্দুমাত্র যোগ্যতাই নেই। যা হয়েছে সেটা পুরোপুরি অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক। আগামীদিনে এর কৈফিয়ত ওঁদের দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে আমরা আন্দোলনেও নামব।'




ডিএম অফিস থেকে বেরোচ্ছেন খাদ্যমন্ত্রী।

> রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রশাসনের বৈঠকে আসতেই পারেন। কেন আসবেন না? এঁরা জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য আছেন। এটা তৃণমূল দল নয়, রাষ্ট্রবাদী দল।
>
> — অশোক কীর্তনিয়া, *খাদ্যমন্ত্রী*

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, 'প্রশাসনিক বৈঠকে সরকারি আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা থাকতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কখনোই থাকতে পারেন না। আসলে এদের দল ও প্রশাসন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এটা পুরোপুরি অসাংবিধানিক। এরা গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করতে চাইছে। বিষয়টিকে ধিক্কার জানাই। আগামীদিনে এই নিয়ে দলীয়ভাবে আমরা আন্দোলনে নামব।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় প্রশাসনিক বৈঠকে দলের জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং প্রশাসনিক কাজে

এরপর বারোর পাতায়

সিকিমের গাড়ির রেট ২০০, লোকাল ৫০

বেলাগাম তোলাবাজি এনজেপিতে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : 'দাজু, সিকিম যায়েঙ্গে? ভাড়া কিতনা? হমলোগ চার আদমি হ্যায়।' আচমকাই একদল পর্যটকের তরফে এহেন প্রশ্ন শুনে মোবাইল ফোন থেকে চোখ সরিয়ে গাড়িচালক নড়েচড়ে বসলেন। এরপর গাড়িভাড়া মিটিয়ে পর্যটকদের নিয়ে এনজেপি স্টেশন চত্বর থেকে সিকিমের পথে রওনা হলেন চালক। তবে, তার আগে অবশ্য তাঁকে ২০০ টাকা জমা দিতে হল সিন্ডিকেটে। শুধু তিনি একা নন, এনজেপি স্টেশন চত্বর থেকে যাত্রী তোলার ক্ষেত্রে সিকিম থেকে আসা প্রত্যেক গাড়িচালককেই এই টাকা সিন্ডিকেটের সদস্যদের হাতে জমা করতে হয়। শিলিগুড়ির স্থানীয় চালকরা যে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য থেকে ছাড় পেয়েছেন, তা অবশ্য নয়। তাঁদের ক্ষেত্রে টাকার অঙ্ক খানিকটা কম। জানা গিয়েছে, শহরের গাড়িচালকদের থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৫০ টাকা আদায় করা হয়। এনিয়ে চালকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতার সুর চড়াতে নারাজ। এই সুযোগে শিলিগুড়িতে সিন্ডিকেটের দাপট যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে চালকরা মুখে কুলুপ এঁটে বসলেও প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক বিনোদ ঘোষাল সামাজিক মাধ্যমে এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। শুক্রবার সকালে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি পোস্টে লিখেছেন, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পার্কিংয়ে আমাদের জন্য একটি আগাম বুক করা সিকিম নম্বরের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। পার্কিংয়ে ড্রাইভার আমাকে বললেন, স্যর একে আপনি ২০০ টাকা দিয়ে দিন। টাকা দিলেও কোনও স্লিপ বা কিছুই দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে বেরোনোর সময় আবার ২০ টাকা। সেসময় স্লিপ দিল। এনিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর উত্তর, ২০০ টাকাটা সিন্ডিকেট থেকে নেয় সিকিমের গাড়ির থেকে। মানে সোজা কথায় তোলাবাজি। ড্রাইভার জানালেন, তৃণমূল সরকার থাকার সময় থেকে এটা শুরু হয়েছিল। তখন ২০০ দেওয়ার পরেও রাস্তায় আরও কয়েক জায়গায় পুলিশ অযথা গাড়ি (সিকিম নম্বরের) দাঁড় করিয়ে হয়রানি করে টাকা নিত। বিজেপি আসার পরে সেই রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অকারণ হয়রানি করা বন্ধ হয়েছে, এমনকি মাস দেড়েক তোলাবাজি বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আবার যে-কে-সেই শুরু হয়েছে।'

তৃণমূল জমানায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটরাজের দৌরাত্ম্য সক্রিয় ছিল বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ সামনে এসেছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের হুঁশিয়ারিতে অনেকেই ভেবেছিলেন, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য থেকে শিলিগুড়ি শহর মুক্ত হতে চলেছে। কিন্তু সেই শহরেই এনজেপি স্টেশনের পার্কিং জোনে স্বমহিমায় চলতে থাকা সিন্ডিকেটরাজ যেন মন্ত্রীর বার্তাকেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল।

এনিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এ ব্যাপারে আমাকে জানানো হয়েছে। যে পর্যায়ে জানানো উচিত বিষয়টি সেখানে জানানো হয়েছে। আমি শুধু অনুরোধ করব, এই রাস্তায় হাঁটবেন না, যেখানে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়।'

এনজেপি স্টেশন চত্বরের পার্কিং জোনে গাড়ি ঢুকলেই চালকদের ২০ টাকা গুনতে হয়। নিয়ম বলে, পার্কিং ফি জমা করলে

এরপর বারোর পাতায়


নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে পার্কিং জোন। শুক্রবার।



বিয়ের চাপ, ঠাকুমার হাত ধরে থানায়

পাত্র ঠিক, বিয়ের আয়োজনও পাকা। কিন্তু নারাজ মেয়ে। তার চোখে মাধ্যমিক দেওয়ার স্বপ্ন। তাই মায়ের বাড়ি ছেড়ে সটান ঠাকুমার কাছে। আর ঠাকুমার হাত ধরে সোজা থানায়। আপাতত ঠাকুমার দায়িত্বে মেয়ে।

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৩ নভেম্বর : সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই সময়টায় বইখাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা। বন্ধুদের সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি, কোন বিষয়ে কতটা পড়া বাকি, ভবিষ্যতে কী হওয়ার স্বপ্ন- এসব নিয়েই দিন কাটার কথা ষোলো বছরের কিশোরীর। কিন্তু তার জীবনে হঠাৎই ঢুকে পড়েছিল অন্য এক আয়োজন। বিয়ের আয়োজন! পাত্রও নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি সে। শেষপর্যন্ত মায়ের বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নেয় ঠাকুমার কাছে। শুক্রবার সেই ঠাকুমার হাত ধরেই বালুরঘাট থানায় হাজির হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার বক্তব্য, 'আমি বিয়ে করতে চাই না। আমি পড়তে চাই। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চাই।'

একদিকে পরিবারের বিয়ের সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে নিজের ভবিষ্যৎ। এই টানাপোড়েনে ষোলো বছরের কিশোরী যে পথ বেছে নিয়েছে, তা সহজ ছিল না। বিয়েতে আপত্তি জানিয়ে শুধু নিজের মতামতই জানায়নি সে, সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে মায়ের বাড়ি ছেড়ে ঠাকুমার কাছে চলে গিয়েছে। এখন তার একমাত্র লক্ষ্য, কোনওভাবে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটির বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরেই আলাদা থাকেন। বাবা কাজের সূত্রে রাজস্থানে থাকেন। মাও পরিযায়ী শ্রমিক। দিল্লিতে আলাদা সংসার পেতেছেন। বাবা-মা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকে বালুরঘাটের একটি গ্রামে ঠাকুমার কাছেই থাকত মেয়েটি। পুজোর সময় দিল্লি থেকে বালুরঘাটে নিজের বাপের বাড়িতে এসেছিলেন মা। সেই সময় মেয়েকেও নিজের কাছে নিয়ে যান। অভিযোগ, এরপরই এক বান্ধবীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন তিনি। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এমন প্রস্তাবে আপত্তি জানায় কিশোরী। তার অভিযোগ, বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তাকে মারধরও করা হয়। শেষপর্যন্ত মায়ের বাড়ি ছেড়ে ঠাকুমার কাছে ফিরে যায় সে।

এদিকে মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে গত ৯ নভেম্বর বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মা। ঠাকুমার বিরুদ্ধে তাকে আটকে রাখার অভিযোগও তোলেন তিনি। সেই অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই শুক্রবার সামনে আসে ঘটনার অন্য দিক। যার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে, সেই কিশোরীই এদিন ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাজির হয়। পুলিশকে সে জানায়, তাকে কেউ আটকে রাখেনি। নিজের ইচ্ছাতেই মায়ের বাড়ি ছেড়ে ঠাকুমার কাছে চলে এসেছে।

এরপর কিশোরীকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ঠাকুমাকেই অভিভাবক হিসেবে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আপাতত লড়াইয়ের প্রথম ধাপ পার হয়েছে সেই কিশোরী। মায়ের বাড়িতে ফিরতে চায় কি না,

এরপর বারোর পাতায়



ছবি : এআই

পর্যটনে বাংলার পরিচিতি বৃদ্ধিতে উদ্যোগ

বিদেশে প্যাভিলিয়ন ভাবনা

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৩ নভেম্বর : বিদেশের পর্যটন মানচিত্রে বাংলার পরিচিতি বাড়াতে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রচারের উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য। স্পেনের বার্সেলোনা থেকে জার্মানি—আন্তর্জাতিক পর্যটন ট্রাভেল মার্টে বিশেষ প্যাভিলিয়ন গড়ার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য পর্যটন বিভাগ। সেখানে নদী, জঙ্গল, পাহাড়ের পাশাপাশি বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে। বিদেশি পর্যটক টানতে এই পরিকল্পনা রাজ্যের পর্যটনশিল্পে নতুন দিশা দেখাবে বলে মনে করছে পর্যটন মহল। এতে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসাতেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা।

শুক্রবার মাটিয়ালি ব্লকের মূর্তির একটি বেসরকারি রিসর্টে ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্সের কনক্লেভের সূচনা অনুষ্ঠানে এ কথা জানান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, ‘শুধু বিদেশে নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন ট্রাভেল মার্টেও এবার অংশগ্রহণ করবে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিভাগ। বাংলার পর্যটনকে দেশ এবং বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। যত বেশি দেশি এবং বিদেশি পর্যটক পশ্চিমবঙ্গে আসবেন ততই এখানকার পর্যটনশিল্পের উন্নতি হবে।’



- বার্সেলোনা ও জার্মানির পর্যটন ট্রাভেল মার্টে বিশেষ প্যাভিলিয়ন
- গঙ্গাকে ঘিরে রিভার ট্যুরিজম, পুরুলিয়ায় পলাশ উৎসবের পরিকল্পনা
- রাজ্যের পর্যটনশিল্পে ১২ হাজার ৬৩৫ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব

শুধু আন্তর্জাতিক প্রচার নয়, রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রেও নতুন সংযোজনের ভাবনা রয়েছে। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে রিভার ট্যুরিজম গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে আয়োজন করা হবে পলাশ উৎসব। দিঘা ও মন্দারমণিকে ঘিরেও নানা পরিকল্পনা চলছে। ‘ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান ডেস্টিনেশন’ প্রকল্পে প্রতিটি জেলায় একটি করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শংকর।

পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ইতিমধ্যে রাজ্যে পর্যটনশিল্পে ১২ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন বিভিন্ন হোটেল মালিকরা। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। যে সকল হোটেল মালিক কর্মসংস্থান তৈরি করবেন তাঁদের রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ ইনসেনটিভ ও জিএসটি, জমির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। সরকার ও হোটেল মালিকদের সমন্বয়ে আগামীতে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন হতে পারে।’

তবে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। পর্যটনশিল্পের সঙ্গে যুক্তদের উদ্দেশে মন্ত্রীর বার্তা, পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্ষতি করে কোনওভাবেই পর্যটনের প্রসার ঘটানো যাবে না। প্রকৃতিকে বাঁচিয়েই শিল্পের উন্নয়ন করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল ও আপৎকালীন দপ্তরের মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী।

ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্সের সহ সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, ‘রাজ্যের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে আমরা বরাবরই সরকারের সঙ্গে আছি। আমাদের তরফে সরকারকে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে।’

তাজপুরে সংগঠনের প্রথম সংস্করণের পর এবার মূর্তিতে বসেছে এই কনভেনশন। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ধরে চলবে বৈঠক। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেবেন। আলোচনা শেষে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে প্রস্তাব এবং বিভিন্ন সমস্যার কথা লিখিতভাবে রাজ্য সরকারকে জানাবে সংগঠন।



স্থানীয় মহিলারা ‘পাট ঠাকুর’-এর পুজোয় ব্যস্ত। শুক্রবার।

নদী সাফাইয়ে উদ্ধার ‘পাট ঠাকুর’

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৩ নভেম্বর : রায়গঞ্জ পুরসভার তরফে নদী পরিষ্কারের কাজে লাগানো হয়েছিল আর্থমুভার। লক্ষ্য ছিল জঞ্জাল সরিয়ে ছটপুজোর ঘাট সাজিয়ে পুণ্যার্থীদের জন্য ঘাট প্রস্তুত করা। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়েই যে এমন অদ্ভুত এক জিনিসের সন্ধান মিলবে, তা কল্পনাও করেননি কেউ। নদীর বুক থেকে উঠে এল খোদাই করা নানা ধর্মীয় প্রতীক-সহ একটি কাঠের মূর্তি। দেখতে অনেকটা চড়কপুজোর পাট ঠাকুরের মতো। আর সেটিকে ঘিরেই এখন রীতিমতো শোরগোল রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশানঘাট এলাকায়।

শুক্রবার দুপুরে কুলিক নদীর ওই ঘাটে আর্থমুভার দিয়ে সাফাইয়ের কাজ চলছিল। ছটপুজোর আগে নদীতে পড়ে থাকা কালীপ্রতিমার কাঠামো সরাতে গিয়ে জলের ভিতর নজরে আসে অদ্ভুত আকৃতির কাঠের বস্তুটি। স্থানীয় বাসিন্দারা সেটি উদ্ধার করে ঘাটের মন্দিরে নিয়ে আসেন। জলকাদা পরিষ্কার করতেই চোখে পড়ে সেটির গায়ে খোদাই করা শঙ্খ, চক্র, গদা, শিবলিঙ্গ ও পদ্মফুলের মতো একাধিক প্রতীক।

ব্যস! তারপর থেকেই শুরু কৌতূহল। উপস্থিত জনতার মধ্যে কেউ বলছেন, এটি পাট ঠাকুর। কারও আবার ধারণা, কোনও প্রাচীন মন্দির কিংবা জমিদারবাড়ির ঠাকুরঘরের অংশ হতে পারে সেটি। স্থানীয় এক তরুণ গদাই সাহার কথায়, ‘এলাকায় প্রতি বছর চড়কপুজো হয়। কাঠের বস্তুটি পাট ঠাকুরের মতো দেখতে হওয়ায় আমরা সেটিকে মন্দিরেই রেখে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটিকে আমরা প্রশাসনের হাতে তুলে দেব না।’

ইতিমধ্যে মন্দিরের বারান্দায় বসানো হয়েছে সেটি। মহিলারা সিঁদুর, ফুল ও দূর্বা দিয়ে পুজো শুরু করেছেন। পুরুষেরাও শামিল হয়েছেন সেই আরাধনায়। ধীরে ধীরে কৌতূহলী মানুষজনের ভিড় বাড়তে থাকে।

তবে কাঠের বস্তুটি ঠিক কী, কত বছরের পুরোনো কিংবা কোথা থেকে নদীতে এল, তার কোনও নিশ্চিত উত্তর এখনও মেলেনি। আপাতত কুলিকের বুক থেকে উঠে আসা এই কাঠের ‘পাট ঠাকুর’ ঘিরেই বন্দরঘাটে জমেছে রহস্য, বিশ্বাস আর কৌতূহলের ভিড়।

‘মিস্টার দিনহাটা’ রংমিস্ত্রি হৃষীকেশ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৩ নভেম্বর : বাবা পেশায় খেতমজুর। ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোনো’ সংসারে হাল ধরতে বাধ্য হয়ে হাতে নিতে হয়েছে রংতুলি। কখনও কারও বাড়ির দেওয়ালে রং, কখনও চুক্তিতে দিনমজুরের কাজ জুটলে মেলে সামান্য অর্থ। কিন্তু চরম অভাব ও হাড়ভাঙা খাটুনির ফাঁকেই ক্লান্ত হাত দুটো পরম যত্নে তুলে নেয় ডাম্বেল-বারবেল। একদিকে পেট চালানোর কঠিন লড়াই, অন্যদিকে শরীরচর্চার আবেগ। দুইয়ের নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দিনহাটা-২ ব্লকের হোকদহ-১ গ্রামের তরুণ হৃষীকেশ অধিকারী। তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি হিসেবেই মাথায় উঠল ‘মিস্টার দিনহাটা’র খেতাব।

বৃহস্পতিবার রাতে দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয় আয়োজিত ৬৫তম ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো’র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় দেহশ্রী প্রদর্শনী। বাজিমাত করেন হৃষীকেশ। প্রতিযোগিতার দৈহিক ওজন বিভাগের ফ্লাই ওয়েটে প্রথম সুরজ রহমান, দ্বিতীয় আদিত্য সাহা ও তৃতীয় অরিজিৎ বর্মন। মিডল ওয়েট গ্রুপে রনি দাস, সাগর চক্রবর্তী ও জয়ন্ত সাহা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। হেভি ওয়েট বিভাগে হৃষীকেশ অধিকারী, শুভ পাল এবং স্বরূপ পাল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে আয়োজিত ‘চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়নস’ রাউন্ডে সবাইকে পিছনে ফেলে ৭৫ কেজি ওজনে মিস্টার দিনহাটা খেতাব ছিনিয়ে নেন হৃষীকেশ।

পাশাপাশি যোগাসনের ফাইনালে জিতে যোগ সম্রাজ্ঞী হন জাগৃতি আচার্য ও ছেলেদের বিভাগে যোগ সম্রাট হন মনিত বর্মন। ওয়েটলিফটিংয়ে জেলার বেস্ট লিফটার হয়ে স্ট্রং উওম্যান মুলতি দেবনাথ এবং ‘স্ট্রংম্যান’ হন দীপ রায়। পাওয়ারলিফটিং-এ চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়নস হয়ে স্ট্রংম্যান হন আদিত্য সাহা। শেষে আসানসোল থেকে আসা ভারতবিখ্যাত বডিবিল্ডার মিস্টার ইন্ডিয়া ভাস্কর মণ্ডলের বিশেষ দেহশ্রী প্রদর্শনী হাজারখানেক দর্শককে আপ্লুত করে।

বিদ্যালয়ের সচিব বিভুরঞ্জন সাহা বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে সে এই কঠোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এই খেতাব জিতলেও হৃষীকেশের মূল লক্ষ্য মিঃ ইন্ডিয়া। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস জোগান দেওয়া ওর পক্ষে সত্যিই অসুবিধের। তাই সহৃদয় কেউ আর্থিক সহযোগিতা করলে ও অবশ্যই পরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।’ স্বপ্নের উড়ান ছুঁতে চাওয়া খেতাবজয়ী হৃষীকেশ জানান, তিনি এখানেই থামতে রাজি নন, তাঁর লক্ষ্য মিঃ ইন্ডিয়া। এজন্য কঠোর অনুশীলনকেই করতে চান আগামীর নিত্যসঙ্গী।



৬০টি স্পটে প্যাঁচার খোঁজ উত্তর দিনাজপুরে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৩ নভেম্বর : রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেসে আসছে প্যাঁচার ডাক। সেই ডাকের সূত্র ধরেই অন্ধকারে প্যাঁচার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছেন পাখিপ্রেমীরা। কোন এলাকায় কোন প্রজাতির প্যাঁচার বসতি, কোথায় তাদের বিচরণ বেশি, পরিবেশের পরিবর্তনে তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে— এমন নানা তথ্য জানতে উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে চলছে বিশেষ সমীক্ষা।

কলকাতাভিত্তিক বার্ডওয়াচার্স সোসাইটি ও ডব্লিউডব্লিউএফ-ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো রাজ্যব্যাপী পূর্ণাঙ্গ প্যাঁচা শুমারি শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার মোট ৬০টি পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৩টি স্পটে সমীক্ষার কাজও হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা।

সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশাপাশি শহর, শহরতলি, কৃষিজমি এবং বন সংলগ্ন এলাকায় প্যাঁচার প্রজাতিগত বৈচিত্র্য,



সংখ্যা ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি চিহ্নিত করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে প্যাঁচার পরিচিত আবাসস্থলের বাইরের অনাবিষ্কৃত এলাকাগুলিতে।

বার্ডওয়াচার্স সোসাইটির সদস্য সুকান্ত দেববর্মন জানান, চিহ্নিত কিছু পয়েন্ট সীমান্তের ওপারেও পড়েছে। নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে স্পটগুলি চিহ্নিত হওয়ায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাতে অনেকটা সময় লাগছে। অন্ধকার নামার পর থেকেই তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় বেরিয়ে পড়ছেন। অনেক জায়গায় প্যাঁচার ডাক শোনা গেলেও দেখা মিলছে না তাদের।

রায়গঞ্জ ডিভিশনের বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানান, জেলায় বিভিন্ন প্রজাতির প্যাঁচার উপস্থিতি রয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। প্রয়োজনে তারা বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। পাখিপ্রেমীদের মতে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্যাঁচার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ইঁদুরের মতো ক্ষতিকর প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে তারা।

ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি ইত্যাদিতে উদ্যানপালন সংক্রান্ত কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ১৪৪-এসজিইউডি - গার্ডেনিং-কন্ট্রাইড-২০২৬; জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৮২৪৯৮৪০; তারিখ ঃ ০৬-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ ৩ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ট্রিপ শেডে সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা কাজ এবং ডিটিটিসি/ডিটিটিএইচ এবং প্রশাসনিক ভবনের লিনেন ধোয়া ও ইস্ত্রি করার কাজ সহ ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি, এসটিসি এবং সিমুলেটর ভবনে উদ্যানপালন এবং ডিটিটিসি, লোকো সিমুলেটর ভবন ও ইএমডি লোকো সিমুলেটর ভবনের পরিচ্ছন্নতা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৯৫,১২,২৫৯.২২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৪৭,৫৭০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ২৮-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ২৯-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে http://gem.gov.in ওয়েবসাইটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই/ডিজেল/শিলিগুড়ি জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতি চিহ্নে মানুষের সেবায়

এলসি গেটে আরওবি'র আংশিক নির্মাণের সম্পূর্ণকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ CPM-GS-MLG-ROB-2026-11, তারিখঃ 11-11-2026। ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ CPM-GS-MLG-ROB-2026-11। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিউ কোচবিহার- নিউ চাংরাবান্ধা সেকশনে এলসি গেট নং. এলজে-৪৮ -আরওবি'র আংশিক নির্মাণের সম্পূর্ণকরণ, দলগাঁও-মুজনাই রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে এলসি গেট নং. এসকে-১৫৫(টি)-এর উপর প্রস্তাবিত আরওবি'র নির্মাণ। হি লি বালুরঘাট এইচডব্লিউওয়াই, সামসি, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ সংযোজকারী ভালুকাজোড় (বিকেআরডি) ও সামসি (এসএম) স্টেশনের মধ্যে এলসি নং. এলসি-১০১-এর পরিবর্তে লঘু যানবাহনের জন্য আরওবি নির্মাণ। আনুমানিক মূল্যঃ ১১৬,৯০,৩২,৮৫১.৪৪ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৮, তারিখ ঃ ১০.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলকলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছল নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৮। কাজের নামঃ ক্যারেজ ও ওয়াগান-এ বৈদ্যুতিক কাজ এবং মালদহের ধরহরা-য় ওপিডি ব্লকের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও ডরমিটরির ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৬,২৭,৩০৫.৬৮ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৯২,৬০০.০০ টাকা; টেন্ডারনথির মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ০২.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট- www.ireps.gov.in, নোটিশ বোর্ড ঃ সিনি.ডি ই ই (জি)/ই আর/অফি স/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে বিস্তারিত টেন্ডার, বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতে-হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-248/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-61/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5085153_1

EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: Name of Work: (1) SITC Of Air Conditioning System at different Ejlash & Judges' Chamber at District Court, Cooch Behar. Bid Submission Start Date: 21.11.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 07.12.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 09.12.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division
ICA-T19876(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এমএলডিটি-ই-টেন্ডার- ৪৮৭, তারিখ ঃ ১০.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলকলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছল নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৭। কাজের নামঃ ক্যারেজ ও ওয়াগান-এ বৈদ্যুতিক কাজ এবং সাউথ কলোনি/ সাহেবগঞ্জ-এ স্টাফ কোয়ার্টার-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৭,১১,২০৪.৯৭ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৯৪,২০০.০০ টাকা; টেন্ডারনথির মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ০২.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট- www.ireps.gov.in, নোটিশ বোর্ড ঃ সিনি.ডি ই ই (জি)/ই আর/অফি স/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে বিস্তারিত টেন্ডার, বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতে-হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-247/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites Tender Electronic Quotation Notice No. 07 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division. 1. Name of Work: Preparation of Detailed Project Report with all necessary Survey, Field Works, Traffic Census, Soil Investigation, Pavement Design including Conducting Falling Weight Deflectometer (FWD) Test and Analysis for Overlay Design and with necessary Estimate and with necessary Power Point Presentation for upcoming project work of "Bindol Bhatol Road, from 0.00 km to 9.30 km, Strengthening Work, under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5084720_1. Estimated Amount: 0.00. 2. Name of Work: Preparation of Detailed Project Report with all necessary Survey, Field Works, Traffic Census, Soil Investigation, Pavement Design including Conducting Falling Weight Deflectometer (FWD) Test and Analysis for Overlay Design and with necessary Estimate and with necessary Power Point Presentation for upcoming project work of "Vendabari Mahapukur Road, from 0.00 km to 13.475 km, Strengthening Work, under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur." Tender ID: 2026_WBPWD_5084720_1. Estimated Amount: 0.00. Bid Submission start date (online) 13.11.2026 from 11.00 AM, Closing date of Bid Submission on 20.11.2026 upto 11.00 AM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T19868(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলকলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের মুঙ্গের (এমজিআর), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), পীরপৈন্তী (পিপিটি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), জামালপুর (জেএমপি) এবং রাজমহল (আরজেএল) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিএনইউ-৩৭-২০২৬। নিলাম শুরু ঃ ৩০.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পিএনইউ-এমএলডিটি- এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৬-১ এবং মুঙ্গের। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসভিআরপি - টিওআই-৫১-২৬-১ এবং শিবনারায়ণপুর। (৩) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসভিআরপি - টিওআই-৫০-২৬-১ এবং শিবনারায়ণপুর। (৪) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৬-১ এবং পীরপৈন্তী। (৫) পিএনইউ-এমএলডিটি -এসজিজি - টিওআই-৪১-২৬-২ এবং সুলতানগঞ্জ। (৬) পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-১৩-২৬-১ এবং জামালপুর। (৭) পিএনইউ-এমএলডিটি- আরজেএল-টিওআই-৩১-২৬-১ এবং রাজমহল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-252/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
eNIT No. 05/26-27/EE/RD/SS/PWD
Tender ID: 2026_WBPWD_5084755_1

e-Tender are hereby invited by the undersigned for different works vide tender number mentioned above. Online bid submission starts date and time 11/11/2026 from 9.00 a.m., and closing date and time is 26/11/2026 up to 6.00 p.m. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, Social Sector, PWD, Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733130
ICA-T19869(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

Corrigendum Publication of e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIT 28e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5080350_1, Name of work: Electrical breakdown maintenance including panel repairing, cable replacement and earthing installation at Dhupguri SDH, Dhupguri, Jalpaiguri. "Due to an oversight, a 3-page version of our notice was inadvertently uploaded while publishing the tender. The correct notice is being uploaded with this corrigendum. Please upload this correct notice while submitting your tender." The last date for submission of tender on 18-Nov-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K. Deb. EE/JED/JALPAIGURI.
ICA-T19874(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING OPEN QUOTATION

N.I.Q. No. 1. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-18 of 2026-27, 2. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-19 of 2026-27, 3. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-20 of 2026-27, 4. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-21 of 2026-27, 5. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-22 of 2026-27, 6. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-23 of 2026-27, 7. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-24 of 2026-27, 8. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-25 of 2026-27, 9. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-26 of 2026-27, 10. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-27 of 2026-27, 11. WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ-28 of 2026-27

Executive Engineer, North Bengal IT Division, P.W.Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal, invites open Quotation for the work. 1. SITC of CCTV Surveillance System and Allied Network at Nursing Training School under North Bengal Medical College and Hospital, Susrutnagar, Siliguri, District: Darjeeling. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084604_1). 2. Replacement of CCTV Camera and Data Switch at the Compound of North Bengal Medical College and Hospital, Susrutnagar, Darjeeling. Tender ID:- 2026_WBPWD_5084629_1). 3. SITC of IT infrastructure work of "Installation of CCTV camera with display monitor in Birpara State General Hospital, Alipurduar (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084653_1). 4. SITC of IT infrastructure work of "Installation of CCTV camera with display monitor in Alipuduar District Hospital, Alipurduar. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084664_1). 5. AMC for 16 nos CCTV at Korok Home for Boys at Racecourse Para, Jalpaiguri. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084680_1). 6. Development of IT & Allied Infrastructure for the Special Courts under NDPS Act for Court Room no 1 at Jalpaiguri District Court Jalpaiguri. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084693_1). 7. Development of IT & Allied Infrastructure for the Special Courts under NDPS Act for Court Room no 2 at Jalpaiguri District Court Jalpaiguri. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084715_1). 8. Development of IT & Allied Infrastructure for the Special Courts under NDPS Act at Malda Sadar Court , Malda (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084732_1). 9. Development of IT & Allied Infrastructure for the Special Courts under NDPS Act at Chanchal Court, Malda (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084749_1). 10. Supply, Installation, Testing & Commissioning additional CCTV cameras at the premises of District court at balurghat, Dakshin Dinajpur. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084764_1). 11. Development of IT & Allied Infrastructure for the Special Courts under NDPS Cases at Raiganj, Uttar Dinajpur. (Tender ID:- 2026_WBPWD_5084779_1). Last date of submission of quotation(Online) is upto 25/11/2026 upto 11:00 AM and will be opened on 27/11/2026 on 11:50 AM.
ICA-T19882(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Sumana Misra Jha, নরেন্দ্রপল্লী, পো - মকদুমপুর, ওয়ার্ড নং 02, ইংরেজ বাজার মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি: 4549, তাং 20/04/2010) আমার নাম ভুল থাকায় গত 03/11/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sumana Jha থেকে Sumana Misra Jha করা হইল। (C/124447)

●

I, Rimali Nar

হাইটেনশন খুঁটিতে আগুন

বাগডোগরা, ১৩ নভেম্বর : আবর্জনার স্তূপের আগুন থেকে বিদ্যুতের হাইটেনশন খুঁটিতে আগুন লেগে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার বিকেল ৪টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কের পাশে ডারাগাঁও সংলগ্ন এলাকায়।

পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে ওই এলাকার রাস্তার ধারের আবর্জনায় প্রথমে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে এবং পাশের একটি বিদ্যুতের হাইটেনশন খুঁটিতে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যস্ত সড়কের ধারে হাইটেনশন খুঁটিতে আগুন জ্বলতে দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। পাশাপাশি নকশালবাড়ি দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কীভাবে ওই আবর্জনায় আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আবাসে ৫০০ অযোগ্য চিহ্নিত

নীতেশ বর্মন ও মহম্মদ হাসিম

টাকা ফেরত চেয়ে চিঠি প্রশাসনের



আবাসের চেক বিলি করছেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। শুক্রবার।

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৩ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ আবাস প্রকল্পে বরাদ্দ পেয়েও কাজ করেননি এমন উপভোক্তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় টাকা ফেরত দেওয়া শুরু হয়েছে। শিলিগুড়িতে টাকা ফেরত দেওয়া অবশ্য এখনও শুরু হয়নি। তবে প্রকল্পের বরাদ্দ পেয়েও বাড়ি না করা পাঁচ শতাধিক উপভোক্তাকে মহকুমায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উপভোক্তাদের কাছে চিঠি পাঠানো শুরু হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে কাজ না করলে তাঁদের টাকা ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকরা যাতে ঘর তৈরি করেন, সেই জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাজ না করলে টাকা ফেরত দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, মহকুমায় পশ্চিমবঙ্গ আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছিলেন ১১ হাজার ৩৮০ জনের বেশি। রাজ্যে তৃণমূল জমানায় এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর এই উপভোক্তারা প্রকল্পের বাকি টাকা পাবেন কি না, সেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার যোগ্যদের বকেয়া টাকা দেওয়া শুরু করেছে। প্রশাসনের মাধ্যমে কারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘর তৈরি করেছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা প্রকল্পের টাকা পেয়েও কাজ করেননি, তাঁরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ শুরু করেছেন আধিকারিকরা।

মহকুমায় ইতিমধ্যে এক দফায় ৫২৩০ জন দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন। বাকিরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কাজ না করার কারণে সেই সময় টাকা পাননি বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শুক্রবার তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়েছে সরকার। দ্বিতীয় দফায় মহকুমায় ৫১৪০ জনের বেশি এই সুবিধা পেয়েছেন। এখনও এক হাজারের মতো উপভোক্তা তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি। তাঁদের মধ্যে পাঁচ শতাধিক উপভোক্তাকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে। এ মাসের মধ্যে কাজ করতে না পারলে তাঁদের আইনি নোটিশ দিয়ে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান হয় নবান্ন সভাঘরে। দার্জিলিং জেলার অনুষ্ঠানটি হল নকশালবাড়ির কমিউনিটি হলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর সহ অন্য আধিকারিকরা। উপভোক্তাদের সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। তবে উপভোক্তাদের প্রতীকী চেক তুলে দেন মন্ত্রী। পরে এনিয়ে আনন্দময় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় রাজ্যের প্রায় ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে ৬০ হাজার টাকা করে প্রায় ৪২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৭ লক্ষ মানুষ বাড়ি তৈরি করার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার করে টাকা পেয়েছেন। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছি জেলায় সমীক্ষা করে উপভোক্তাদের সংখ্যা বাড়াতে।'

এদিন নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন আনন্দময়। আচমকা হাসপাতালে গিয়ে প্রথমেই জরুরি বিভাগের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের থেকে চিকিৎসাজনিত পরিকাঠামোর সমস্যা শুনে নেন। পরে হাসপাতালের প্রতিটা ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়গুলি বিএমওএইচ মারফত শুনে নেন মন্ত্রী।

গত রবিবার নকশালবাড়ি বাজারে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এদিন বাজার পরিদর্শনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। এ নিয়ে আনন্দময় বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। প্রশাসনিকভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলব।'



অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক কেয়ার ওপিডি



শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : হার্টের আধুনিক চিকিৎসার জন্য আর দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শিলিগুড়ির জ্যোতিনগরে এবার থেকে ম্যাক্সওয়েল হাসপাতাল ও কলকাতার নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে চালু হল মাসিক 'অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক কেয়ার ওপিডি'। এখানে রোবট অ্যাসিস্টেড কার্ডিয়াক সার্জারি, মিনিমালি ইনভেসিভ ভালভ রিপেয়ার, অ্যাওর্টিক আর্চ রিকনস্ট্রাকশন এবং হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ মিলবে। মাসে একবার এই বিশেষ বহির্বিভাগে সরাসরি চিকিৎসকের পরামর্শ পাবেন উত্তরবঙ্গের রোগীরা।

এই ওপিডিতে থাকবেন নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারি ও রোবোটিক সার্জারি বিভাগের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ডাঃ ললিত কাপুর। তিনি বলেন, 'চিকিৎসার সুবিধার জন্য শিলিগুড়িতে রোগী দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে ম্যাক্সওয়েল হাসপাতালের ডিরেক্টর ও লিড কনসালট্যান্ট (ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি) ডাঃ রাজেশ নন্দা বলেন, 'ডাঃ ললিত কাপুরের নেতৃত্বে হাসপাতালের কার্ডিওলজি টিম আরও অ্যাডভান্সড্ হবে।' রোগীরা হাসপাতালে গিয়ে অথবা অনলাইনে ডাঃ ললিত কাপুরের পরামর্শের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন ম্যাক্সওয়েল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে শুভদীপ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

ছটঘাট বিক্রিতে অভিযুক্ত বিজেপি নেতারা

আমন্ত্রণ না পেয়ে মারধরের অভিযোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ছটপুজোর কমিটির আমন্ত্রণপত্রে নাম নেই বিজেপির প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর অনীতা মাহাতোর। সেই আক্রোশ থেকেই কি মধ্যরাতে ঘাটে গিয়ে হামলা? হরি ওম ছটঘাটে পুজোর প্রস্তুতি ঘিরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মারধরের অভিযোগ উঠল অনীতা মাহাতো, তাঁর বাবা এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে। ছটপুজো কমিটির সম্পাদক অবিনাশ মিশ্র ও সদস্য মহেশ সাহানিকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর। বিধায়ক শংকর ঘোষের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি লিখিত অভিযোগ জমা দেন কমিটির সদস্যরা। ঘটনার প্রতিবাদে পুজো বন্ধ রাখার ঘোষণাও করেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন বিজেপির জেলা নেতারা।

অবিনাশের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে মহেশের সঙ্গে ঘাটে পুজোর প্রস্তুতির কাজ করছিলেন তিনি। ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে অনীতা মাহাতো, তাঁর বাবা ও কয়েকজন দলীয় কর্মী অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হন। সেখানে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। অবিনাশের দাবি, তাঁকে মারধর করা হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন মহেশও। তাঁর কথায়, 'পুলিশ এসে উদ্ধার না করলে হয়তো আমাকে শেষ করে দিত।' শুক্রবার সন্ধ্যায় অনীতা ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে খালপাড়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অবিনাশ।

অন্যদিকে অনীতা মাহাতো ঘটনার কথা স্বীকার করলেও তাঁর বক্তব্য, কমিটির সম্পাদক হওয়ার পর অবিনাশ বিজেপির কাউকে আমন্ত্রণ না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, 'কমিটিতে বিজেপির কর্মীরাও রয়েছেন। তাঁরা আমাকে কিংবা মন্ত্রীকে অন্তত আমন্ত্রণ জানানোর দাবি করেছিলেন। কিন্তু সেই কথা শোনা হয়নি। এরপর কর্মীদের ফোন পেয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশের সঙ্গে কথা বলতে যাই। প্রথমে ঘাটে, পরে ফ্ল্যাটে যাই। সেখানে কথা বলতে গিয়ে ঝামেলা হয়ে যায়।'

এদিন সকালে ছেঁড়া জামা পরে অবিনাশের সঙ্গে বিধায়কের অফিসের সামনে হাজির হন মহেশও। তাঁদের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। বিকেলে সিপিএমের তরফেও শিলিগুড়ি থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের দুই নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকারের কথায়, 'ছটপুজো এখানে সৌহার্দ্যের সঙ্গে হয়। রাতের অন্ধকারে ঘাট দখলের এই প্রক্রিয়াকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। পুলিশকে ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'



- আমন্ত্রণপত্রে নাম না থাকায় বিবাদ, মধ্যরাতে মারধরের অভিযোগ
- বিধায়কের অফিসে বিক্ষোভ, পুজো বন্ধের ঘোষণা কমিটির
- মধ্যস্থতায় বিজেপির জেলা নেতৃত্ব, রাতেও শুরু হয়নি ঘাটের কাজ

এদিকে, পুজো বন্ধের সিদ্ধান্তে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অনীতা মাহাতোর উপস্থিতিতে বিজেপি নেতা প্রবীণ আগরওয়াল ও রাজু সাহা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। রাজু সাহার বক্তব্য, 'ছটপুজো সুস্থভাবে হোক, সেটাই আমরা চাই। পুজোর পর দু'পক্ষকে নিয়ে ফের আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করা হবে।' তবে রাত পর্যন্ত ঘাটে প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়নি। মহেশের কথায়, 'কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব। শুক্রবার ঘাটে কোনও কাজ করিনি।'

ফ্যালো টাকা, নাও পোড়াঝাড়ে ঘাট

নিতাই সাহা ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও রসিদ কেটে ছটঘাট বিক্রি বন্ধ হয়নি। অভিযোগ, তৃণমূলি কায়দায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ছটঘাট বিক্রি করে মোটা টাকা তুলছেন এবং তা দলীয় কার্যালয়ের সামনে বসেই। টাকা না ফেললে মিলছে না ঘাট। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে ১০৬ নম্বর বুথের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে ঘাট বিক্রির তদারকি করতে দলীয় কয়েকজন নেতাকে শুক্রবার দেখা গিয়েছে। তবে সমস্ত কিছু পোড়াঝাড়ের স্থানীয় ছটঘাট কমিটির নামে হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বিশেষ ঘাটগুলি এক হাজার এবং সাধারণ ঘাটগুলি পাঁচশো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। ২৫০টি বিশেষ ঘাট সহ মোট ঘাটের সংখ্যা এখানে প্রায় সাড়ে চারশো।

শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) পোড়াঝাড়ে আর্থমুভার দিয়ে ঘাট পরিষ্কার, ঘাটে পুজো দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি, ঘাটে চলাচলের ব্যবস্থার পাশাপাশি আলো লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে আলোর ব্যবস্থা ও অস্থায়ী শৌচালয়ের কথা বলা হচ্ছে। শুক্রবার পোড়াঝাড়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে দেখা গেল ১০৬ নম্বর বুথ সভাপতি গয়ানাথ সরকার সহ স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বসে ঘাট বিক্রির তদারকি করতে। গয়ানাথ স্পষ্ট বলেন, 'ঘাটে পুজো দেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। দেড়শোটি হ্যালোজেন লাইট লাগিয়ে দেব। সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, সেজন্য ব্যবস্থা থাকছে। সবটাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে করা হচ্ছে।' কিন্তু পার্টি অফিসের সামনে বসে এভাবে ঘাট বিক্রির তদারকি করা যায়? বিষয়টি নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'



পোড়াঝাড়ে বিজেপির এই পার্টি অফিস থেকেই ছটঘাট বিক্রি চলছে।

শুধু পোড়াঝাড় নয়, শিলিগুড়ি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগরেও ছটব্রতীদের থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। সেখানে অবশ্য কোনও রাজনৈতিক দল নয়, টাকা আদায় করা হয় আদর্শনগর ছটপুজো কমিটির তরফে। ছটব্রতীরা জানাচ্ছেন, একটা সময় কুলো (সুপ) পিছু ১০০ টাকা করে আদায় করা হলেও বর্তমানে তা ২০০ থেকে ২৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে আলোকসজ্জা সহ ছটঘাট সাজিয়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে।

ছটব্রতী নির্মলাদেবী বলেন, 'আমার সাতটি কুলো রয়েছে। প্রতিটি কুলোর জন্য ২৫০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। কয়েক বছর আগে অবশ্য ১০০ টাকা ছিল।' নীলম সাহানি বলেন, 'সরকার যদি অনুদান দিত বা সম্পূর্ণভাবে ঘাট সাজিয়ে তুলত, তাহলে হয়তো আমাদের টাকা দিতে হত না।' এ বিষয়ে পুজো কমিটির সভাপতি রঞ্জিত মাঝি বলেন, 'কমিটির তরফে সকলের জন্য ছটঘাট সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে আলোর বন্দোবস্তও করা হয়। সেই কাজের জন্য ছটব্রতীদের থেকে টাকা নেওয়া হয়।' এ বিষয়ে বিহারি সেবা সমিতির সম্পাদক মণীশ বারি বলেন, 'ঘাট সাজানোর জন্য টাকা নিচ্ছে, কিন্তু তা যেন খুবই সামান্য হয়। যাঁরা আর্থিকভাবে অসমর্থ, তাঁদের থেকে যেন টাকা না নেওয়া হয়।'

ছটঘাটে বইয়ের স্টল দেবে পদ্ম

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : দুর্গাপুজোয় বইয়ের স্টল নিয়ে সিপিএম ও বিজেপির মধ্যে নজিরবিহীন রেষারেষির সাক্ষী ছিল গোটা রাজ্য। আর এবার ছটপুজোয় প্রথমবার বইয়ের স্টল দেওয়ার কথা ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার তরফে প্রতিটি ছটঘাটে বইয়ের স্টল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মোট ক'টি স্টল দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত শনিবার নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা বিজেপির কার্যনির্বাহী সভাপতি অসীমচন্দ্র বর্মন। স্টলে হিন্দি, বাংলা- সব ধরনের বই থাকবে বলেও তিনি জানান। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমে ভোট হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন। পুরভোটের আগে হিন্দিভাষীদের মন জয় করতে ছটপুজোয় বিজেপি বইয়ের স্টল দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। বইয়ের স্টল আসলে শাসকদলের জনসংযোগের হাতিয়ার, এমনটাও মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে, বামেরা ছটঘাটে বইয়ের স্টল দেবে না বলে জানিয়েছে।

শুক্রবার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নান্টু পাল কয়েকটি ঘাট পরিদর্শন করেন। তিনি জানিয়েছেন, আপাতত দুটি ঘাটে বইয়ের স্টল হবে। সংখ্যাটা বাড়তে পারে। দুর্গাপুজোয় বামেরা তাদের স্টল থেকে বেশি বই বিক্রির দাবি করলেও বিজেপি তা মানতে নারাজ। নান্টুর বক্তব্য, 'বামেরা কী বলছে, সেটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে ওয়ার্ড বেড়ে ৬৩টি হয়েছে। বেশ কয়েকটি হিন্দিভাষী ওয়ার্ড ভেঙেছে। বর্ধিত ওয়ার্ড ধরলে হিন্দিভাষীদের ভোট বেশি রয়েছে, এমন কমবেশি ১৫টির বেশি ওয়ার্ড থাকতে পারে। সেই এলাকাগুলিতে ছটপুজোর তদারকি করছে বিজেপি। দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'বিজেপি নতুন করে বই সংস্কৃতিতে ঢুকতে চাইছে। বইয়ের স্টল দিয়ে রাজনীতি করা যায় না, সেটা তাদের বুঝতে বাকি রয়েছে।'

মালদা টাউন - শকুর বস্তী - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৩৯/০৩৪৪০ মালদা টাউন-শকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

মালদা টাউন-শকুর বস্তী			(০৩৪৩৯) (০৩৪৪০) স্টেশন	শকুর বস্তী-মালদা টাউন		
দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে		পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
	–	১০.০০	↓ মালদা টাউন	০১.৪৫	–	১৯.১১.২৬ ও ২৪.১১.২৬
১৬.১১.২৬ ও ২১.১১.২৬	১০.৩২	১০.৩৪	নিউ ফরাক্কা	০০.০৮	০০.১০	
	১৪.৪৫	১৪.৫৫	ভাগলপুর	২০.৫৫	২১.০৫	১৮.১১.২৬ ও ২৩.১১.২৬
	১৬.০৫	১৬.১০	জামালপুর	১৯.১৫	১৯.২০	
১৭.১১.২৬ ও ২২.১১.২৬	১৬.১৫	১৬.২৫	দিল্লি	১৯.৩০	১৯.৪০	১৭.১১.২৬ ও ২২.১১.২৬
	১৭.০০	–	শকুর বস্তী ↑	–	১৮.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে বড়হরওয়া, সাহিবগঞ্জ, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল, পাটনা, দানাপুর, আরা, বক্সার, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেদারগঞ্জ, গোবিন্দপুরী ও টুন্ডলা স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩৯ ঃ ১৬.১১.২০২৬ ও ২১.১১.২০২৬ তারিখ = ০২ ট্রিপ। শকুর বস্তী থেকে ০৩৪৪০ ঃ ১৭.১১.২০২৬ ও ২২.১১.২০২৬ তারিখ = ০২ ট্রিপ। গঠন ঃ এসি ৩ টিয়ার - ০৬, স্লিপার শ্রেণী- ০৮, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) - ০৬, এলএসএলআরডি - ০১ ও পাওয়ার কার - ০১ = ২২ কোচ। ক্যাটেগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

নয়া স্কুলে যোগ সামসুলের

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : বদলির নির্দেশ ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ সংলগ্ন শীতগ্রাম বিদ্যাভবনে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিলেন সামসুল আলম। ফাঁসিদেওয়ার মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে তাঁকে বদলি করা হয়েছে 'জনস্বার্থে' (ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পাবলিক)। তবে নতুন স্কুলে যোগ দিলেও বদলির নির্দেশ পাঠানো এবং পুরোনো স্কুল থেকে তাঁকে রিলিজ করার পদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

সামসুলের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী স্কুল সার্ভিস কমিশন বা বোর্ডের তরফে সরাসরি তাঁকে বদলির চিঠি দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মাধ্যমে ই-মেল করে সেই নির্দেশ পাঠানো হয়। এরপর মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় রিলিজ অর্ডার। দীর্ঘ ২২ বছর ধরে যে স্কুলকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন, সেখানকার সহকর্মী ও পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য ন্যূনতম সময়টুকুও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। তাঁর কথায়, গোটা প্রক্রিয়ায় সৌজন্যবোধের অভাব ছিল। যদিও এই ক্ষোভ ও বিতর্ক পাশে সরিয়ে শুক্রবার নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন সামসুল। শীতগ্রাম বিদ্যাভবনে তাঁকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পিউ দাস সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নতুন স্কুলে দায়িত্ব গ্রহণের পর সামসুল বলেন, 'মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের মতোই শীতগ্রাম বিদ্যাভবনকেও রাজ্যের অন্যতম সেরা মডেল স্কুলে পরিণত করাই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য।'

এবার অস্থায়ী কৃত্রিম জলাশয়ে পুজো

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহানন্দা নদীর পুরোনো হাটখোলা ঘাটে এবার আর ঐতিহ্যবাহী ছটপুজো হচ্ছে না। সীমান্তে নতুন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নদীর বুকে বালি পাচারকারীদের তৈরি গভীর খাদের জেরে প্রাণহানির আশঙ্কায় চেনা ঘাট থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হলেন পুণ্যার্থীরা।



পিচলা নদীতে হচ্ছে বিকল্প ঘাট।

একরাশ আক্ষেপ সঙ্গী করেই শুক্রবার থেকে জ্যোতিনগরের পিচলা নদীতে এবং শিবমন্দির চত্বরে অস্থায়ী কৃত্রিম জলাশয় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ফাঁসিদেওয়া বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলায় সীমান্তের এপার এবং ওপার বাংলার পুণ্যার্থীরা মহানন্দার বুকে একসঙ্গে ছটপুজো করতেন। কিন্তু, সম্প্রতি সীমান্ত সুরক্ষায় নতুন কাঁটাতার বসানোর পর পুরোনো পথটি সিল করে দেওয়া হয়।

বিকল্প গেটটি মূল ঘাট থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় রাতের অন্ধকারে জঙ্গল পেরিয়ে মহিলা ও শিশুদের নিয়ে সেখানে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি ওপারে অবাধে বালি উত্তোলনের ফলে নদীর তলদেশে তৈরি হয়েছে মরণফাঁদ। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হলেও, ঘাট সমস্যার সমাধানে কোনও স্থায়ী সূত্র বেরিয়ে আসেনি বলে খবর।

মণীশ প্রসাদ আক্ষেপের সুরে বলেন, 'কোনও সুরাহা না মেলায় বাধ্য হয়ে শিবমন্দির চত্বরে অস্থায়ী পুকুর কেটে পুজোর ব্যবস্থা শুরু করেছি। সেখানেও সব পরিবার পুজো করছেন না। কিছু ছটব্রতী পিচলা নদীতে পুজোর আয়োজন করছেন। এই বছরই প্রথম মহানন্দা নদীতে আমরা পুজো করতে পারছি না।' আরেক ছটব্রতী রাজেশ ডোমের কথায়, 'বছরের পর বছর ধরে যে ঘাটে পুজো দিয়েছি, আজ তা ব্রাত্য। আক্ষেপ থাকলেও সুরক্ষার কথা ভেবে পিচলা নদীর ধারে বিকল্প ঘাট তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে কিছু পরিবার পুজো করবেন।' সব মিলিয়ে, ঐতিহ্য হারানোর বেদনা নিয়েই এবার বিকল্প পথে ছট আরাধনার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফাঁসিদেওয়া।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন গ্যাংটক-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন



অভিষেক আগরওয়াল - কে 13.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 50E 84386 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি তাঁর বিজয়ী টিকিটটি পুরস্কার দাবির ফর্মসহ গ্যাংটক, সিকিমে অবস্থিত নাগাল্যান্ড স্টেট লটারির নোডাল অফিসারের কাছে জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সামান্য কিছু টাকা খরচ করে এক কোটি টাকা জেতাটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। আমাকে এরকম একটি সুযোগ দিয়ে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই"।

সিকিম, গ্যাংটক - এর একজন বাসিন্দা

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।



স্কুলে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি তলানিতে

ছুটি শেষেও ফাঁকা ক্লাস

সাগর বাগচী ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : প্রায় এক মাসের পুজোর ছুটি শেষ হল শুক্রবার। স্কুল খুললেও বেশিরভাগ স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার ছিল তলানিতে। অনেক স্কুলে তো আবার এদিন উপস্থিতির হার ১০ শতাংশেরও কম ছিল।

কোনও কোনও স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার এতটাই কম ছিল যে একটি শ্রেণিকক্ষে সমস্ত শ্রেণির পড়ুয়াদের বসানো হয়েছিল। এত কম সংখ্যক পড়ুয়া দেখে কয়েকটি স্কুলে টিফিনের পর ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, ডিসেম্বরেই বার্ষিক পরীক্ষা। তার আগে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হারের করুণ দশা দেখে শিক্ষকরা চিন্তিত। তবে ছটপুজোর পর উপস্থিতির হার বাড়বে বলে আশাবাদী শিক্ষকরা।

এদিন শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে ১১০০ জন পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ৩০ জন স্কুলে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুমনা পাল বলেন, 'অনেক ছাত্রীর বাড়িতে ছটপুজো হয়। সেই কারণে অনেকে এদিন স্কুলে আসেনি। ছটপুজোর পর থেকে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়বে।'



গুটিকয়েক পড়ুয়া নিয়েই চলল শুক্রবারের ক্লাস। শিলিগুড়িতে।

উচ্চমাধ্যমিকের সিমেস্টারের জন্য অনেক স্কুল বন্ধ দেওয়া হয়েছিল। স্কুল খোলার পর হাতেগোনা কয়েকদিন ক্লাস হওয়ার পর পুজোর ছুটির জন্য আবার স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

পুজোর ছুটির পর পড়ুয়াদের ক্লাস করতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ সব ব্যবস্থা করেছিল। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের তিন হাজার ছাত্রীর মধ্যে এদিন ৩০০-র কিছু বেশি পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন, 'এদিন চারটে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। পড়ুয়া কম থাকায় মিড-ডে মিল খাওয়ানোর পর ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

শম্পা কর্মকারের মেয়ে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তিনি বলেন, 'পাড়ায় ছটপুজো হচ্ছে তাই এদিন মেয়ে স্কুলে যেতে চায়নি। মঙ্গলবার থেকে মেয়ে স্কুলে যাবে।'

বুড়ি মজুমদারের মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তিনি বলেন, 'পুজোর ছুটির পর প্রথম দিন হওয়ায় মেয়ে আজ স্কুলে যেতে চায়নি।'

প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ বলেন, 'পুজোর ছুটির পর প্রথম দিনের স্কুলে পড়ুয়ারা বেশি আসতে চায় না। তবে পড়ুয়া কম এলেও ক্লাস করানো হয়েছে।'

শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলে মোট ৪৩৩ জন পড়ুয়ার মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিল মাত্র ৯৬ জন। তা সত্ত্বেও সব ক্লাস করানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন টিচার্স ইনচার্জ কাঞ্চন দাস।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিকের ৪৪০ জন পড়ুয়ার মধ্যে এদিন মাত্র ২০ জন পড়ুয়া উপস্থিত থাকায় সব পড়ুয়াকে এক শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে ক্লাস করানো হয়।

শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিকে মোট ৬৬২ জন পড়ুয়ার মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিল মাত্র ৩৬ জন পড়ুয়া। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'পুজোর ছুটির পর প্রথমদিন স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম থাকে। সোমবারও স্কুল ছুটি রয়েছে। আশা করছি মঙ্গলবার থেকে উপস্থিতি বাড়বে।'

স্কুলের তিন হাজারের বেশি পড়ুয়া থাকা সত্ত্বেও এদিন উপস্থিত ছিল প্রায় তিনশো পড়ুয়া। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের

নয়া শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ঘোষপুকুর কলেজে

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের সুবিধা বাড়াতে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর কলেজে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে কলেজের বর্তমান তিনতলা ভবনের উপর চতুর্থ তলা নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০৬ টাকা।

কলেজ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন ছয়টি বড় শ্রেণিকক্ষ তৈরি করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। বর্তমান ভবনের ছাদে উন্নতমানের টিনের ছাউনি বা ট্রাসের সাহায্যে এই নির্মাণকাজ চলছে। চলতি বছরের অগাস্ট মাসে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার জারি হয়। ৫৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।

বর্তমানে ঘোষপুকুর কলেজে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে পঠনপাঠন চলে। বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্গত রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সও। সব মিলিয়ে কলেজে প্রায় ১১০০ পড়ুয়া রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় শ্রেণিকক্ষের অভাব দেখা দিচ্ছিল। নতুন ছয়টি বড় ঘর তৈরি হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, কলেজের পিছনে থাকা অতিরিক্ত এক একর জমিতে সীমানা প্রাচীর তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যেই ওই কাজের জন্য ৪১ লক্ষ টাকার প্রাথমিক পরিকল্পনা ও এস্টিমেট তৈরি করেছে।

কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ উমা মাজি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের বসার জায়গা ও ক্লাসের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বর্তমান তিনতলা ভবনের ওপর ট্রাস দিয়ে ছয়টি বড় শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হচ্ছে। নতুন এই ঘরগুলি তৈরি হলে পঠনপাঠনের পরিবেশ আরও উন্নত হবে।'

গতির বলি ১

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : জটিয়াকালী সংলগ্ন দোকানঘর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম রমজানি নেছা (৫৩)। তাঁর বাড়ি ফুলবাড়ির জয়দেবভিটা এলাকায়। শুক্রবার সকালে এলাকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় এক বাইকচালক তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিকে, বাইকচালককে আটক করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

শীত আসছে



কুয়াশামাখা সকাল। শুক্রবার জলপাইগুড়ির পাভাপাড়ায়। ছবি : বুম্বা কর

সংঘের নির্বাচনে আগ্রহ সর্বস্তরে

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে পরিবর্তনের ছোঁয়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সাংগঠনিক নির্বাচনেও। এর আগে সংঘের বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে বা প্রতিনিধি হতে অনীহা দেখা যেত, অভাব ছিল সঠিক লোকের। এবার সেই ছবি সম্পূর্ণ উলটো।

জেলা থেকে বিভাগ স্তর, প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রার্থী হওয়ার যেন হিড়িক পড়েছে। সংঘের অন্দরমহলে এই অবস্থাকে নজিরবিহীন বলেই দাবি করা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতার মসনদে বসার দৌলতেই কি দায়িত্ব নিতে আগ্রহীর সংখ্যা বাড়ছে, সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আরএসএস সূত্রে খবর, অতীতে হাতেগোনা কয়েকজন প্রতিনিধি উঠে আসতেন। নির্বাচন সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। দায়িত্ব নেওয়ার মতো স্বয়ংসেবকের খোঁজ মেলাই যেখানে ছিল বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অন্য দল আর সংগঠন থেকে দলে দলে লোকজন সংঘে শামিল হতে ভিড় জমাচ্ছেন। তার স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে এবারের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে। তাই, আগাম সাবধানী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়ায়।

আরএসএস-এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী- জেলা, বিভাগ ও প্রান্তে একজন করে সংঘচালক এবং কার্যবাহ থাকেন। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিভাগ থেকে নির্বাচিতদের নাম প্রান্তে পাঠানো হয়।

তারপর সেখান থেকে নির্বাচনের পর নাম পৌঁছায় ক্ষেত্রে। তারপর আরও প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন সরসংঘচালক। সেই চূড়ান্তভাবে বাছাই হওয়া প্রান্ত সংঘচালক ও কার্যবাহ পরবর্তীতে বিভাগ স্তরে দুই পদাধিকারীকে বেছে নেন। তাঁরা আবার জেলা স্তরে দায়িত্ব দেন। সংঘের অন্দরমহলের এই বাড়তি উৎসাহ সত্ত্বেও নিয়মকানুন যে ভীষণ কঠিন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের এক কর্তা। তিনি বলেছেন, 'সংঘ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন হয়। কেউ চাইলেই

রাজ্যে পালাবদলের 'প্রভাব'



দায়িত্ব নিতে পারেন না বা ভোটদানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না।'

সংঘের নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণ স্বয়ংসেবক হলে ভোট দেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট কিছু মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই করে তবেই কিছু স্বয়ংসেবককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, যাঁদের 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বয়ংসেবক' বলা হয়। প্রতিটি জেলায় কমবেশি একশোজন এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বয়ংসেবক থাকেন।

অতীতে মূলত যাঁরা সংঘের প্রথম বর্ষের প্রশিক্ষণ নিতেন, তাঁরা যোগ্যতা অর্জন করতেন। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর স্বয়ংসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই রীতিতে বদল আনা হয়েছে। প্রথম বর্ষের প্রশিক্ষণ শেষের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনযাপন সম্পর্কে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় ও কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার আরএসএসের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সদর দপ্তর শিলিগুড়ির 'মাধব ভবন'-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া। মালদা থেকে কোচবিহার- এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে মাধব ভবনে তিনটি বিভাগের ভোটদান হয়। তিনশোরও বেশি স্বয়ংসেবক অংশ নেন।

প্রতিটি বিভাগ থেকে এবার পাঁচজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এদিকে সংঘ সূত্রে খবর, বিগত বছরগুলিতে এই বিভাগগুলি থেকে নামমাত্র ১-২ জন প্রতিনিধির নাম প্রান্তে পাঠানো হত। প্রান্ত থেকে একইভাবে হাতেগোনা কয়েকজনের নামের তালিকা যেত ক্ষেত্র স্তরে।

জেলা থেকে বিভাগ এবং ধীরে ধীরে প্রান্ত, ক্ষেত্র ও সর্বভারতীয় স্তরে ক্রমপর্যায়ে এগোতে থাকা এই ভোটদান প্রক্রিয়া সংঘ পরিবারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আগামীদিনে এই প্রতিনিধিরা নিজেদের দল সাজাবেন। সেখান থেকে দায়িত্ব বণ্টন হবে অন্য শাখা সংগঠনের। প্রভাব পড়বে বিজেপির সাংগঠনিক পরিকাঠামোতেও। তাই, গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর নজর রয়েছে রাজ্যের শাসকদলেরও।

মাদক সহ গ্রেপ্তার এক

নকশালবাড়ি, ১৩ নভেম্বর : ১৪ বোতল কাফ সিরাপ এবং ১৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ শুক্রবার সন্ধেবেলা এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ মহিম। ধৃতের বাড়ি নকশালবাড়ি ছোট পুল এলাকায়। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদিন সন্ধেবেলা নকশালবাড়ির ট্র্যাক্টর মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেইসময় মহিম স্কুটারে করে ওই এলাকায় কাফ সিরাপ এবং ব্রাউন সুগার ডেলিভারি দিতে এসেছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। মহিমকে আটক করে স্কুটারে তল্লাশি চালিয়ে ১৪ বোতল কাফ সিরাপ এবং ১৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

অন্যদিকে, এদিন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর মহাসিংজোত এবং নেহালজোত এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। এদিনের অভিযানে ১২০০ লিটার চোলাই মদ নষ্ট করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আহত পুলিশকর্মী

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোরা মোড় এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত পুলিশকর্মী। আহত পুলিশকর্মীর নাম পরেশচন্দ্র রায়। তিনি ভোরের আলো থানায় হোমগার্ড পদে কর্মরত রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ সাহুডাঙ্গি সেতুর কাছে গোরা মোড় এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন পরেশ।

দুর্ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি। খবর পেয়ে পরেশের পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে পৌঁছান।

ভ্যান ডিউটিতে মৃত্যু সিভিকের

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এল মাটিগাড়া থানায়। মৃতের নাম পুষ্কর তামাং (৩৮)। তিনি শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকতেন। পুলিশ সূত্রে খবর, পুষ্কর এদিন সকালে ভ্যান ডিউটি করছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি অসুস্থতা বোধ করেন।

তড়িঘড়ি তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

থিম রয়্যাল প্যালেস

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ওল্ড মাটিগাড়ার পাতি কলোনির আলিঙ্গন পুজো কমিটির ১৭তম বর্ষের জগদ্ধাত্রীপুজোয় থিম 'রাজস্থানের রয়্যাল প্যালেস'। শনিবার সেখানে সাড়ম্বরে পুজোর উদ্বোধন হতে চলেছে বলে জানান পুজো কমিটির সম্পাদক শংকর দে ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তনুজকুমার দে। ২২ তারিখ পর্যন্ত চলবে পুজো ও মেলা। তনুজ বলেন, 'সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পুজোর ক'টা দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে।'

মদ পাচারের ছক বানচাল

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : ফের বিহারে মদ পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ফাঁসিদেওয়া থানার বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়। অভিযানে একটি বিহারগামী যাত্রীবাহী বাস থেকে বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি থেকে বিহারের উদ্দেশে রওনা হওয়া ওই যাত্রীবাহী বাসটিকে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে জাতীয় সড়কে আটক করা হয়। বাসটিতে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি কার্টন বাজেয়াপ্ত হয়। সেগুলি খুলতেই ভেতর থেকে ১৮০ মিলিলিটারের মোট ৯৬০টি মদের বোতল মেলে। যার মোট পরিমাণ ১৭২.৮ লিটার। উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক বাজারমূল্য দেড় লক্ষ টাকারও বেশি বলে পুলিশ দাবি করেছে। তবে বাসে থাকা কোনও যাত্রী বা কর্মী ওই কার্টনগুলির মালিকানা স্বীকার করেননি। কোনও দাবিদার না মেলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। মদের কার্টন পাচারের পেছনে কারা রয়েছে, সেটা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মদ্যপ অবস্থায় খুঁটিতে ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নৌকাঘাট মোড়ে মদ্যপ অবস্থায় দ্রুতগতিতে চারচাকা গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এক ব্যক্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সজোরে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সেই সময় গাড়িতে চালক সহ দুজন ছিলেন। বিকট আওয়াজ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরা গাড়িতে থাকা দুজনকে বাইরে বের করেন। দুজনেরই সামান্য আঘাত লাগে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ চালককে ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করে। তাতে তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রমাণ মেলে। এরপর পুলিশ গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



উফফ! বড্ড ধকল গেল... গঙ্গারামপুরে গতিসত্তম সাহার ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পানীয় জল নিয়ে তদন্ত দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : পাহাড়ে পুরভোটকে সামনে রেখে চারটি পুরসভা এবং গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সহ অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা নিয়ে পথে নামল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। দলের তরফে শুক্রবার দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিয়ে পানীয় জল প্রকল্পে দুর্নীতির তদন্ত দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়বাসীকে দ্রুত পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। ২৫ নভেম্বরের মধ্যে জেলা প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নিলে ২৬ তারিখ দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে প্রতিবাদ মিছিল এবং জনসভার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনীতা রোকা বলেছেন, 'পাহাড়বাসীর পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। অথচ এখানে কাজ না করেই টাকা লুট হয়েছে। দুই জেলা প্রশাসনই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।'

> **পাহাড়বাসীর পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। অথচ এখানে কাজ না করেই টাকা লুট হয়েছে।**
>
> **বিনীতা রোকা**
> *কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

কালিম্পংয়ের পাশাপাশি কার্সিয়াং এবং মিরিকেও ২০২২ সাল থেকে ভোট বকেয়া রয়েছে। প্রশাসক বসিয়ে পুরসভাগুলি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই পুরসভাগুলিতে ভোট করাতে রাজ্য সরকারের সম্মতি চেয়েছে। ভোট হচ্ছে ধরে নিয়ে বিমল গুরুংরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

শুক্রবার দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসকের কাছে বেশকিছু দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে মোর্চা। এর মধ্যে চার মহকুমার অমৃত প্রকল্পে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। মোর্চার অভিযোগ, অমৃত প্রকল্পে কয়েকশো কোটি টাকা করে এক-একটি পুরসভা এলাকায় এসেছে। এই টাকায় ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও কোনও শহরের মানুষই পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না।

এরই সঙ্গে জল জীবন মিশন প্রকল্পে পাহাড়ে 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজও ২০২২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। ৭৫ হাজার বাড়িতে জল পৌঁছেছে বলে সরকারিভাবে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পাহাড়ের মানুষ এখনও জল পাননি। এই প্রকল্পেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে মোর্চার দাবি।

মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তরঙ্গ পণ্ডিতের অভিযোগ, 'পানীয় জলপ্রকল্পে পাহাড়ে বহু কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এর আগেও তদন্ত হয়েছে। কিন্তু তদন্তের পরেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' কালিম্পংয়ের কর্মসূচিতে এদিন মোর্চার সহ সভাপতি বিজয় সুনদাস নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, জল জীবন মিশন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে একটি সংস্থা কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ওই সংস্থা এখনও কাজ করে যাচ্ছে। অথচ কালিম্পংবাসী জল পাচ্ছেন না।



কেন্দ্রের ক্যাথ ল্যাব মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ক্যাথ ল্যাব দেওয়া হল। ফলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এখানে কার্ডিওলজি বিভাগে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের ফলস সিলিং মেরামত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্তৃপক্ষের। কেননা ছয়তলা ভবনের প্রতিটি তলেই ফলস সিলিং খসে পড়েছে। অভিযোগ, একাধিকবার রাজ্য থেকে আর্থিক বরাদ্দ এলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সিলিং মেরামত হয়নি। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'ক্যাথ ল্যাবের বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট চলে এসেছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুরো মেশিন চলে আসবে। আশা করছি কয়েক মাসের মধ্যে ক্যাথ ল্যাব চালু হয়ে যাবে।' ফলস সিলিং মেরামতির কাজও পূর্ত দপ্তর করছে বলে সুপার জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় (পিএমএসএসওয়াই) উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ২০১৫ সালে সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কার্ডিওথোরাসিক, প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি সহ বিভিন্ন সুপারস্পেশালিটি বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার কথা। ২০১৯ সালে এই ব্লকের জন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে ক্যাথ ল্যাবের ছাড়পত্রও দিয়েছিল কেন্দ্র। এর পরেই এখানে ক্যাথ ল্যাব পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সে সময় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় ক্যাথ ল্যাব এখানকার পরিবর্তে বিহারের একটি মেডিকেল কলেজে চলে যায়। ২০২২ সালে মেডিকেলে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে ধীরে ধীরে চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু ক্যাথ ল্যাব আসেনি। ফলে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রোগীরা মেডিকেলে এলেও সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ক্যাথ ল্যাবের জন্য এর আগে স্বাস্থ্য দপ্তরও কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছে।অবশেষে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ক্যাথ ল্যাবের জন্য পুনরায় কেন্দ্রের কাছে দরবার করে। এর পরেই স্বাস্থ্যমন্ত্রক অনুমোদন দেয়। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের পঞ্চম তলে ক্যাথ ল্যাব বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুরো মেশিন চলে আসবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ক্যাথ ল্যাব চালু হলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সহ রক্তনালির বিভিন্ন পরীক্ষা, পেসমেকার বসানো এবং হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অপারেশন করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলকে আরও একটি ক্যাথ ল্যাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১১০ হাতির সেফ ড্রাইভ বাগডোগরা জঙ্গলে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৩ নভেম্বর : হস্তীদলের 'মহাযাত্রা' যেন। ছানাপোনাদের নিয়ে ১১০টি হাতির একটি দল শুক্রবার দুপুরে নকশালবাড়ির টুকরিয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুলকিচালে এগিয়ে যাচ্ছিল বাগডোগরার জঙ্গলের পথে। শয়ে-শয়ে মানুষ কেউ ট্রেনে, কেউ বা বাসে-গাড়িতে বসে উপভোগ করলেন সেই দুর্লভ দৃশ্য। হাতিদের এই 'পথযাত্রা'র নাম বন দপ্তর দিয়েছে 'অপারেশন সেফ ড্রাইভ'। টুকরিয়ার জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবার নেই বলে হাতিগুলিকে বাগডোগরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাগডোগরা জঙ্গলে তখনও পর্যন্ত ৫০টি হাতি ছিল। শুক্রবার ১১০টি যুক্ত হওয়ায় সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬০। শুক্রবার বিকেল প্রায় সাড়ে ৪টা। নকশালবাড়ির টুকরিয়া জঙ্গল থেকে হাতির দলটিকে পথ দেখিয়ে বাগডোগরার জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। বাগডোগরা স্টেশনকে পেছনে রেখে ৩২৪৭ ডাউন ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস তখন রওনা দিয়েছে কাটিহারের উদ্দেশে। রেললাইনে হাতির বিশাল দলটিকে উঠতে দেখে মাঝপথেই ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন চালক।

রেললাইন পার করে দলটি উঠে আসে এশিয়ান হাইওয়ে-২ সংলগ্ন কিরণচন্দ্র চা বাগানের করিডরে। একসঙ্গে এতগুলো হাতি দেখার লোভে মহাসড়কের দু'ধারে ভিড় উপচে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ ওই রাস্তায় যান চলাচল স্তব্ধ থাকে।



রাস্তা পার করছে হাতির দল। শুক্রবার বাগডোগরায়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতি দেখতে দেখতে সুজাতা যাদব বলেন, 'ভাগ্য ভালো ছিল, তাই এতগুলি হাতি একসঙ্গে দেখতে পেলাম।' আরেক যাত্রী দিব্বা রায়ের কথায়, 'শাবকগুলো কী সুন্দর মায়ের পায়ের মাঝে হেঁটে যাচ্ছিল। দারুণ লাগছিল দেখতে।'

কিন্তু, হাতির দলের জন্য হঠাৎ এই 'সেফ ড্রাইভে'র প্রয়োজন হল কেন? বন দপ্তরের কার্সিয়াং-এর এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় জানালেন, গত কয়েকদিন ধরে বাগডোগরা, কলাবাড়ি ও ইউসিসি জঙ্গল থেকে হাতিগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নকশালবাড়িতে রথখোলার কাছে টুকরিয়া জঙ্গলে



বাড়ল মেয়াদ

মাস আর্ট কাণ্ডে ধৃত ইন্দ্রনীল সেনের ঘনিষ্ঠ ধ্রুবজ্যোতি বসুর আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ বাড়াল নিম্ন আদালত। তদন্তে সহযোগিতার কথা জানিয়ে জামিনের আবেদন করেননি ধৃতের আইনজীবী।



দেহ উদ্ধার

নিউটাউনের ওয়াচটাওয়ার থেকে উদ্ধার এক নিরাপত্তারক্ষীর দেহ। মৃত সুলগ্ন দে এনকেডিএ-র অধীনে কর্মরত ছিলেন। প্রাথমিক অনুমান, শুক্রবার ভোরে পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ঘটনায় পৃথক তদন্ত করবে ডব্লিউবিএসইডিসিএল।



পূর্বাভাস

বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা। শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। রবিবারের মধ্যে তা নিম্নচাপের রূপ নেবে। রাজ্যে বৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলেও তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।



বন্ধ মায়ের ঘাট

ছটপুজোয় বন্ধ রাখা হচ্ছে বাগবাজার মায়ের ঘাট। বিকল্প হিসাবে কাশী মিত্র ঘাট ব্যবহার করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। কলকাতা পুলিশের তরফে শুক্রবার একথা জানানো হয়েছে। কুমারটুলি, চাঁপাতলার মতো নিকটবর্তী ঘাটগুলি ব্যবহার করা যাবে।

অযোগ্যদের নভেম্বরেই টাকা ফেরতের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

আবাসে ভুয়ো ধরতে সিট

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : সরকারি আবাস যোজনায় প্রায় ১১ হাজার অযোগ্য উপভোক্তার কাছ থেকে চলতি মাসের মধ্যেই টাকা ফেরত দেওয়ার কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নবান্নে আবাস যোজনা সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে অযোগ্য হয়েও প্রায় ১২ হাজার জন বাড়ি তৈরির টাকা নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১ হাজার জন ইতিমধ্যেই টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকিদের ওই টাকা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে সরকার।' তিনি আরও বলেন, 'আবাস প্রকল্পে ৫৭ হাজার ভুয়ো এবং অযোগ্য প্রাপকের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে তদন্ত করবে রাজ্য সরকার।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি থেকে বাদ পড়েননি সরকারি আধিকারিকরাও। তাঁর সাফ কথা, এই অনিয়মে সরকারি আধিকারিকদের কোনও সুপারিশ রয়েছে প্রমাণিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নবান্ন সভাঘরের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস প্লাস যোজনা প্রকল্প রাজ্যে চালু হচ্ছে। এই যোজনায় ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষের নাম সমীক্ষার ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে।' মন্ত্রীর আশা, ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা রাজ্যের কাছে আসবে। তারপর পর্যায়ক্রমে যোগ্য উপভোক্তারা টাকা পাবেন।

ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে অংশ নেওয়া গ্রামীণ মানুষদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারেও আশার কথা শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী। এতদিন ওই প্রকল্পে শ্রমিকরা ৩০০ টাকা মজুরি পেতেন। তা যাতে ৪০০ টাকা করা যায়, সেই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, 'গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন। সেখানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী এই আর্জি জানিয়েছেন। আমাদের আশা, কেন্দ্র ৪০০ টাকা মজুরি দেওয়ার ব্যাপারে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে।'

আবাস যোজনা প্রকল্পে অযোগ্যদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে টাকা ফেরতের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী



আবাসের চেক বিলির অনুষ্ঠানে। শুক্রবার নবান্নে। -রাজীব মণ্ডল

তাঁদের উদ্দেশে বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দিয়ে আইনি জটিলতা থেকে আপনারা মুক্ত হন। সরকারের কড়া অবস্থান ওই টাকা কিছুতেই আপনাদের কাছে রাখা হবে না। টাকা ফেরত দিতেই হবে। কারণ, আপনারা যোগ্য প্রাপক নন। বিগত তৃণমূলের আমলে মৃত ও স্থানান্তরিত লোকেদের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সরকারি টাকা হাতানো হয়েছে। বর্তমান সরকার তা বরদাস্ত করবে না।' তাঁর কথায়, 'তৃণমূল আমলে সর্বস্তরের দুর্নীতি ও সরকারি তহবিল অপচয় বন্ধ করতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গড়া হয়েছে। আগের আমলের তুলনায় রাজ্যের দুর্নীতিদমন শাখাকে আরও সক্রিয় করতে পদক্ষেপ করেছে বর্তমান সরকার।'

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার করে টাকা প্রায় ৭ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় প্রায় ১৭.২১ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ মোট ১০,৩২৩ কোটি টাকা দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'ভোটের আগে তৃণমূল প্রচার করেছিল, সরকার বদলালে নতুন সরকার এলে আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে না। এই অপপ্রচার ভেঙে আমাদের সরকার দল, বর্ণ, ধর্ম না দেখে প্রকৃত উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিল।'

আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কড়া অবস্থান ঘোষণার কথা জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী দু-জনেই প্রকল্পের উপভোক্তাদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়াও উপভোক্তারা ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে ৯০ থেকে ৯৫ দিনের কাজের মজুরি বাবদ অতিরিক্ত আরও ২৭ হাজার টাকা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় শৌচালয় নির্মাণের ব্যাপারে ১২ হাজার টাকা পাবেন। আবাস যোজনার উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরি করতে ইট, বালির প্রয়োজন। এইসব সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জেলাশাসকদের নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।



ধান কাটার ব্যস্ততা। শুক্রবার নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পুলিশ মিত্র অ্যাপ-এর উদ্বোধন

শুভেন্দুর ভরসা নেই সিভিক ভলান্টিয়ারে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে পুলিশের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পুলিশ মিত্র অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে সেই অনুষ্ঠানেও পুলিশে লোকবলের অভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে পুলিশি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পুলিশে অঞ্চলভিত্তিক বিট অফিসারদের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সমন্বয় এবং অংশীদারিত্বের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।' এইক্ষেত্রে এই অঞ্চলভিত্তিক বিট অফিসারদের সুবিধা ও গুরুত্ব বাড়াতে এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, এই কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার বা সিভিক পুলিশকে যুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর মত নেই। তিনি চান, বিট অফিসারদের কাজের স্বচ্ছতা ও গুরুত্ব বাড়াতে তাঁদের হাতে আধুনিক সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হোক। স্থানীয় স্তরে বিট অফিসারদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সমন্বয় এবং সম্পর্ক যাতে আরও বাড়ানো যায়, সেই ব্যাপারে সবাইকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান তিনি।

পুলিশ মিত্র অ্যাপের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'শুধু অ্যাপ উদ্বোধন করেই হবে না। একে কার্যকর করতে হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের এলাকায় পুলিশের বিট অফিসারদের সমন্বয় আরও বাড়াতে হবে। স্থানীয় মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের ওই বিট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে সবকিছুই তাঁরা যেন জানতে পারেন। শুধু বিট অফিসার গ্রামে গিয়ে পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেবেন, এমনটা হলে চলবে না। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিট অফিসারের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে।'



ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের মউ স্বাক্ষর।

রাজ্যে পুলিশের আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'এখানে পুলিশ বাহিনীতে পুলিশকর্মী-সংকট রয়ে গিয়েছে। রাজ্যে প্রতি লক্ষ মানুষের জন্য পুলিশকর্মীর সংখ্যা ১০৫। অথচ সেখানে জাতীয় গড় ১৫৫। সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে এই অভাব পূরণ করা যাবে না। গুরুত্ব বাড়াতে বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।'

বিরল রোগের চিকিৎসায় কেন্দ্রের সাহায্য

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : শিক্ষার গণ্ডি পার করে সবে মাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ। অথবা সদ্য তারুণ্যে পা রেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনার বয়স। অথচ এই সময়ে হানা দেয় বিরল রোগ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ধীরে ধীরে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয় এই অটোইমিউন ডিজিজ। তবে এই ধরনের বিরল রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার সুযোগ রয়েছে বলে জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

শুক্রবার কলকাতায় মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এক বিশেষ কনক্লেভে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় আরোগ্যনিধি এবং ন্যাশনাল পলিসি ফর রেয়ার ডিজিজেস-এর মাধ্যমে বিরল রোগে আক্রান্তরা সাহায্য পেতে পারেন। স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফির মতো জটিল রোগেও ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ের জিন থেরাপিতে সরকার অনুদান দিচ্ছে। যে কোনও প্রান্তের যে কোনও নাগরিক সহায়তার জন্য আবেদন জানাতে পারেন।'

এই দীর্ঘস্থায়ী রোগে মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে স্নায়বিক সংকেত পৌঁছোনোর প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে হঠাৎ করে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, হাঁটাচলায় অসুবিধা, দেহের ভারসাম্য হারানোর মতো সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে আর্থিক চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আক্রান্তদের আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো, বিনামূল্যে ওষুধ, স্বাস্থ্যসাথী ও রাজ্যের ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা সহ একাধিক প্রস্তাব তুলে ধরে এই প্রথমবার কলকাতায় এমএস পলিসি কনক্লেভের আয়োজন করেছে এই সংগঠন। সেখানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় আরোগ্যনিধি বা ন্যাশনাল পলিসি ফর রেয়ার ডিজিজের কাছে যে কোনও বিধায়ক বা জনপ্রতিনিধিও যদি চিঠি পাঠান, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।'



ছটপুজো উপলক্ষ্যে ফল কেনাকাটা। শুক্রবার কলকাতার নতুন বাজারে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৩ নভেম্বর

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে (স্পেশাল সামারি রিভিশন) এসআইআরে বাদ পড়া যোগ্য ভোটাররা নাম তুলতে ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। তবে ট্রাইবিউনালে বিচারাধীনরা আবেদনের যোগ্য নন। কমিশনের এই নির্দেশিকা নিয়ে যখন হইচই চলছে, তারই মধ্যে ২৩ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৈরি চূড়ান্ত ভোটার তালিকাকে আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৭-এর নিরিখে সময়োপযোগী সংযোজন করতে কমিশনের এই বিশেষ সামারি রিভিশন। মূলত ১ জানুয়ারি ২০২৭-এ যাদের বয়স ১৮ বছর হবে সেইসব নতুন ভোটারে তালিকায় নাম তুলতে কমিশনের এই উদ্যোগ। এজন্য ২৮ ও ২৯ নভেম্বর এবং ৫,৬,১২,১৩ ও ২০ ডিসেম্বর মোট ৭ দফায় রাজ্যের প্রতিটি বুথে বিশেষ প্রচার অভিযান করবে নির্বাচন কমিশন। বুথভিত্তিক এই কর্মসূচিতে এবার বিএলওদের তাঁদের সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করছে কমিশন। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরও এই বিশেষ প্রচার অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।



- নতুন ভোটারদের নাম তুলতে কমিশনের বিশেষ অভিযান
- ২৮ ও ২৯ নভেম্বর এবং ৫, ৬, ১২, ১৩ ও ২০ ডিসেম্বর ৭ দফায় বিশেষ প্রচার অভিযান
- ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দাবি এবং অভিযোগ জানানো যাবে

২৩ নভেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী দাবি এবং অভিযোগ জানানো যাবে। পরবর্তীতে তা শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে ১৬ জানুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন।

যদিও এসআইআরে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ৩০ লক্ষ ভোটারের নামের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত।

অনুসন্ধান কমিটি গঠন

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই) আক্রমণ ও হুমকির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করল স্বাধীন অনুসন্ধান কমিটি। কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার, অভিনেত্রী রত্না পাঠক শা এবং লেখিকা অনিতা অগ্নিহোত্রী। পড়ুয়া, শিক্ষক, কর্মী, প্রাক্তনী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের গোপনীয়তা বজায় রেখে সাক্ষ্য নেবে এই কমিটি। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, এই কমিটি অবৈধ। শুক্রবার এই কমিটি মিটিং করে। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে কমিটির সদস্য অনিতা অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই মুহূর্তে যেকোনও মন্তব্য করা থেকে তিনি বিরত থাকতে চান। পাশাপাশি ফিল্মস্কুলের পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, প্রকৃত সত্য উদঘাটন করাই কমিটির মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কারোর কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য থাকলে সরাসরি প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

টেকসই মূল্যের সুপারিশ চায়ে

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : চা শিল্পে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং চায়ের দামের মধ্যে বাড়তে থাকা ফারাক কমাতে 'ন্যূনতম টেকসই মূল্য' (এমএসপি) চালুর সুপারিশ করল টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার অধীন ১০ সদস্যের কমিটি। এই সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছে আইটিএ, টিএআই, উপাসি, সিস্তা এবং ফিটমার মতো চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদক ভারতে মোট চায়ের ৫৫ শতাংশই আসে ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে। অথচ গত কয়েক বছরে উৎপাদনের খরচ ১০-১৪ শতাংশ বাড়লেও চায়ের দাম বেড়েছে মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত নতুন মজুরি আইন কার্যকর হলে খরচ আরও বাড়বে। এমএসপি চালু হলে ক্ষুদ্র চাষি থেকে শুরু করে পাতা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, সবার আর্থিক চাপ কমবে বলে আশাবাদী শিল্পমহল।

এই প্রসঙ্গে ধুনসেরি টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান সিকে ধানুকা বলেন, 'উৎপাদন খরচ ও চায়ের দামের ফারাক কমাতে এবং মজুরি বৃদ্ধির চাপ সামলাতে এমএসপি নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি।'

ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সুনীল সিং সিকান্দের মতে, দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে ও উৎপাদকদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।



অন্যদিকে, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠন সিস্তার প্রেসিডেন্ট বিজয় গোপাল চক্রবর্তী জানান, ঠিকভাবে এমএসপি তৈরি হলে ক্ষুদ্র চাষিদের আয় ও জীবিকা সুরক্ষিত হবে। চা শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব এবং বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাণিজ্যমন্ত্রকের কাছে দ্রুত এই সুপারিশ কার্যকরের আবেদন জানিয়েছে সংগঠনগুলি।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : মৃত চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের বাড়ির সদস্যদের সামনের সারিতে রেখেই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে 'যোগ্য' শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অনশনকারী মঞ্চ। ৩০ নভেম্বর রাজ্যে বিধানসভার উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ মিছিলের ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

রাজ্যে ক্ষমতায় এলে 'যোগ্য' শিক্ষকদের ওএমআর শিট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পালাবদলের পর জট কেটে শুরু হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে ডাক দেওয়া হচ্ছে ইন্টারভিউর জন্য। তবে অধরা থেকে গিয়েছে প্রতিশ্রুতি। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক সুমন বিশ্বাস বলেন, 'বিধানসভা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা দিয়েছিলেন। তাই ওই দিন আমরা বিধানসভায় গিয়েই তাঁর কাছে জবাব চাইব। নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পরেও পাঁচজন মারা গিয়েছে। অথচ সরকার এখনও কোনও ব্যবস্থা করল না। তাই মৃত যোগ্য শিক্ষকদের পরিবারদেরকেই অগ্রভাগে রেখে মিছিল করা হবে।'

টুকরো খবর

মেট্রোর উদ্বোধনে মোদি



কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : ফের রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২১ নভেম্বর একদিনের সফরে কলকাতায় আসতে পারেন তিনি। আসন্ন সফরে একাধিক সরকারি কর্মসূচির উদ্বোধন ও বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পথের উদ্বোধন করতে পারেন তিনি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পর তা রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।

সূত্রের খবর, ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো পথের পরিষেবা চালু হয়েছে। বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত রুটে মেট্রো চালু হলে দক্ষিণ শহরতলির দিক থেকে সরাসরি সল্টলেক আইটি সেক্টর পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে।



ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে মামলা

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : কলকাতার পর হাওড়া পুরসভার ভোট নিয়েও আইনি জট। হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন মামলা দায়ের করল সিপিএমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তথা মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে বিধানসভা ভোটের প্রার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই পুরসভায় বোর্ড নেই। রাজ্য বিধানসভায় সম্প্রতি হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮টি করার বিল পাশ হয়েছে। কোনও আলোচনা ছাড়া পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

আপাতত স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার শ্রীরামপুরে জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙায় আপাতত স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার থেকে এই নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবারও সেই কাজ চলছিল। তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জাহাঙ্গির। এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশ দেন, আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে হবে প্রশাসনকে। সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানির আগে ওই নির্মাণ ভাঙা যাবে না।



কিশোরের মৃত্যু

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : টিউশন শেষ করে আর বাড়ি ফেরা হল না ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া আনমোল ঝা-এর। শুক্রবার দুপুরে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায় সে। দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক লরির চালক। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সিমেন্টবোঝাই লরিটিতে ভাঙচুর চালান তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামাতে হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ছয় চাকার ঘাতক লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

সিদ্ধান্ত বহাল

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : বাবা সাহেব আম্বেদকার এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় শতাধিক বিএড এবং ডিএলএড কলেজে ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য আপাতত ভর্তি নেওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই ভর্তি নেওয়া সম্ভব হবে।

জখম পুলিশ

বোলপুর, ১৩ নভেম্বর : ফের দুষ্কৃতী তাণ্ডব বোলপুর-শান্তিনিকেতনে। অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে তার গুলিতে জখম হলেন শান্তিনিকেতন থানার এক কনস্টেবল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার নির্দিষ্ট এক অভিযুক্তের খোঁজে তার বাড়িতে পৌঁছায় পুলিশের দল। নাম ধরে ডাকতেই আচমকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওই অভিযুক্ত। গুলিতে কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসের পায়ে আঘাত লাগে। তাঁকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর বিশাল পুলিশবাহিনী হাসপাতালে পৌঁছায়। তবে গুলি চালিয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় বোলপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। মাস দেড়েক আগেই বোলপুরে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে এক বিজেপি নেতাকে খুনের ঘটনা ঘটেছিল।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭৫ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ কার্তিক ১৪৩৩

মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকল

মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের পকেট যতই ভারী হোক, আমজনতার দৈনন্দিন জীবনের ছবিটা ক্রমশ মমান্তিক হয়ে উঠছে। উৎসবের মরশুম কাটতে না কাটতে সমস্ত আনন্দ ফিকে করে দিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের হেঁশেলে স্থায়ী আস্তানা গাড়ছে মূল্যবৃদ্ধি নামক দৈত্য। অক্টোবর মাসে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.০৯-এর রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলায় আমজনতার পকেটে যেন ত্রাহি ত্রাহি রব।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া সহনসীমার লাল দাগ পার করে মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি শুধু খাতায়-কলমে কিছু পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচ নয়, বরং সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলার ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে তার কোনও সদুত্তর নেই। অচ্ছে দিনের স্বপ্ন যেন কোথাও পা-মুখ লুকিয়েছে।

প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বী। মারাত্মক আঘাত লেগেছে গেরস্থের রান্নাঘরে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি একলাফে ৮.৯৪ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। যে পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লেবু এবং সর্ষের তেল ছাড়া বাঙালির রান্না অসম্পূর্ণ, সেই সমস্ত জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধির ঝাঁঝে মানুষের নাকের জলে, চোখের জলে অবস্থা। চাল, ডাল, ডিম, মাছ, মাংস থেকে তরিতরকারি, মশলা, আনাজ ইত্যাদি সবকিছু ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে যাচ্ছে।

অবস্থা এমনই যে, মানুষের দু'বেলা ডালভাত খেয়ে শান্তিতে দিন গুজরান করার আর জো নেই। খাদ্যপণ্য যেন বিলাসবহুল পণ্যের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সম্প্রতি দুধের দাম বাড়িয়েছে সরকারি, বেসরকারি সংস্থাগুলি। মানুষের সামনে আছে শুধু বিকশিত ভারতের শুকনো আশ্বাস। শুধু সবজি বা মুদি সামগ্রী নয়, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাসভাড়া, ট্রেনভাড়া এবং জ্বালানির দাম। যা পরোক্ষে বাড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পরিবহণ খরচ।

রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৪-এর আশপাশে থাকাটা আদর্শ, যার সর্বোচ্চ সহনসীমা নির্ধারিত রয়েছে ৬ শতাংশে। অক্টোবরের ৬.০৯ শতাংশ রিডিং বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বড়সড়ো গলদ বা প্রশাসনিক ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতি আগামীদিনের জন্য বড়সড়ো লাল সংকেত।

মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম টানতে রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার বাড়ানোর মতো কড়া পদক্ষেপ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাতে আমজনতার কতটা সুবিধা হবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এই লাগামছাড়া দামবৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণ। আবহাওয়া পরিবর্তনের চালচিত্র এবং ভবিষ্যতে এল নিনোর ভ্রূকুটি কৃষিপণ্যের উৎপাদনে বড় ধাক্কা দিতে পারে।

যদিও সরকারি স্তরে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত আছে দাবি করা হয়। তবুও প্রশ্ন জাগে, খেটেখাওয়া মানুষের তাৎক্ষণিক স্বস্তিও কি আছে? আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা খানিকটা স্বস্তি দিলেও দেশের খুচরো বাজারে তার দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। বরং মুদ্রাস্ফীতির চোটে সাধারণ পরিবারগুলির তিল তিল করে জমানো সামান্য সঞ্চয়েও হাত পড়ছে।

সীমিত আয়ের মানুষের কাছে সঞ্চয় তো দূরের কথা, নিত্যদিনের সাধারণ চাহিদা, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, চিকিৎসার মতো দৈনন্দিন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে কালঘাম ছুটছে। আগামী কয়েক মাস মুদ্রাস্ফীতির ওঠানামা ঠিক করে দিতে পারবে যে, এই ধাক্কা সাময়িক ঢেউ নাকি দীর্ঘস্থায়ী, সর্বগ্রাসী কষ্টের সূচনা। এমনিতেই কর্মসংস্থানের হাল খারাপ। তার ওপর রোজকার বাজারদর আকাশচুম্বী হলে বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে যাবে।

রোটি, কাপড়া, মকানের সমস্যা ভারতে আগেও ছিল। হয়তো আগামীদিনেও থাকবে। কিন্তু মৌলিক সমস্যাগুলির স্থায়ী এবং কার্যকর সমাধান না হলে বিকশিত ভারতের আশ্বাস স্বপ্নই থেকে যাবে। সবকিছু ঠিক আছে বলে শাসক শিবির নজর ঘোরানোর চেষ্টা করলেও মানুষের মূল সমস্যা একই রয়ে গিয়েছে। আমজনতার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আর থাকছে না।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

আমার কিছু জিনিস তোমার কাছে রয়ে গিয়েছে

সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনীতে তথ্যের ভুল অন্তত ৫৫। তবু ভারসাম্যের সেরা উদাহরণ। মোদি-প্রণব-মানেকা, সবারই ভালো দিক, খারাপ দিক আছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য





তখন সুখের দিন। রাজীব গান্ধির সঙ্গে। -ফাইল চিত্র

একটা দেশে ফেরার টিকিট। একটা পুরোনো প্রেমের ছবি। একটা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া প্রেম। এবং একটা প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি, যার সামনে দাঁড়িয়ে এক নারী শেষপর্যন্ত বলেছিলেন, 'না'।

ইতিহাসের জন্য চারটি আলাদা ঘটনা তৈরি করল এক নারীর আশ্চর্য প্রতিকৃতি। সোনিয়া গান্ধির সাড়া ফেলা আত্মজীবনী 'বিলংগিং : এ জার্নি অফ লাভ' পড়তে পড়তে ওই প্রতিকৃতি কল্পনার সঙ্গে গুলজারের লেখা ইজাজত ছবির সেই অমর গান মনে পড়ে যায়।

'মেরা কুছ সামান তুমহারে পাস পড়া হ্যায়/ও সাওন কে কুছ ভীগে ভীগে দিন রখে হ্যায়'।

সোনিয়া ভারতে সেই বিরল রাজনীতিকদের একজন, যাঁর মুখে কখনও অশালীন কথা শোনা যায়নি। ভাষার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হারাননি সংযম। নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। ক্ষমা করেছেন স্বামীর নির্মম হত্যাকারীদের। তাঁর রাজনীতিতে আসা ছিল দায়িত্ববোধের জটিল যাত্রা। ক্ষমতার স্বপ্ন নয়। তাঁর জোটকৌশল ২০০৪ সালে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনে, ২০০৯ সালে তা ধরে রাখতে সাহায্য করে। এই যে এখন লোকে কথায় কথায় আরটিআই করে তথ্যের অধিকারে, সরকার জোর দেয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান, খাদ্যসুরক্ষায়, তা কি সোনিয়া না থাকলে হত?

যিনি গুলিবিদ্ধ নিথর শাশুড়িকে কোলে নিয়ে অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে হাসপাতালে ছুটেছিলেন, যিনি স্বামীর শেষ চেহারা দেখতে পাননি, এতটাই বিকৃত সেটা, তাঁর আত্মজীবনীতে সেই দুটি ঘটনা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়। রাজনীতি এখানে ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের কাছে কত অসহায়!

রাজীব নিহত হওয়ার পর বাড়িতে ফিরেছিল তাঁর ট্রাভেল ব্যাগ। সোনিয়া খুলে দেখেন, ভাঁজ করা দুটি খাদির কুর্তা, রুমাল, শাল, অন্তর্বাস, প্রসাধনীর ব্যাগ, দাঁত মাজার ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, চিরুনি, কালো চশমা, ছোট রেডিও। নিজের ব্যাগ নিজেই গোছাতেন রাজীব। ইন্দিরা শিখিয়েছিলেন স্বনির্ভরতা। কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল চেন লাগানো গোপন খোপে। কেম্ব্রিজে প্রেমের প্রথম দিনের সোনিয়ার ছবি, রাহুল-প্রিয়াংকার বড় হয়ে ওঠা, ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের আলোকচিত্র। ছোট ছোট ছবিতে যেন ফিরে এসেছে গোটা সংসার। রাজীব আর কোনও দিন ফিরবেন না, অথচ ব্যাগের প্রতিটি জিনিস যেন বলছে, মানুষটি শুধু একটু বাইরে গিয়েছেন। ওই ছবিগুলির মধ্যে তখনও জেগে আছে এক অসমাপ্ত জীবন। সোনিয়া একটি একটি করে ছবি দেখেন, যেন আঙুলের স্পর্শে ফিরে পেতে চান হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো।

অন্য ব্যাগে রাজীবের পোশাক। সোনিয়া ঝুঁকে পড়েন, যদি আর একবার পাওয়া যায় প্রিয়তম মানুষের পরিচিত গন্ধ! সেখানে কোনও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেই, কোনও নেত্রী নেই। রয়েছেন এক স্ত্রী, যাঁর কাছে হারানো মানুষটির শেষ উপস্থিতি ওই কাপড়টুকু। সেই মুহূর্তে ব্যক্তিগত শোকের কাছে সমস্ত রাজনৈতিক পরিচয় কত তুচ্ছ হয়ে যায়!

চেন্নাই যাওয়ার আগে রাজীব তাঁকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। ক্লান্ত সোনিয়া যাননি। 'দু'দিন পরেই ফিরব', বলেছিলেন রাজীব। পর্দার আড়াল থেকে সোনিয়া দেখেছিলেন, গাড়িতে ওঠার আগে স্বামী ফিরে হাসছেন, হাত নাড়ছেন। সেই হাসিই শেষ স্মৃতি। আজও তাঁর প্রশ্ন, কেন সেদিন গেলাম না? কোনও উত্তর নেই। হয়তো এই অনুশোচনা নিয়েই বাকি জীবন কাটাতে হবে তাঁকে।

রাজীব প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন শুনে আতঙ্কিত সোনিয়া বলেছিলেন, 'ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে!' রাজীব উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওরা আমাকে এমনিতেও মেরে ফেলবে।' অথচ ইতালি থেকে আসার সময়ে বাবা মেয়েকে ফেরার বিমান টিকিট দিয়েছিলেন। নতুন দেশ ভালো না লাগলে ফিরে আসার সুযোগ। সোনিয়া ফেরেননি। শিখেছিলেন কাশ্মীরি রান্না, ভারতীয় সংসারের রীতি, ভাষা-সংস্কৃতি। নিজের পরিচয় না মুছেই আপন করেছিলেন ভারতকে।

ইন্দিরার জরুরি অবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবারের মতভেদ ও ভুলের কথা স্বীকার করেছেন বইয়ে। আবার এঁকেছেন অন্য ইন্দিরাকে। ডিনার টেবিলে অতিথির সঙ্গে কথা শুরু করতে যিনি লজ্জা পেতেন। টিটোর প্রয়াত স্ত্রীর দারিদ্র্যের খবর পেয়ে প্রোটোকল ভেঙে যুগোস্লাভিয়ায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। স্নেহময়ী শাশুড়ি, অসহায় মানুষ আর কঠোর শাসক— তিনটি মুখই রেখেছেন সোনিয়া। যাঁকে দেশ দেখেছে ক্ষমতার কেন্দ্রে, তাঁকে বৌমা দেখেছেন অনেক সময় একাকী, সংকোচে ভরা মানুষ হিসেবে।

রাজীবের শেষকাজে এসে বোন নাদিয়া ইতালি ফেরার অনুরোধ করেছিলেন। মা-ও বলেছিলেন, 'শাশুড়ি আর স্বামী নিহত, এবার তোকেও মারবে!' তবু সোনিয়া জোর গলায় বলেছিলেন, ভারত ছাড়বেন না। নাদিয়ার অনুরোধে ছিল ভয়। সোনিয়ার না-ফেরায় ছিল এক নিঃশব্দ ঘোষণা, ভারত আর তাঁর কাছে বিদেশ নয়। তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন, রাজীব বিমানচালক থাকলে দুজনে বুড়ো হতেন একসঙ্গে, নাতি-নাতনিদের নিয়ে বেড়াতেন। রাহুল নাকি বহু আগেই ভয় পেতেন, বাবাকে হত্যা করা হবে।

নিজের ক্যানসার, শোক, ভয়, সন্তাননির্ভরতা, প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে সন্তানদের আপত্তি— কোনও দুর্বলতাই আড়াল করেননি। কংগ্রেসের চাপে রাজনীতিতে নামার প্রশ্নে ঘুমহীন দিন কাটত। লালবাহাদুর শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাচস্পতি উপাধ্যায় নামে সংস্কৃতজ্ঞকে বাড়িতে আনেন। এক বছর গীতার সংস্কৃত ব্যাখ্যা শোনেন, পাশে রাখেন হিন্দি অনুবাদ। কৃষ্ণ-অর্জুনের কথোপকথন তাঁকে আত্মোপলব্ধির পথ দেখায়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আগে শাস্ত্রের মধ্যে শান্তি খোঁজার এই ঘটনা তাঁর জীবনের অপ্রত্যাশিত এক অধ্যায়।

আত্মজীবনীতে নরেন্দ্র মোদি, মানেকা গান্ধি, আন্না হাজারের সমালোচনা আছে। অথচ মোদি সরকারের ডিজিটাল পরিকাঠামো বিস্তারের প্রশংসাও পাবেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা লিখেও তাঁর জ্ঞান ও প্রশাসনিক দক্ষতাকে সম্মান দিয়েছেন। নিজের প্রতিক্রিয়া সামান্য, 'আমি প্রণবের কথার প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম।'

শারদ পাওয়ার, পূর্ণ সাংমা, তারিক আনোয়ার তাঁর বিদেশে জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। দীর্ঘদিনের সহকর্মীদের কথায় সোনিয়ার চোখে জল এসেছিল, সভাপতির পদ ছেড়েছিলেন। ভারতীয় পরিচয় ও আনুগত্য নিয়ে সন্দেহই ছিল গভীর আঘাত। তারপরেও মেনেছেন, তাঁদের নিজস্ব কারণ থাকতে পারে। ব্যক্তিগত অপমানের স্মৃতিতেও প্রতিপক্ষকে একমাত্রিক করে দেখেননি।

তবে বইয়ে তথ্যের প্রচুর ভুল চোখ কপালে তোলে। কার্গিল যুদ্ধের সময়রেখা, আরএসএস প্রতিষ্ঠার বছর, আন্না হাজারের আন্দোলন, রাহুলের অবমাননার মামলা, ম্যান্ডেলার সফর, কেআর নারায়ণনের পদ, দেং শিয়াও পিংয়ের পদ, আহমেদ প্যাটেলের মৃত্যুদিন, আহমেদাবাদকে গুজরাটের রাজধানী বলা— ভুলের তালিকা দীর্ঘ। শোনা যাচ্ছে, ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ৫৫টি ভুল আছে। এত নামী প্রকাশনার সম্পাদনা ও তথ্য যাচাইয়ের দুর্বলতা অসাধারণ গদ্যকেও আড়াল করে দিতে বাধ্য।

তবু এই বই প্রতিহিংসার খাতা নয়। মনমোহন সিং-এর উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু বলেছিলেন, আড়াল থেকে সরকার চালাতেন সোনিয়া। জবাব দিলেও উপেক্ষায় তাঁর নামই লেখেননি। বাজপেয়ী সরকারের পতনের পরে এক নেতার সমর্থনের আশ্বাসে বিকল্প সরকার গড়তে চেয়েছিলেন। কথা রাখেননি সেই নেতা। 'চূড়ান্ত অসৎ' বলেছেন তাঁকে। আক্ষেপ করেছেন অর্জুন সিং-এর সতর্কবার্তা না শোনায়। নামটি গোপন। কে তিনি? মুলায়ম সিং যাদব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যদিও মধ্যস্থতার প্রসঙ্গে হরকিষেণ সিং সুরজিতের নামও ঘুরছে। নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

নয়াদিল্লির অভিজাত বৈঠকখানার বাস্তববিচ্ছিন্ন আলোচনা নিয়ে অস্বস্তিতে মোদির সঙ্গে নিজের মিল পেয়েছেন সোনিয়া। কিন্তু ভারতভাবনায় গভীর ফারাক। তাঁর কাছে ভারত বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতির। মোদির ভাবনার কেন্দ্রে আরএসএসের আদর্শ, ধর্মীয় আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ। বিরোধ তাই দুই দৃষ্টিভঙ্গির। মোদি একসময় তাঁকে 'জার্সি কাউ' বলেছিলেন। তবু তাঁর ব্যক্তিগত আক্রমণ, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা, পূর্বসূরিদের সঙ্গে আচরণের তুলনা সংযত ভাষাতেই লিখেছেন সোনিয়া। গালওয়ানে চিনের অনুপ্রবেশে সরকারের ভূমিকা, নেহরুর নিন্দা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সংখ্যালঘুদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এসব অংশ রাখাই কি প্রথম প্রকাশকের আপত্তির কারণ? মোদির ব্যবহারের বিবরণও কি বাদ দিতে চাওয়া হয়েছিল? যদি তাই-ই হয়, গোদি মিডিয়ার সঙ্গে সেই প্রকাশকের ফারাক কোথায়? এত সংযত সমালোচনাতেও আপত্তি কেন?

মানেকাকেও তো একরঙে আঁকেননি সোনিয়া। প্রথম জীবনের সুন্দরী, প্রাণবন্ত, হাসিখুশি ছোট জায়ের কথা লিখেছেন। তাঁর হাসি শুনে ঘরে যেতেন সোনিয়া। শুনতেন বন্ধুদের গল্প, পড়া বইয়ের কথা। লিখেছেন, ছোট্ট প্রিয়াংকা কাকিমার কাছে গল্প শুনতে ছুটত। পরে ক্ষোভ, রাজনৈতিক বিচ্ছেদ এসেছে। কিন্তু সেই কোমল স্মৃতিগুলো মুছে ফেলেননি। রাজনৈতিক দূরত্ব অতীতের হাসির শব্দকে তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারেনি।

সোনিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য বোধহয় এখানেই। যাঁদের ভালোবেসেছেন, তাঁদের ভুলও দেখেছেন। যাঁদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের ভালো দিকও অস্বীকার করেননি।

বিদেশিনী থেকে ভারতীয় হয়ে ওঠা নারীর আত্মজীবনীর পাতা বন্ধ করার পরেও চোখের সামনে ভেসে থাকে অন্য এক দৃশ্য। একটি পুরোনো ব্যাগ। তার গোপন খোপে রাখা গোটাকয়েক ছবি। এবং স্বামীর পোশাকে শেষবারের মতো পরিচিত গন্ধ খুঁজে ফেরা এক নারী। বাবার দেওয়া বিমান টিকিটটা। কিছু জিনিস পড়েই থাকে ভালোবাসার যাত্রাপথে।

'মেরা কুছ সামান তুমহারে পাস পড়া হ্যায়/ ...অউর মেরে এক খত মে, লিপটী রাত পড়ী হ্যায়।'

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৮৯



দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩৫



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিনেতা নিমু ভৌমিক।

আলোচিত



আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না খেলার মতো কোনও বল হয় না। আমাদের প্রথম ১০ ওভার দেখে খেলা উচিত ছিল। ম্যাট হেনরি ভালো জায়গায় বল করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা সামলানোর ক্ষমতা আমাদের থাকা উচিত। ৯০ রানের আশপাশে অল আউট হয়ে গেলে চিন্তা তো হবেই। বিশ্বকাপের পরিবেশ প্রায় এমনই হবে। আগের ম্যাচে আমরা সাত উইকেট হারিয়েছিলাম, এটা সত্যিই উদ্বেগের। এই ধরনের পরিবেশে বিনা উইকেটে ৩৫-৪০ রান ওঠাও যথেষ্ট ভালো।

- গৌতম গম্ভীর

ভাইরাল/১



মিরাটের হনুমান মন্দিরের কাছে পোশাকের শোরুমের বাইরে কয়েকটি ওড়না ঝোলানো ছিল। এক নাবালক পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লাইটার দিয়ে ওড়নাতে আগুন লাগিয়ে পালায়। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ওড়নাগুলি। একজনের হাত ঝলসে গিয়েছে।

ভাইরাল/২



ব্যাংকে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। সিমলার ডিসি অফিসের সামনে এক বাঁদর তাঁর টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। গাছের মগডালে উঠে ব্যাগের ৮১,৮০০ টাকা নীচে ছুড়তে থাকে। লোকজন ছুটে আসেন। টাকা কুড়োতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়।

ছোটবেলার উঠোনে বড়বেলার দেওয়াল

পুতুলের সংসার থেকে মোবাইলের পর্দা, বদলে যাওয়া শৈশবের পাশে দাঁড়ানোর দায় আমাদেরই।

সুমনা ঘোষদস্তিদার





স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে স্কুলের ব্যাগ নামিয়ে রাখতেই হাতছানি দিত পুতুলের সাম্রাজ্য। সে এক রূপকথার রাজ্য। মায়ের বাঁধন একটু আলগা হতেই সে গুছিয়ে রান্নাবাটির সংসারে ডুবে যায়। দিদার তৈরি টুকরো কাপড় পেঁচিয়ে, লাল, কালো সুতোয় চোখমুখ এঁকে তৈরি হত ছোট-বড় নানা পুতুল। তাদের রান্না, খাওয়া, পড়া, ঘুম, আরও কত কী! পাড়ার বন্ধুরাও জুটত। দুপুরের পড়ার কাজের ফাঁকে এক বাড়ির রান্নার বাটি অন্য বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজটাও ছিল বাচ্চাদের। বিকেল হতেই মাঠে ছুট। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, এক্কাদোক্কা, কুমিরডাঙ্গা, পিট্টু, রুমালচোর- কত খেলা চলত মাঠময়। শাঁখের আওয়াজ মানেই ঘরে ফেরার পালা। গান, নাচ, সেতার, তবলা, গিটারের চর্চাও চলত। পাড়ার দাদা-দিদি, কাকিমারাও শিখিয়ে যেতেন। বিকেলের টিফিনে দুধ, খই, মুড়ি, কলা, চানাচুর, পাউরুটি। বন্ধুর জন্মদিন, পুতুলের বিয়ে, বাড়িতে তৈরি খাবার আর মায়ের শাড়ি পেতে মেঝেতে লাইন দিয়ে বসে খাওয়ার আনন্দও ছিল আলাদা।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সার্কাস, মেলা বা শিশুদের সিনেমায় অভিভাবকরা সময় না পেলে পাড়ার কাকা, জেঠু বা দাদাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন নিশ্চিন্তে। পাড়াময় এক পারিবারিক বন্ধন ছিল। বর্তমানে শিশুদের এই ছবি পালটে গিয়েছে। ভোর হতেই ভারী স্কুলব্যাগ নিয়ে শিশুরা ছুটছে পুলকারের জন্য। বাড়ি ফিরে পুতুল বা গাড়ি নিয়ে খেলা নয়, অনেকের চোখ আটকে থাকে মোবাইলের পর্দায়। ব্যস্ত মা-বাবাও দূর থেকে খোঁজ রাখেন। পরিবারের প্রবীণদের সান্নিধ্যের বদলে অনেক শিশুর সময় কাটে পরিচর্যাকারীর সঙ্গে। ঘড়ি ধরে তাকে চলতে হয়। অভিভাবকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে ছুটতে হয় সাঁতার, ক্রিকেট, নাচ বা গানের স্কুলে। খেলার মাঠের ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় কোথায়? এরপর রয়েছে গৃহশিক্ষক। শিশু আর শৈশব আটকে যাচ্ছে এই দৌড়ে।

যৌথ পরিবারও ভেঙে গিয়েছে। ফলে পরিবারের আপনজনদের আদর, সোহাগ ও সান্নিধ্যে বড় হওয়ার সুযোগ কমেছে। এক বা দুটি সন্তান নিজেদের মতো করে জগৎ গড়ে নেয়। কিন্তু শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবনে পৌঁছানোর সময়ে শুধু শরীর নয়, মনেরও যত্ন প্রয়োজন। মানসিক অবসাদ ছুঁয়ে ফেলার আগেই তার কথা শোনা দরকার। বয়সভেদে আবেগ বুঝে পথ দেখানো এবং আচরণে অসংগতি চোখে পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব। প্রতিটি শিশুকেই ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শের ধারণা দেওয়া এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় জানানো জরুরি। এ বিষয়ে কতটা সচেতন অভিভাবকরা?

শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় নানা প্রকল্প ও আইন রয়েছে। তবু কত শিশু পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে, কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। পরিবারে এখনও ছেলে ও মেয়ের বৈষম্য, বাল্যবিবাহ ও কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা রয়েছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের তথ্য বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি নারীদের ৩৬.৪ শতাংশের বিয়ে হয়েছিল ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের সমীক্ষায় এই হার ছিল ৪১.৬ শতাংশ। হার কমলেও সমস্যাটি রয়ে গিয়েছে। এখনও রাস্তায় গাড়ির জানলার কাচে কচি হাতের টোকা পড়ে কিছু পয়সার জন্য। পথের ধারের ধাবায় ধোঁয়া ওঠা চায়ের গ্লাস এগিয়ে দেয় যে বাচ্চা ছেলেটি, সে কি শিশু নয়? শিশুশ্রম ও শিশুনির্যাতনের ঘটনা চোখের সামনেই ঘটে। আমরা অনেক সময় চোখ বুজে থাকি।

আমরা কত অধিকারের কথা বলি। মতবিরোধ চরমে উঠলে পথে আন্দোলনে নামি। অথচ শিশুদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্নে কতবার একজোট হই? শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে, শিশুনির্যাতন রুখতে কিংবা অবহেলিত কন্যাসন্তানের পাশে দাঁড়াতে কতটা সরব হই? কিন্তু প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর ঘটা করে শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়! প্রতি ঘরে প্রতিদিন আদর, যত্ন ও সম্মানে বেড়ে উঠুক প্রতিটি শিশু। খেলাধুলো, পড়াশোনা, কৌতূহল ও স্বপ্ন দেখার সুযোগ থাকুক। আজকের শিশুকে সুরক্ষিত রাখা, তার অধিকার নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। বিশ্বের সব শিশু ভালো থাকুক।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

জনমন জনমত

জনমত বড় হোক

উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্রের জনমত বিভাগ পাঠক ও লেখকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি মঞ্চ। শুধু মতামত প্রকাশের পরিসর হিসেবেই নয়, নতুন লেখকদের উৎসাহিত করা এবং তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এই বিভাগের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

তবে একটা সময় জনমত বিভাগে লেখার জন্য বরাদ্দ জায়গা ছিল অনেক বেশি। ফলে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমসাময়িক বিষয়ে পাঠকরা মন খুলে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পেতেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত লেখাগুলির মূল্যায়ন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্বাচন করা হত। বিজয়ী লেখকদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে পুরস্কৃত করা হত, যা মানি অর্ডারের মাধ্যমে তাঁদের কাছে পৌঁছে যেত।

অর্থের অঙ্কটি হয়তো আজকের দিনে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্বীকৃতি ও সম্মানের মূল্য ছিল অপরিসীম। পুরস্কার পাওয়ার আনন্দের পাশাপাশি লেখকদের মধ্যে তৈরি হত সুস্থ প্রতিযোগিতা, নতুন কিছু লেখার আগ্রহ এবং নিজেদের ভাবনাকে আরও পরিশীলিত করার প্রেরণা। ফলে জনমত বিভাগ হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও জমজমাট।

সময়ের পরিবর্তনে এই বিভাগের জায়গা কমেছে। তাই বিনীত অনুরোধ, জনমত বিভাগে লেখার পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি মাসিক সেরা তিনটি লেখা নির্বাচনের পুরোনো প্রথাটি নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার কথা কি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে না? সংবাদপত্রের সঙ্গে পাঠকের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বিধানচন্দ্র সান্যাল, বালুরঘাট।

বিপন্ন শৈশব, দায়ী আমরাই

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে দিনরাত্রি হয়। কিন্তু দ্রুত বদলে যাওয়া আমাদের জীবনের আগামীদিনগুলি রাতের আঁধারের চেয়েও অন্ধকার হচ্ছে! পুঁথিগত শিক্ষায় উন্নত হয়েও আমরা আসল গৌরব— আমাদের মনুষ

ফের বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ

মোদি ফোনে আড়ি পাতছেন : রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ ক্রমশ বাড়াচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ ছোড়ার পাশাপাশি এবার তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর ফোনে আড়ি পাতছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে 'আস্ক মি এনিথিং' সেশনে রাহুল নিজের ফোন দেখিয়ে মন্তব্য করেন, 'আমি যে সমস্ত অভিযোগ করেছি আমার ফোনে সেইসবের তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেইসব জানেন। কারণ তিনি আমার ফোনে আড়ি পাতছেন। যে মুহূর্তে উনি বিতর্কে আসবেন, একের বিরুদ্ধে এক বিতর্কে, সবাই জানতে পারবেন কে বিদেশিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কারা দেশবিরোধী শক্তি, কবে থেকে তিনি দেশবিরোধী, এমন আরও অনেক তথ্য যেটা আমি জানি আর আমার ফোন জানে। এই ফোনেই সেই সমস্ত তথ্য আছে।'

এর আগে ২০২১ সালে পেগাসাস স্পাইওয়ার ঘিরে বিতর্কের সময়ও রাহুল অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে। সেইসময়ও তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে নিশানা করেছিলেন। রাহুল বলেছিলেন, পেগাসাস স্পাইওয়ারকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির 'পেগাসাস প্রোজেক্ট'-এ দাবি করা হয়েছিল, রাহুল গান্ধির দুটি মোবাইল নম্বর এবং তাঁর পাঁচজন ঘনিষ্ঠ পরিচিতের নম্বর সম্ভাব্য নজরদারির তালিকায় ছিল।

> আমি যে সমস্ত অভিযোগ করেছি আমার ফোনে সেইসবের তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেইসব জানেন। কারণ তিনি আমার ফোনে আড়ি পাতছেন।
>
> রাহুল গান্ধি

সংসদের বদলে কেন তিনি মোদির সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে বসতে চাইছেন সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে কৃষি বিল, ভোট চুরি, এসআইআর, চিন, জেনারেল নরবনের বই, এপস্টিন নিয়ে বলতে দেননি। আমি চাই ওয়ান অন ওয়ান বিতর্ক। এমন বিতর্ক চাই না যেখানে লম্বাচওড়া বক্তৃতা দেওয়া হয়।' রাহুলের তোপ, 'আমি চাই নরেন্দ্র মোদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে একই কাজ করি। উনি আসুন। একটি টেবিল থাকবে। একদিকে উনি বসবেন, অন্যদিকে আমি বসব। বিতর্কসভা পরিচালনার ভার গৌতম আদানি কিংবা আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত যাঁকে ইচ্ছে হয় দিন। কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমার সঙ্গে বিতর্কের পর উনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।'

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলনের আবহে এর আগেও একাধিক বার মোদিকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রাহুল। বিজেপি অবশ্য ওই চ্যালেঞ্জ আগেই খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কংগ্রেস নেতাকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, খোলা বিতর্কে না নেমে সংসদে এসে বিতর্ক করা উচিত রাহুল গান্ধির।



আয় তবে সহচরী... *শুক্রবার চিকমাগালুরুতে।*

কং সম্মেলনে বিদেশি অতিথিদের আসতে বাধা

হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বর : তেলেঙ্গানা সরকার এবং কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার থেকে হায়দরাবাদে শুরু হল দু-দিনের ভারত সামিটের দ্বিতীয় সংস্করণ। কিন্তু সম্মেলনের সূচনালগ্নেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর অভিযোগ করেছেন, এই সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত ৩১৫ জন অতিথির মধ্যে ১১৫ জন বিদেশি প্রতিনিধিকে ভারতে আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

তিরুবনন্তপুরমের সাংসদের অভিযোগ, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই ওই ১১৫ জনকে ভারতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি নয়তো তাঁদের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।' ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন থারুর নিজেও। যে ১১৫ জনকে ভারতে ঢুকতে নিষেধ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে নরওয়ের সাংবাদিক হেলে লিং সোভেন্ডসেনও রয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, গত মে মাসে নরওয়ে সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্ন করেছিলেন বলেই তাঁকে ভারতে আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে এতজন বিদেশি অতিথিকে ভারত সামিটে আসতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই সরব হয়েছেন থারুর।

তিনি বলেন, 'কোন আইনে সরকার এমন একটি পদক্ষেপ করল? শনিবার সম্মেলন শেষ হচ্ছে। ফলে যাঁরা আসতে পারলেন না তাঁদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বদলের পর্যাপ্ত সময়টুকুও নেই। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে যেখানে একটি গর্বিত গণতন্ত্র এতটাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে যে সমালোচনা হতে পারে বলে কণ্ঠরোধ করছে।' শনিবার সম্মেলনের সমাপ্তি পর্বে উপস্থিত থাকার কথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডি ভারত সামিটকে ভারতবিরোধীদের মঞ্চ বলে কটাক্ষ করেছেন। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারতের স্বার্থবিরোধী শক্তিকে মঞ্চ দেওয়া হচ্ছে বলেও নিশানা করেছে পদ্মশিবির।

পুতিনের কাছে ট্রাম্পের দূত

মস্কো, ১৩ নভেম্বর : ইউক্রেন যুদ্ধের রফাসূত্র খুঁজতে এবার সরাসরি পুতিনের দরবারে হাজির মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুই বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার। আবু ধাবিতে প্রাথমিক আলোচনার পর মস্কোয় রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক সারলেন তাঁরা। এরপর ডাবলিনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও তাঁদের বৈঠকের কথা রয়েছে।

জিবরানের ইস্তফা

জাকার্তা, ১৩ নভেম্বর : শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পদের অধিকার নিয়ে বিরোধীদের লাগাতার প্রশ্নের মুখে ইস্তফা দিলেন ইন্দোনেশিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট জিবরান রাকাবুমিং রাকা। তিনি সংসদে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। জিবরানের এই আকস্মিক পদত্যাগের ফলে বর্তমানে সেদেশে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটি শূন্য হয়ে পড়ল। নতুন মুখ নিয়ে বাড়ছে জল্পনা।



চরম সর্বনাশের নজির ব্রাজিলে। প্রবল দূষণে অ্যামাজনের একটি শাখা নদীতে মাছের মড়ক।

স্থগিত নয়াদিল্লি-ঢাকা কনসুলার বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : শেখ হাসিনাকে নিয়ে টানাপোড়েন তো রয়েইছে। সেইসঙ্গে গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি, সীমান্ত সমস্যার মতো একগুচ্ছ ইস্যুতেও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কাঁটা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে কনস্যুলার বৈঠক বাতিল হয়ে গেল। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে বৈঠক বাতিল বলেও আলোচনার দরজা খোলা রয়েছে বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত ভারত। পরবর্তী ভারত-বাংলাদেশ কনসুলার বৈঠকও পারস্পরিক সুবিধাজনক তারিখে আয়োজন করা হবে। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা। এদিন সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের তরফে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে জানানো হয়, ঢাকার সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী নয়াদিল্লি। সেই লক্ষ্যেই বাণিজ্য, রেল যোগাযোগ, জলসম্পদ এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কনস্যুলার বৈঠক বাতিলের পরও বিদেশমন্ত্রকের এই বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দুই দেশের নাগরিকদের যাতায়াত, ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার মতো



বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠকটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সূত্রের খবর, সময়সূচি সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়ে গত সপ্তাহে ভারত কূটনৈতিক নোটের মাধ্যমে বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও বৈঠক স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও নতুন করে বৈঠকের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

২০১৭ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কনসুলার আলোচনার এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত চার দফা বৈঠক হয়েছে। সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৪ সালের ২৯ মে নয়াদিল্লিতে। পঞ্চম বৈঠকটি ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল। সেখানে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, ভিসা পরিষেবা, দুই দেশে আটক নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন, মৎস্যজীবীদের মুক্তি ও দেশে ফেরানো, পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা এবং প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনার সম্ভাব্য তালিকায় ছিল। পাশাপাশি সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থা পুনর্নবীকরণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ ঘিরে বাংলাদেশে শোরগোল পড়েছে। অশান্তির ঘটনাও ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়। হাসিনা নতুন পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র চেয়ে আইনজীবী মারফত আবেদন করলেও বাংলাদেশ তাতে রাজি হয়নি। তাঁকে প্রত্যার্পণ চুক্তি অনুযায়ীই দেশে ফেরানো হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে তারেক রহমানের সরকার। এই অবস্থায় দুই দেশের কনসুলার বৈঠক বাতিল হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল বলেই মনে করা হচ্ছে।



মেট্রো সফরে মোদি-শিবকুমার : শুক্রবার সবুজ পতাকা নেড়ে বেঙ্গালুরু নম্মা মেট্রোর পিঙ্ক লাইনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। পরে তাঁরা টিকিট কেটে মেট্রোতে সফরও করেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্যও।

নিষেধাজ্ঞা বহাল

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : জাতীয় নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অভিযোগে বিতর্কিত ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েকের সংস্থা ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও পাঁচ বছর বাড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ইউএপিএ আইনের অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো ও তরুণদের সন্ত্রাসবাদে প্ররোচিত করার মতো দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার কারণেই এই পদক্ষেপ।

১ দিনের জামিন

চণ্ডীগড়, ১৩ নভেম্বর : পঞ্জাবের বন্দি সাংসদ অমৃতপাল সিংকে একদিনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল অমৃতসরের এক আদালত। শনিবার ঠাকুমা চরণ কৌরের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। একাধিক ফৌজদারি মামলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগে তিনি বর্তমানে অসমের ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় জেলে বন্দি।

কাজিরাঙ্গায় বাস-ট্রাকের ধাক্কায় মৃত অন্তত ২৪

গুয়াহাটি, ১৩ নভেম্বর : অসমের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের কাছে মিনিবাস ও কনটেনার ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে ৭১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন কলেজপড়ুয়া।

পুলিশের অনুমান, বোকাখাট থেকে নগাঁওগামী মিনিবাসটি বেপরোয়া গতিতে ছুটছিল। উদ্যান সংলগ্ন সংরক্ষিত এলাকায় নির্ধারিত গতিসীমা অমান্য করায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। উলটোদিক থেকে আসা কনটেনার ট্রাকটিতে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে যাত্রীবোঝাই বাসটি সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায়।

বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল এসে বাসের অংশ কেটে যাত্রীদের বার করে। আহতদের দ্রুত স্থানীয় কোহরা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক যাত্রীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জোড়হাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গোলাঘাট জেলা পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত মিনিবাসটির বিরুদ্ধে আগেও একাধিকবার গতিসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছিল। বারো বার ট্রাফিক আইন ভাঙায় মোট সাড়ে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা মেটাতে হয়েছিল বাসটিকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজের তদারকি করেন অসমের মন্ত্রী অতুল বরা। দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'কাজিরাঙ্গার এই দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। শোকার্ত পরিবারগুলির পাশে গোটা অসম রয়েছে। আহতদের দ্রুত সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।'

বিচারপতি কারনান প্রয়াত

চেন্নাই, ১৩ নভেম্বর : বহু 'আলোচিত' এবং 'বিতর্কিত' মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সিএস কারনান প্রয়াত। শারীরিক জটিলতার কারণে চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসারত অবস্থায় সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। বয়স হয়েছিল ৭১। আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁকে দুবার গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। জেলে যেতে হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন। বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এই ঘটনা প্রথম।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন তিনি ২০ জন বিচারপতি সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন। সহকর্মী বিচারপতিদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ এনে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ আদালত তাঁকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ছ'মাসের কারাদণ্ড দেয়। তখন তিনি ফেরার হয়ে যান। কিছুদিন আত্মগোপন ছিলেন। অবসরের ঠিক পরে কোয়েম্বাটোর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কারনানের জন্ম ১৯৫৫ সালে তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে।

দুটি গাড়িতে গুলি, হত ৪

ইম্ফল, ১৩ নভেম্বর : মণিপুরের ইম্ফল-উখরুল সড়কে দুটি গাড়ি লক্ষ করে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের এলোপাতাড়ি গুলিতে মৃত্যু হল চারজনের। মৃতদের মধ্যে এক মা ও ছেলে রয়েছেন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে নিউ হ্যাভন এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, দুটি গাড়িই ইম্ফলের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি পরিচালিত রাজ্যের এনডিএ সরকারকে এক হাত নিয়ে পরিষদীয় নেতা কংগ্রেসের কে মেঘাচন্দ্র জানিয়েছেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মণিপুরে হিংসা দমনে ব্যর্থ হয়েছে।

এআই-বই জালিয়াতি!

কোয়েম্বাটোর, ১৩ নভেম্বর : কোয়েম্বাটোরের সদ্য উদ্বোধন হওয়া মেগা লাইব্রেরি পেরিয়ার আরিভুলাগম-এ বড় জালিয়াতির অভিযোগ। জানা গিয়েছে, লাইব্রেরিতে থাকা প্রায় ১,৮০০টি বই নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র সাহায্যে লেখা। শুধু তাই নয়, ভুয়ো লেখকের নাম, ভুয়ো আইএসবিএন নম্বর ব্যবহার এবং লাইব্রেরির বই কেনার অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিয়ে এখন চরম বিতর্কে প্রশাসন।

বিক্ষোভের মাঝে গৃহবন্দি ওয়াংচুক

লে, ১৩ নভেম্বর : লাদাখ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই লে অ্যাপেক্স বডির (এলএবি) ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্না দ্বিতীয় দিনে পড়ল। অন্যদিকে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুককে দু-মাসের জন্য গৃহবন্দি করেছে পুলিশ।

লাদাখ উন্নয়ন পর্ষদের (হিল কাউন্সিল) আসন্ন নির্বাচন স্থগিত রাখা, নতুন আবগারি নীতি প্রত্যাহার, কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা এবং ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে পুলিশি গুলি চালনা ও হিংসার বিচারবিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশের দাবিতে এই আন্দোলন চলছে। প্রচণ্ড ঠান্ডার মাঝে আগামী ৪ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন ঘোষণার বিরোধিতায় এলএবি-র কো-চেয়ারম্যান ছেরিং দোরজে বলেন, 'লাদাখে নির্বাচন করার জন্য ডিসেম্বর একেবারেই ঠিক সময় নয়।' শীতের কারণে ইতিমধ্যেই লাদাখের ২৫ শতাংশ মানুষ অন্যত্র চলে গিয়েছেন বলে তিনি জানান।

এদিকে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারায় সোনম ওয়াংচুককে ৬০ দিনের জন্য গৃহবন্দি করেছে প্রশাসন। এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিওবার্তায় ওয়াংচুক তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'গত বছরের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট কেন প্রকাশে দেরি হচ্ছে এবং কেনই বা প্রবল শীতের মধ্যে রকেটের গতিতে নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলার জন্যই

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে লাদাখে ধর্না অব্যাহত

আমাকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসারও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে আন্দোলনে এলএবির পাশে দাঁড়িয়েছে কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ)। সংবিধানের ৩৭১ অনুচ্ছেদের অধীনে লাদাখের রক্ষাকবচের দাবিতে শনিবার কার্গিলে মোমবাতি মিছিলের ডাক দিয়েছে তারা।

হুয়াংকে তলব কংগ্রেসের

ওয়াশিংটন, ১৩ নভেম্বর : বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এবার মার্কিন কংগ্রেসের তলবের মুখে পড়লেন সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াং। এক সন্দেহভাজন চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জেরে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত গোপনীয়তা বিঘ্নিত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের শুরুতেই সেনেটের ব্যাংকিং কমিটি এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের তিনটি কমিটির যৌথ শুনানিতে হাজির হতে হবে হুয়াংকে। একইসঙ্গে এই শুনানিতে মার্কিন বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিককেও ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রিপাবলিকান সেনেটর টিম স্কট সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি রক্ষার প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং আমেরিকার সাধারণ মানুষের এই বিষয়ে জবাব পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। যদিও আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লঁশ জানান, অ্যালিস আদৌ চিনের হয়ে চরবৃত্তি করেছিলেন কি না, সে বিষয়ে বিচারবিভাগ এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়নি।

এনভিডিয়ার তরফে দাবি করা হয়েছে, সংস্থার কোনও গোপন প্রযুক্তি বা স্পর্শকাতর বাণিজ্যিক নথি বাইরে পাচার হওয়ার মতো কোনো প্রমাণ জেনসেনের বিরুদ্ধে মেলেনি। বিতর্কের আবহেও জেনসেন হুয়াংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন এনভিডিয়ার কর্মীদের একাংশ। তাঁকে স্বপদে ফিরিয়ে আনার দাবিতে সংস্থার প্রায় ১৬০০ কর্মী পরিচালন পর্ষদের কাছে অভ্যন্তরীণ বার্তা ও আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন।

হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর এনভিডিয়া তাদের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কোলেট ক্রেসকে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে নিয়োগ করেছে। তবে সংস্থার নতুন স্থায়ী সিইও খোঁজার প্রক্রিয়াও সমানতালে চলছে। আর সেই সম্ভাব্য তালিকায় সঞ্জয় মেহরোত্রা, নিকেশ অরোরা এবং থমাস কুরিয়ানের মতো তিন সফল ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিকর্তার নাম উঠে আসছে।

মাইক্রোসফটে বিশ্বজোড়া বিভ্রাট

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : বিশ্বজুড়ে আচমকাই মাইক্রোসফটের সার্ভারে বড়সড়ো ত্রুটি। আর তার জেরে শুক্রবার দিনভর কার্যত স্তব্ধ হয়ে রইল ব্যাংকিং, তথ্যপ্রযুক্তি, সরকারি দপ্তর থেকে শুরু করে অসামরিক বিমান পরিষেবা। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে শুরু হওয়া এই প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের কারণে ভারত সহ অন্তত ৭৪টি দেশে মাইক্রোসফটের আউটলুক, টিমস, কোপাইলট এবং মাইক্রোসফট ৩৬৫-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি ব্যাহত হয়। আকস্মিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছে ভারতের বিমান চলাচলেও।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এই প্রযুক্তিগত গোলযোগের জেরে শুক্রবার সকালে দিল্লি থেকে পুনে, লে এবং মুম্বইগামী স্পাইসজেটের তিনটি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লি থেকে দ্বারভাঙা ও মুম্বইগামী আরও দু'টি উড়ান ছাড়তে দেরি হয়। দেশের অন্যতম বড় বিমান সংস্থা ইন্ডিগো এবং আকাশ এয়ার জানিয়েছে, তাদের ইমেল সাপোর্ট পরিষেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। গ্রাহকদের পাঠানো মেল তাদের কাছে পৌঁছোচ্ছে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইন্ডিগো তাদের যাত্রীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'সিক্স-ই স্কাই'-এর সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যদিকে, আকাশ এয়ার জরুরি প্রয়োজনে তাদের কেয়ার সেন্টারে ফোন করতে বলেছে। তবে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তাদের উড়ান পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে এবং গ্রাহকদের মেল সাময়িকভাবে অন্য রুটে ঘুরিয়ে দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাত্রীদের বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার আগে উড়ানের বর্তমান অবস্থা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

বিভ্রাট শনাক্তকারী ওয়েবসাইট 'ডাউন ডিটেক্টর'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার পর থেকে সমস্যা চরমে পৌঁছায়। ওইসময় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি ব্যবহারকারী ইমেল আদানপ্রদান এবং ইনবক্স খোলার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানান। শুক্রবার সকালেও নতুন করে বিভ্রাটের খবর সামনে আসে। শুধু বিমান সংস্থাই নয়, শেয়ার বাজার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও এর গভীর প্রভাব পড়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অনেক বহুজাতিক সংস্থাকেই ব্যক্তিগত জিমেল বা টেলিফোনের ওপর নির্ভর করতে হয়। ওপেনএআই এবং অ্যানথ্রোপিকের মতো কৃত্রিম মেধা সংস্থাগুলিও জানিয়েছে, মাইক্রোসফটের সঙ্গে তাদের সংযোগ ব্যাহত হয়েছে। সিঙ্গাপুর, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের বেশ কিছু সরকারি দপ্তরও এই প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের শিকার।

মাইক্রোসফটের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, এটি কোনও সাইবার হামলার ঘটনা নয়। মূলত অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশনের ত্রুটি এবং অতিরিক্ত পরিকাঠামোগত চাপের কারণেই এই বিপত্তি। সার্ভারগুলি আচমকা বসে যাওয়ায় অবশিষ্ট পরিকাঠামোর ওপর চাপ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে জোরকদমে কাজ চালাচ্ছেন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা। তবে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের অধিকাংশ বড় সংস্থা বর্তমানে যেভাবে হাতেগোনা কয়েকটি ক্লাউড পরিষেবার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, এই ঘটনা তারই বিপজ্জনক দিকটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ভবিষ্যতে এমন সংকট এড়াতে বিকল্প পরিকাঠামো মজবুত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাতিল উড়ান, ব্যাহত পরিষেবা



- মাইক্রোসফট বিভ্রাটে ভারত সহ ৭৪ দেশে ব্যাহত ব্যাংক ও বিমান পরিষেবা
- স্পাইসজেটের তিনটি উড়ান বাতিল, ইন্ডিগো ও আকাশ এয়ারের ই-মেল স্তব্ধ
- বৃহস্পতিবার রাতে ১.৩০ লক্ষ গ্রাহক আউটলুক ব্যবহারে চরম সমস্যায় পড়েন
- মাইক্রোসফট জানিয়েছে, এটি সাইবার হামলা নয়, অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশনের প্রযুক্তিগত ত্রুটি
- হাতেগোনা ক্লাউড পরিষেবার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা নিয়ে সতর্ক করেছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা

শিশুর টিকাকরণ কেন জরুরি





ভ্যাকসিন দেওয়ার ঘরে ঢুকে ছোট্ট শিশুর ইনজেকশনের ব্যথায় কেঁদে ওঠা দেখে বুক কেঁপে ওঠে না, এমন বাবা-মা খুঁজে পাওয়া বিরল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এতটুকু বয়সে এতগুলো টিকার কি সত্যিই প্রয়োজন রয়েছে? শিশুর সুরক্ষায় 'অদৃশ্য বর্ম'র গুরুত্ব ও সঠিক সময়ে টিকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিখেছেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট নিওন্যাটোলজিস্ট ও নিওনেটাল ইনটেনসিভিস্ট

ডাঃ কুশল তালুকদার

মূল আলোচনার বিষয়ে ঢোকার আগে তথ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিগত ৫০ বছরে সময়মতো শৈশবের টিকাকরণ অন্তত ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাণ বাঁচিয়েছে, যার সিংহভাগই এক বছরের কম বয়সি শিশু। এর মধ্যে কেবল হামের টিকাই বাঁচিয়েছে ৬০ শতাংশের জীবন। অর্থাৎ গত পাঁচ দশকের বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য কিন্তু সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছে।

গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে মায়ের শরীর থেকে প্লাসেন্টার মাধ্যমে শিশুর শরীরে পৌঁছায় জীবনদায়ী ইমিউনোগ্লোবিউলিন জি (IgG) অ্যান্টিবডি। জন্মের পর কোলোস্ট্রামে থাকা সেক্রেটরি আইজিএ এবং মাতৃদুগ্ধের অন্যান্য উপাদান এই সুরক্ষা বলয়কে আরও মজবুত করে তোলে। তবে এই প্যাসিভ ইমিউনিটি কিন্তু স্থায়ী নয়। শিশুর বয়স তিন থেকে ছয় মাস হতে হতেই মায়ের থেকে পাওয়া অ্যান্টিবডি ক্রমশ কমতে শুরু করে। ঠিক এই বয়সেই শিশুরা হাত ও মুখের সাহায্যে চারপাশের পরিবেশ চিনতে শুরু করে এবং অসংখ্য জীবাণুর সংস্পর্শে আসে। প্রতি বছর ১০ নভেম্বর পালিত হওয়া বিশ্ব প্রতিষেধক দিবস এই বিষয়টিকেই মনে করিয়ে দেয় যে, কীভাবে টিকাকরণ এই বিপদের সময়ে শিশুকে নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা দেয়।



টিকায় নয় হেলাফেলা

টিকা দেওয়ার ফলে শিশুর শরীরে কোনও বাড়তি চাপ পড়ে না, বরং টিকার উপাদানগুলি এক ধরনের 'ড্রেস রিহার্সাল'-এর মতো কাজ করে। এটি শিশুর B- এবং T-Lymphocytes-কে সক্রিয় করে তোলে, যাতে জীবাণুর আক্রমণ ছাড়াই শরীরে দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনোলজিকাল মেমোরি তৈরি হয়। শুধু প্রাণঘাতী রোগ আটকানোই নয়, নির্দিষ্ট সময়ে টিকা দিলে ঘনঘন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি কমে, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার আটকায় এবং শিশুর শারীরিক ও মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশ সুরক্ষিত থাকে।



সরকারি ও পেডিয়াট্রিক চার্টের ফারাক

অনেকেই জানতে চান, সরকারের ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল (এনআইএস) কেন পেডিট্রিশিয়ানদের ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকস (আইএপি) চার্টের থেকে আলাদা? দুটি চার্টই বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তবে এদের কাজের পরিধি সামান্য আলাদা।



এনআইএস

সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় এনআইএস বিনামূল্যে বছরে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ নবজাতককে যক্ষ্মা, পোলিও, হেপাটাইটিস-বি, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হিব, রোটাভাইরাস, নিউমোকক্কাল ডিজিজ, হাম-রুবেলা এবং জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিসের মতো প্রাণঘাতী রোগের টিকা দেয়।



আইএপি চার্ট

আইএপি চার্টে এনআইএস-এর প্রতিটি টিকার পাশাপাশি টাইফয়েড কনজুগেট, হেপাটাইটিস-এ, চিকেন পক্স, মরশুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং যন্ত্রণাহীন অ্যাসেলুলার ডিটিএপি-এর মতো জরুরি লাইসেন্সপ্রাপ্ত টিকা যুক্ত থাকে। এগুলি শিশুকে তীব্র অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে রক্ষা করে, যা দেশজুড়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব নয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইএপি চার্টে থাকা টিকাই পরবর্তীকালে জাতীয় কর্মসূচির পথ দেখায়। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে ২০২৬ সালে দেশব্যাপী হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) টিকাকরণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে প্রতি বছর ১৪ বছর বয়সি ১ কোটি ১৫ লক্ষ কিশোরীকে সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই টিকা ৯ বছর বয়স থেকেই নেওয়া যায় এবং ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব। ভারতের বিভিন্ন সেন্টারের গবেষণা ও দ্য ল্যানসেটের ক্লিনিক্যাল ডেটা জানাচ্ছে, এই টিকা নির্দিষ্ট ক্যানসার প্রতিরোধে ৮৭ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত কার্যকরী, যা তরুণীদের মধ্যে ক্যানসারে মৃত্যুর হার কার্যত শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে এনেছে।



দেরিতে টিকায় বিপদ যত

টিকা নেওয়ার নির্দিষ্ট ব্যবধান—যেমন ৬, ১০ এবং ১৪ সপ্তাহ অত্যন্ত হিসেব করে তৈরি করা হয়, যাতে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার আগেই শরীরে অ্যান্টিবডির মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কোনও ডোজ দিতে দেরি হলে শিশুর সুরক্ষায় বিপজ্জনক ফাঁক তৈরি হয়। তবে জ্বর বা ভ্রমণের কারণে সময় পিছিয়ে গেলেও গোড়া থেকে নতুন করে সব টিকা শুরু করার প্রয়োজন নেই।

পরের বার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বারে বা পেডিয়াট্রিক ওপিডিতে গেলে অবশ্যই শিশুর ইমিউনাইজেশন কার্ড সঙ্গে রাখুন। প্রতিটি টিকাকরণের সময়ে যন্ত্রণাহীন টিকার বিকল্প, কিশোর-কিশোরীদের এইচপিভি সংক্রান্ত পরামর্শ, শিশুর ওজন ও সার্বিক বিকাশের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা এবং কোনও ডোজ বাদ পড়ে থাকলে তার ব্যক্তিগত ক্যাচ-আপ-প্ল্যান তৈরি করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপই কিন্তু আপনার সন্তানের সুস্থ ও সুরক্ষিত ভবিষ্যতের একমাত্র চাবিকাঠি।



ফাইবারম্যাক্সিং : উপকার নাকি বিপদ?

ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার ভালো, কিন্তু ফাইবারম্যাক্সিং নয়। সমাজমাধ্যমের ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে অতিরিক্ত আঁশ খেলে পেট ফাঁপা, গ্যাস আর কোষ্ঠকাঠিন্য অনিবার্য। কতটা খাবেন, কীভাবে খাবেন, আর কেন জল ছাড়া ফাইবার বিপজ্জনক – জানা যাবে এই বিশেষ প্রতিবেদনে।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করা অন্বেষা মজুমদার ব্যাজার মুখে কয়েক দিন ধরেই পুষ্টিবিদের ক্লিনিকে ঘুরছেন। অভিযোগ, গত কয়েক দিন ধরে পেটে অসম্ভব ব্যথা, গ্যাস এবং পেট ফাঁপার সমস্যায় তিনি রীতিমতো কাবু। তাঁর রোজকার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানা গেল, তিনি স্বাস্থ্যসচেতন হয়ে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার খাচ্ছেন। সমাজমাধ্যমে এখন ফাইবারম্যাক্সিং বা অতিরিক্ত ফাইবার খাওয়ার যে ট্রেন্ড চলছে, তাতে গা ভাসিয়ে তিনি প্রতিদিনের ডায়েটে ফাইবারযুক্ত বিস্কুট, প্রোটিন বার, এমনকি ফাইবার মেশানো পানীয় পর্যন্ত যোগ করেছেন। কিন্তু জানেন কি, ইন্টারনেটের এই অন্ধ অনুকরণ আপনার শরীরের উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি করতে পারে। ফাইবার অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু বেশি খেলেই যে বেশি উপকার মিলবে, এমন ধারণা একেবারেই ভুল।

সাধারণত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবারের কথা বলে থাকেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার দিনে প্রায় ২৫ গ্রাম এবং পুরুষের ৩৮ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। কিন্তু মুশকিল হল, মানুষ আজকাল প্রোটিনের মতো ফাইবারও বেশি পরিমাণে খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। অনেকে ভাবেন, যেহেতু ফাইবার ভালো, তাই দ্বিগুণ খেলে বোধহয় দ্বিগুণ উপকার। সুপারমার্কেটের তাকগুলো এখন ফাইবার মেশানো দই, কৃত্রিম ফাইবারযুক্ত স্ন্যাকসে ভর্তি।

প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের মতে, ফাইবার এমন কোনও পুষ্টিগুণ নয়, যার পরিমাণ বাড়ালেই শরীরের লাভ হবে। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফাইবার শরীরে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে।

স্বাস্থ্যের জন্য ফাইবারের গুরুত্ব অপরিসীম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের দুই ধরনের ফাইবারই প্রয়োজন – একটি ইনসলিউবল বা অদ্রবণীয় ফাইবার, যা পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মলের পরিমাণ বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। অন্যটি সলিউবল বা দ্রবণীয় ফাইবার, যা হজম প্রক্রিয়া ধীর করে, রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে। ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার হজমশক্তি ভালো রাখে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং হৃদরোগ, ডায়াবিটিস বা কোলন ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকি কমায়।

সবচেয়ে বড় কথা, এটি আমাদের অন্ত্রে থাকা উপকারী ব্যাকটিরিয়াদের সুস্থ রাখে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং প্রদাহ কমাতে বড় ভূমিকা নেয়। কিন্তু দেখা যায়, সাধারণ মানুষ দিনে গড়ে মাত্র ১৬ গ্রাম ফাইবার গ্রহণ করেন। তাই ২৫ থেকে ৩৮ গ্রামের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো অবশ্যই একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। তবে এই নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি ফাইবার খেলে যে স্বাস্থ্য আরও ভালো হবে, তার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। উল্টে এটি আপনার পরিপাকতন্ত্রে চরম অস্বস্তি তৈরি করবে।

সমস্যা মূলত শুরু হয় যখন কেউ খুব দ্রুত ফাইবারের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলেন অথবা একবারে প্রচুর ফাইবার খেয়ে নেন। এর ফলে পেট ফাঁপা, গ্যাস, পেটে মোচড় দেওয়া এবং ডায়ারিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ঠিকই, কিন্তু আপনি যদি ফাইবারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পর্যাপ্ত জল না খান, তবে এই অতিরিক্ত ফাইবার উল্টে চরম কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফাইবার প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করে। তাই ডায়েটে ফাইবার বাড়ালে সমানুপাতিক হারে জল খাওয়ার পরিমাণও বাড়াতে হবে। কৃত্রিম ফাইবারযুক্ত খাবারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও এই সমস্যার অন্যতম কারণ।



অনেকে মনে করেন, বাজারচলতি ফাইবার মেশানো কুকিজ আর প্রাকৃতিক ওটস বা বিনস একই কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে কৃত্রিম খাবারে থাকা চিকোরি রুট বা ইনুলিন খুব সহজেই পেটের ভেতর ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ফলে অস্বস্তি এবং গ্যাসের সমস্যা অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া অতিরিক্ত মাত্রায় ফাইবার খেলে তা আমাদের শরীরে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং জিংকের মতো জরুরি খনিজ পদার্থ শোষণে বাধা দেয়, কারণ ফাইবার পরিপাকতন্ত্রে এই খনিজগুলোর সঙ্গে আটকে যায়। যদি কেউ খুব সীমিত ডায়েটের পাশাপাশি অস্বাভাবিক পরিমাণে ফাইবার খান, তবে দীর্ঘমেয়াদে শরীরে খনিজ পদার্থের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

তাই সুরক্ষিতভাবে ডায়েটে ফাইবার যোগ করার কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। আমি সব সময় পরামর্শ দিই প্রাকৃতিক খাবারের ওপর জোর দিতে। সবজি, ফল, ডাল বা গোটা শস্যের মতো খাবারে প্রাকৃতিকভাবে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ফাইবারের এক চমৎকার ভারসাম্য থাকে, যা কৃত্রিম সাপ্লিমেন্টে পাওয়া যায় না। ফাইবার খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে ধীরে ধীরে। প্রথম দিকে দিনে হয়তো পাঁচ গ্রাম ফাইবার যোগ করলেন, যেমন, এক বাটি রান্না করা ব্রোকোলি খেলেন। এরপর শরীরকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কয়েক দিন সময় দিন। তারপর আবার কিছুটা বাড়ান। একবারে অনেকটা না খেয়ে, সারা দিনে বিভিন্ন মিল বা স্ন্যাকসের মাধ্যমে ফাইবার ভাগ করে খাওয়া অন্ত্রের জন্য অনেক বেশি আরামদায়ক।

সবচেয়ে জরুরি কথা, প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। ফাইবারকে তার ঠিকঠাক কাজ করার জন্য দিনে অন্তত আট গ্লাস বা তার বেশি জল খাওয়া উচিত। যদি খাবারের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয়, তবে এক বা দুই চামচ চিয়া সিড বা ইসবগুলের ভুসি ডায়েটে যোগ করতে পারেন, যা অত্যন্ত পুষ্টিকর।

সমাজমাধ্যমের কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যার পেছনে না ছুটে একটি বৈচিত্র্যময় এবং উদ্ভিদ-ভিত্তিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। সুস্থ থাকার জন্য সেটাই সবচেয়ে টেকসই এবং নিরাপদ উপায়।

নতুন মুখের হাত ধরে মঞ্চে নতুন সম্ভাবনা

অভিনয়ে হাতেখড়ি, পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ। আলো-শব্দ থেকে মঞ্চসজ্জা, নাটক তৈরির প্রতিটি পর্বেই নিজেদের মেলে ধরছে নতুন প্রজন্ম। চারদিনের প্রতিযোগিতায় ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে উঠে এল আগামীদিনের নাট্যকর্মীরা।

মঞ্চের আলো জ্বলতেই সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে এক ঝাঁক নতুন মুখ। কারও হাতে মাইক্রোফোন, কেউ চরিত্রের প্রয়োজনে বদলে নিচ্ছে নিজের অভিব্যক্তি। আবার মঞ্চের বাইরে কোথাও চলছে আলো-শব্দের প্রস্তুতি, কোথাও বা নির্দেশকের শেষমুহূর্তের পরামর্শ। এদের অনেকের কাছেই নাটকের মঞ্চ এখনও নতুন। কেউ প্রথমবার অভিনয় করছে, কেউ আবার প্রথমবারের মতো পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত নাট্যকর্মীদের পাশাপাশি এই নতুন প্রজন্মের আত্মপ্রকাশই শিলিগুড়ির স্কুল-কলেজ নাট্য প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার উদ্যোগে কিছুদিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম বর্ষের আমন্ত্রিত স্কুল-কলেজ নাট্য প্রতিযোগিতা। চারদিনের এই আয়োজনে অংশ নেয় ২০টি বিদ্যালয় এবং চারটি কলেজ। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের মতো করে নাটক নির্বাচন, অভিনয়শিল্পী বাছাই, পরিচালনা এবং প্রযোজনার প্রস্তুতি নিয়েছিল। ফলে প্রতিযোগিতার মঞ্চে শুধু অভিনয় প্রতিভার পরিচয় মেলেনি, সামনে এসেছে নাটক নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা ও সাংগঠনিক দক্ষতাও।

এই আয়োজনের অন্যতম ইতিবাচক দিক হল, নতুন ছেলেমেয়েদের জন্য অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনার দরজাও খুলে দেওয়া। এতদিন যারা হয়তো দর্শকাসনে বসে নাটক দেখেছে, তারাই এবার নাটকের ভাবনা তৈরি করছে, চরিত্র নির্বাচন করছে, সহপাঠীদের নিয়ে মহড়া দিচ্ছে। মঞ্চে কীভাবে একটি দৃশ্য উপস্থাপন করতে হবে, কোথায় আলোর ব্যবহার প্রয়োজন, কোন মুহূর্তে আবহসংগীত নাটকের আবেগকে আরও গভীর করবে— এমন নানা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তারা। নাটকের সামগ্রিক প্রযোজনায় যে কতগুলি বিভাগ একসঙ্গে কাজ করে, সেই পরিচয়ও পেয়েছে পড়ুয়ারা। অভিনয়ের পাশাপাশি মেকআপ, পোশাক, মঞ্চসজ্জা, আলো, শব্দ, আবহসংগীত এবং চিত্রনাট্যের মতো বিষয়গুলিতে তাদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

আয়োজকদের তরফে পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্কুল বিভাগের জন্য রাখা হয়েছিল ৩৪টি এবং কলেজ বিভাগের জন্য ১৮টি পুরস্কার। সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহ অভিনেতা, শিশুশিল্পী, পরিচালক, চিত্রনাট্য এবং প্রযোজনার পাশাপাশি আলো, শব্দ, মেকআপ, পোশাক, মঞ্চসজ্জা ও অন্যান্য কারিগরি বিভাগেও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের স্মৃতিতে একাধিক মেমোরিয়াল ট্রফির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন পলক চক্রবর্তী, মহিতবন্ধু অধিকারী এবং দেবব্রত আচার্য। তাঁদের মূল্যায়নে বিভিন্ন বিভাগে সেরাদের বেছে নেওয়া হয়। কলেজ বিভাগে পরিচালনার জন্য অর্পণা চন্দ মেমোরিয়াল ট্রফি এবং স্কুল বিভাগে কমল বোস মেমোরিয়াল ট্রফি সহ একাধিক পুরস্কার ছিল। পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেরা পরিচালকের জন্যও পৃথক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।



গৌরবোজ্জ্বল।। *বিদ্যালয় স্তরে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সুবাদে ফণীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পুরস্কার প্রদানের মুহূর্ত।*

তবে চারদিনের প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি থেকে যায়। এই নতুন মুখগুলি কি আগামীদিনেও নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকবে? প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হওয়া আগ্রহ কি নিয়মিত নাট্যচর্চায় রূপ নেবে? স্কুল-কলেজের সাংস্কৃতিক পরিসরে নাটকের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে এই সম্ভাবনা আরও বিস্তৃত হতে পারে। অভিজ্ঞ নাট্যকর্মীদের সঙ্গে পড়ুয়াদের যোগাযোগ তৈরি হলেও উপকৃত হবে নতুন প্রজন্ম।

আসলে একটি প্রতিযোগিতা থেকে কতগুলি পুরস্কার দেওয়া হল, তার চেয়েও বড় বিষয় কতগুলি নতুন প্রতিভা মঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হল। আজ যে পড়ুয়াটি প্রথম অভিনয় করল, আগামীদিনে সে হয়তো নিজেই একটি নাটক পরিচালনা করবে। কেউ হয়তো আলো নিয়ে কাজ করবে, কেউ নাট্যকার হয়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠিত নাট্যচর্চার পাশাপাশি এই নতুনদের জন্য জায়গা তৈরি হওয়াটাই ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।

বিভিন্ন বিভাগে স্কুলের ক্ষেত্রে যারা পুরস্কার পেল- শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : ছায়াসাথী (ফণীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়), শ্রেষ্ঠ পরিচালক : কৌশিক রজক (ছায়াসাথী), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী : কনিষ্ক মৈত্র (শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল) ও আত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় (ফণীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়), শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা ও অভিনেত্রী : প্রাচী ঘোষ (রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ) ও দিয়া দত্ত (বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ)। সেরা শিশুশিল্পী : মালবিকা সর্দার (নেতাজি গার্লস হাইস্কুল), সেরা নেতিবাচক চরিত্র : দীপাঞ্জন সিনহা (অমরপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুল), শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক চরিত্র : সুমন মণ্ডল (আমবাড়ি ফালাকাটা হাইস্কুল), শ্রেষ্ঠ মঞ্চ পরিকল্পনা : সুচরিতা ঘোষ গোস্বামী (বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ), শ্রেষ্ঠ আলোক পরিকল্পনা : শংকর চক্রবর্তী (জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল), শ্রেষ্ঠ আবহ : পৃথা সেন (রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল)।

বিভিন্ন বিভাগে কলেজের ক্ষেত্রে যাঁরা পুরস্কার পেলেন- শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : সাত পরিও কা বন (স্যালেসিয়ান কলেজ), শ্রেষ্ঠ পরিচালক : অনির্বাণ রায় (সাত পরিও কা বন), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী : ঈপ্সিতা চন্দ (শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়) ও দিতীপ্রিয়া সাহা (স্যালেসিয়ান কলেজ), শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা : সৌহার্দ্য কর্মকার (স্যালেসিয়ান কলেজ), শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী : সৌহার্দ্য কর্মকার (শিলিগুড়ি কলেজ) ও দীপশিখা দাস (শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়), সেরা নেতিবাচক চরিত্র : রণবীর সরকার (শিলিগুড়ি কলেজ), শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক চরিত্র : রেক নায়েক (স্যালেসিয়ান কলেজ), শ্রেষ্ঠ মঞ্চ পরিকল্পনা : কুশল বোস (শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়), শ্রেষ্ঠ আলোক পরিকল্পনা : অনির্বাণ রায় (স্যালেসিয়ান কলেজ), শ্রেষ্ঠ আবহ : কৌশিক সেন (সূর্য সেন কলেজ)।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

আলোচনায় শিক্ষা

রামায়ণ, মহাভারতের যুগ থেকে শিক্ষার ক্ষেত্র ধাপে ধাপে যেভাবে এগিয়েছে, বিস্তারিতভাবে তা কিছুদিন আগে আলোচিত হল মালদা জেলা গ্রন্থাগারের বইবাগানে আলোর দিশার ৩৪তম অধিবেশনে। মৃন্ময় ভট্টাচার্যের এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক'। বৈশালী সেনের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করেন দেবলীনা পাল, আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিশংকর সান্যাল। পঠিত প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে শ্যামচাঁদ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, মহম্মদ নাজির হোসেন, সদানন্দ মুখোপাধ্যায়, রুনা লায়লা, মোহন চৌধুরী, প্রকাশ পোদ্দার, অধীর সরকার, মৌ চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন মণ্ডল, ডঃ অসীম শর্মা, নয়নচাঁদ রায়, সব্যসাচী মজুমদার ও মহেন্দ্র বিশ্বাস আলোচনা করে আলোচনা সভাকে সমৃদ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামচাঁদ ঘোষ। *–সৌকর্য সোম*

শাস্ত্রীয় জলসা

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে কিছুদিন আগে আয়োজিত হল 'সোহিনী'-র দ্বিতীয় বার্ষিক শাস্ত্রীয় সংগীত জলসা। 'সোহিনী' আর্ট অ্যান্ড কালচার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, জলপাইগুড়ি আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে। পণ্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশন দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন চিরঞ্জীত ভট্টাচার্য, অনামিকা দত্ত, রূপলেখা চট্টোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু নন্দী। তাঁদের সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়ামে সংগত করেন একাধিক খ্যাতনামা শিল্পী।

বাঁশিতে সুরে দর্শকদের মুগ্ধ করেন শুভঙ্কর নস্কর ও দেবজীত সাহা। সেতার পরিবেশনায় ছিলেন তুলিকা সমাজদার ও দেবস্নেহা চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও দেবস্নেহা চট্টোপাধ্যায়ের যৌথ সেতার যুগলবন্দি। *–তমালিকা দে*

সাহিত্যের মিলন

পূর্ব মেদিনীপুরের নিউ দিঘা সায়েন্স সেন্টার অডিটোরিয়ামে কিছুদিন আগে অল বেঙ্গল ইউথ কালচারাল কাউন্সিলের প্রথম বর্ষের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লিটফিউশন মিট ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। রতুয়ার বৈকুণ্ঠপুরের মিজানুর রহমানের 'কটিতারে ফোটা গোলাপ ফুল' প্রকাশ করেন রামনগরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল। ২৩ জেলার প্রায় ১০০ সাহিত্যিক ও শিল্পীর অংশগ্রহণে কবিতা, গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও সংবর্ধনার আয়োজন হয়। ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম দিনের বিক্রিতে গর্বিত সমাজসেবী স্বপন চৌধুরী উদ্যোগটির প্রশংসা করেন। *–শেখ পান্না*

ঐতিহ্যের সমাবেশ

ছয় দশকের পরম্পরা, লোকসংস্কৃতির টান আর আদিবাসী জীবনরীতির মেলবন্ধন সম্প্রতি উৎসবের চেহারা নিয়েছিল। গাজোলে বলরামপুর সংলগ্ন বাদনাগরা ফুটবল ময়দানে বলরামপুর ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত আদিবাসী ছাতামেলাকে ঘিরে ভিড় জমে যায়। হাজার হাজার মানুষের সমাগমে মেলায় বসে বিভিন্ন পসারির দোকান। আকর্ষণ ছিল আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা। আদিবাসী রীতি মেনে মেলা প্রাঙ্গণে একটি বাঁশের শীর্ষে দুটি ছাতা টাঙিয়ে গোড়ায় পুজোর আয়োজন করা হয়। এই আচারেই শুরু হয় উৎসব। ঢোলের তালে নাচের ছন্দে জমে ওঠে মেলা। মহিলাদের 'নাগরে এনেচ' এবং পুরুষদের 'দাসাই এনেচ' বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। গাজোল ছাড়াও মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লক এবং প্রতিবেশী বিহার থেকে একাধিক আদিবাসী নৃত্যদল যোগ দেয়। পরিবেশনায় ফুটে ওঠে লোক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য।

ক্লাব সভাপতি বিধানচন্দ্র বর্মন, সম্পাদক রসিক কিসকু ও অন্যতম উদ্যোক্তা গণেশ মুর্মু জানান, এবার মেলা ষাট বছরে পড়ল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার যথাক্রমে ১০, ৭ এবং ৫ হাজার টাকা। অন্য দলগুলিকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তা বিকাশ ভৌমিক, ভূদেব ঘোষ ও দিলীপ মুর্মু জানান, গত বছরের তুলনায় এবার নৃত্যদলের সংখ্যা বেড়েছে। সরকারি সহযোগিতা পেলে মেলাকে আরও বড় করা সম্ভব। *-গৌতম দাস*



ছন্দবদ্ধ।। *গাজোলে বাদনাগরা ফুটবল ময়দানে আয়োজিত আদিবাসী ছাতামেলার একটি মুহূর্ত। –পঙ্কজ ঘোষ*

আলাপে আড্ডায়

কিছুদিন আগে কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলঘরে 'তোর্ষা সাহিত্য সংস্থা' আয়োজন করেছিল আলাপে আড্ডায় শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ছিল মূলত উত্তরের চার নারী কবির বই প্রকাশ ও সেই বই ঘিরে আড্ডা। প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার 'দৈনিক বজ্রকণ্ঠ' প্রকাশিত স্মৃতিফলকের কবিতা - পম্পা রায়, একটা স্টেশন একটা মানুষ -মনামী সরকার, মেঘ পালকের রূপকথা -ব্রততী দাস, সম্পর্কের গল্প -শ্রেয়সী সরকার, এই চারটি বই। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য, সম্পাদক সুনীল সাহা, কবি কমলেশ সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূপালী রায় সহ অনেক গুণীজন। সবশেষে ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। সকলকে ধন্যবাদ জানান তোর্ষা সাহিত্য সংস্থার সম্পাদক সৈকত সেন। *–পার্থ নিয়োগী*

কানেখুশির দুই প্রহসন

কানে কানে কথা বলা। মানে কানাঘুষো। এই শব্দের যা অর্থ, নেপালি ভাষায় তাকেই বলে কানেখুশি। এটা নেপালি ভাষার একটি থিয়েটার দলের নাম। পুরো নাম কানেখুশি থিয়েটার অ্যাকাডেমি। আর এই দলের প্রাণপুরুষ হলেন শিলিগুড়ির বহুমুখী প্রতিভাধর বিশিষ্ট সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং শিক্ষক কৃষ্ণ প্রধান। তাঁর লেখা দুটি হাস্যরসাত্মক নাটক সম্প্রতি হয়ে গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। দুটি নাটকের একটি রাজনৈতিক, অন্যটি সামাজিক। এই দুই নাটকের সহজ সরল বক্তব্যে এবং দলগত সাবলীল অভিনয়ে অনেক দিন পর প্রাণ খুলে হাসলেন দর্শকরা।

রাজনৈতিক প্রযোজনাটির নাম 'ভাঙ্গেরী ফুফু'। মানে বাচাল পিসি। একজন মহিলা রাজনৈতিক নেত্রীকে নিয়ে এই নাটক। এই নেত্রী ক্ষমতায় আসার পর নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং জনগণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর ধারণা ছিল তিনি আজীবন ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু তাঁর পতন হয়। ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর, তিনি ধীরে ধীরে এক এক করে নিজের ভুলগুলো স্বীকার করতে শুরু করেন।

কিন্তু মানুষ তাতে আমল না দিয়ে তাঁর উদ্ধত ভাইপোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে তাঁরা সাময়িকভাবে রক্ষা পান।

যখন ভাঙ্গেরী ফুফু ভাইপোকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন, জনগণ তাঁদের তাড়া করে। তাঁরা পালানোর চেষ্টা করার সময় পুলিশ আবারও হস্তক্ষেপ করলে নাটকটি শেষ হয়। নাটকটি হাস্যরস ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং গণপ্রতিরোধের বার্তা দিতে চেয়েছে।

মঞ্চে প্রযোজনাটির পরিচালনায় ছিলেন শারদ গুরুং এবং অশোক খাওয়াস, সহকারী পরিচালক রাকেশ বরাইলি। অভিনয়ে ছিলেন প্রয়াস ইয়ানজন, অমিত লেপচা, শর্মিলা প্রধান, তিলোত্তমা প্রধান,



'কস্তো লাগ্যো তা অন্ত!' নাটকের একটি দৃশ্য।

ববিতা কারকি, রাজা থাপা, রমেশ ছেত্রী, লক্ষ্মী দেওয়ান, জ্যোতি মালে, প্রণিতা গজমের এবং সুরেন লামা।

দ্বিতীয় নাটক ছিল 'কস্তো লাগ্যো তা অন্ত!' এটি সামাজিক প্রহসনধর্মী এবং এই নাটকে হাস্যরসের উপাদান বেশি ছিল। বাড়িতে অতিথি এসে দীর্ঘদিন থেকে গেলে বা তখন বাড়িতে কোনও জিনিস চুরি গেলে কী পরিস্থিতি হয় তা এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। চা বাগান থেকে মেজকাকা বাড়িতে অতিথি হয়ে আসার দশ-পনেরো দিন পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরার নাম নেন না। অনুপমা এবং অভিষেকের মাসিক বাজেটে বেশ ঘাটতি দেখা দিতে শুরু করেছে। একদিন মেজকাকা যখন অফিসের কাজ নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন, তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ভয়ানক ঝগড়ার অভিনয় করে কাকাকে তাড়ানোর পরিকল্পনা করে। কাকা সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এই ঝগড়া দেখে রেগে বেরিয়ে যান। মিশনে সফল হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আনন্দ করতে থাকেন। তখনই কাকা পিছন থেকে বলে ওঠেন, 'আমিও যে রাগ করে চলে যাওয়ার মতো অভিনয় করলাম, সেটা কেমন লাগল বল তো?'

এই নাটক দেখার জন্য এদিন মঞ্চে উপচে পড়া ভিড় ছিল। নাটকের যুগ্ম নির্দেশনায় ছিলেন শারদ গুরুং, অশোক খাওয়াস, নির্দেশনায় রাকেশ বরাইলি, পরিচালকরা ছাড়াও শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মণিকুমার শর্মা, গোপাল বিশ্বকর্মা, প্রদীপ খাতিওয়াড়া, অঞ্জু প্রধান, অনুশা রাই। *- ছন্দা দে মাহাতো*

সরগমের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

মহাচতুর্থীর সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সরগম-সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে সাহিত্য, সংগীত, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার মিলনমেলা বসে। শুরুতে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' নিবেদন করা হয়। উদ্বোধনী আগমনী সংগীত পরিবেশন করেন পরিষদের সম্পাদক ডঃ শীলা দত্ত ঘটক। প্রধান অতিথি হিসেবে সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, সহ সভাপতি অরুণচন্দ্র ঘটক সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। তাঁদের উত্তরীয়, গাছ ও স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

স্বাগত ভাষণের পর ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় ডঃ শীলা দত্ত ঘটকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক গ্রন্থ 'রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন। বইটির প্রশংসার পাশাপাশি সুমধুর কণ্ঠে গানও করেন তিনি। বিশেষ অতিথি বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীর তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য ছিল মনোগ্রাহী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশক ও জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ দত্ত ঘটকের প্রয়াত শিক্ষক তথা গবেষণা-নির্দেশক এবং মাতৃবন্দনার পর ডঃ নীলেশ দাশগুপ্ত, পুলক ভদ্র, কৌশিক দাস, পুলক সাহা, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীব দেবনাথ সহ শিল্পীরা আগমনী সংগীত পরিবেশন করেন। শুভব্রত দে ও অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার-তবলার যুগলবন্দি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অসংখ্য সংস্কৃতিমনস্ক



বাবা-মাকে উৎসর্গ করা বইটির প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'বইটি স্বাস্থ্যসচেতনতার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধার বার্তাও দেয়।' সংগীত, সাহিত্য ও ক্রীড়াজগতের বিশিষ্টজনেদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

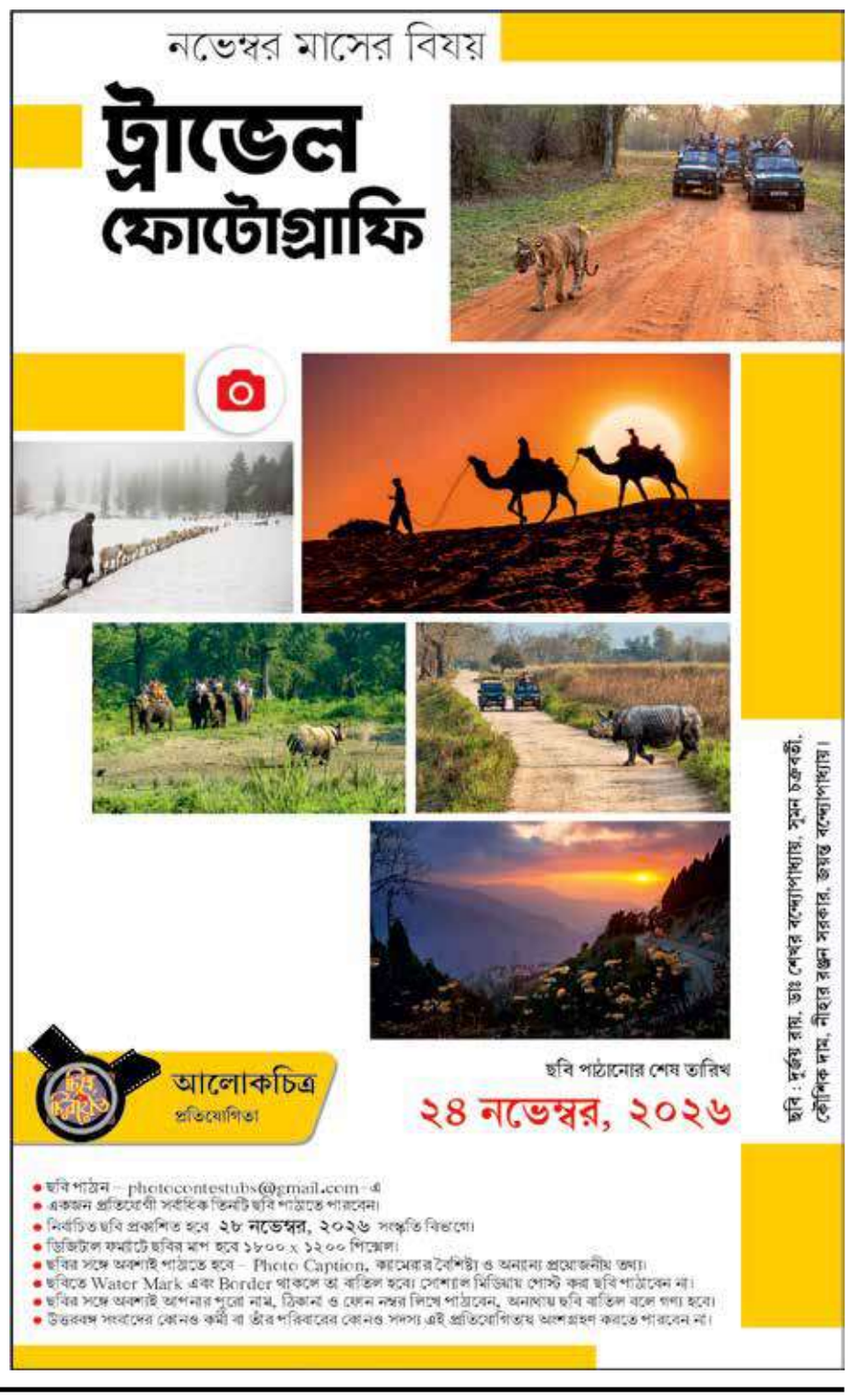
দ্বিতীয় পর্বে সুকান্ত ভৌমিকের শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন। সংগীতশিল্পী সুলগ্না ঘটক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। বিপ্লব মজুমদার ধন্যবাদ জানান। সভাপতি ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ পরিষদের অতীত ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি তুলে ধরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

গানে-কবিতায়

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় ইসলামপুরের রামকৃষ্ণপল্লির নন্দীবাড়ি সাহিত্যসভা আয়োজিত হয়। কবি নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে ছড়া, কবিতা, কথামালায় আসর শুরু। সুদেব নন্দীর স্বাগত ভাষণের পর স্থানীয় শিল্পীদের গান, নাচ, আবৃত্তির পরিবেশনা ছিল। সাহিত্য, সমাজসেবা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যক্ষেত্রের কৃতীদের শারদ সম্মাননা জানানো হয়। কলেজ ছাত্রী সৃজা নন্দীর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন পরীক্ষিত ঘোষ। *–সুরমা রানি*

বর্ণিল আয়োজন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে কোচবিহার সাহিত্যসভা মঞ্চে ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কোচবিহার শিশু-কিশোর সংস্থা। নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের আবাসিক কিশোরীদের উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। পরে হোমের মেয়েদের সমবেত আবৃত্তি এবং শিশুদের আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট শিশু-কিশোর সাহিত্যিক সুচিত চক্রবর্তীকে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়। বক্তব্যে তিনি তাৎক্ষণিক ছড়া শোনান, যা উপস্থিত দর্শকদের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে সংস্থার মুখপত্র 'সবুজমন' এবং 'চিত্রকল্প' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সেবা ভবনের সাত ছাত্রীকে দু'হাজার টাকা করে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের আগে সংস্থার উদ্যোগে দু'দিনের পুতুলনাট্য কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*



নৃত্যের লহরী

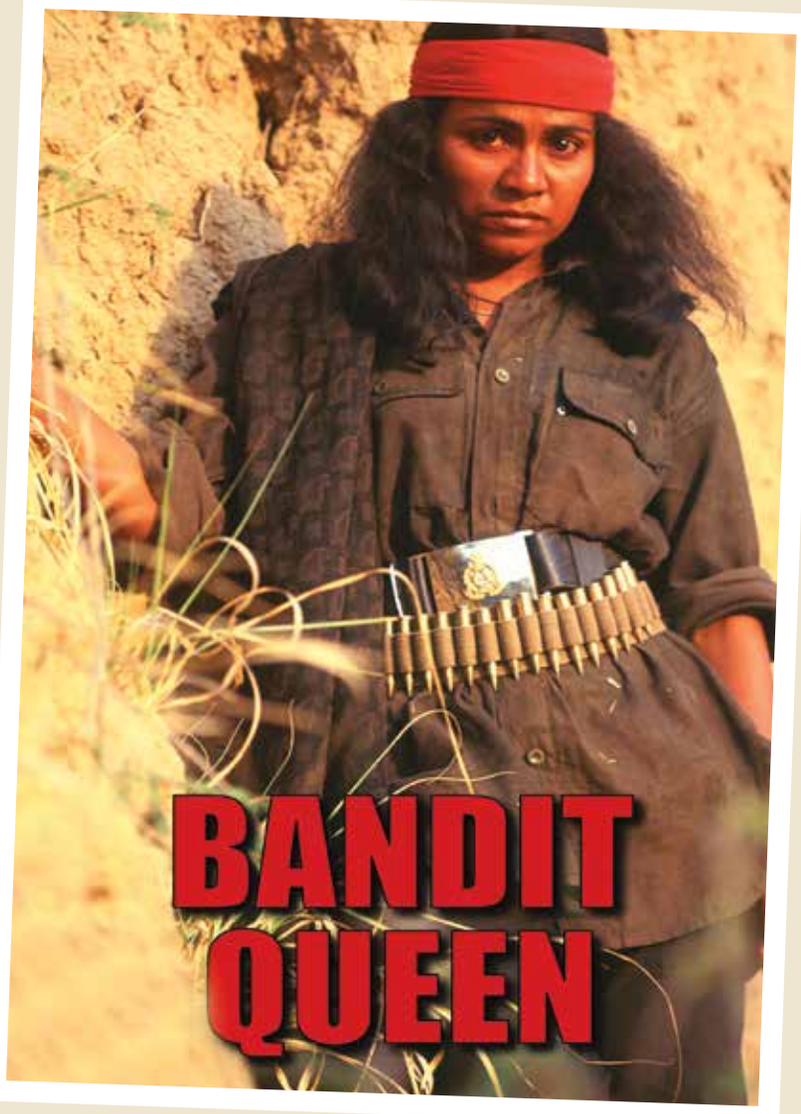


সুরের তালে।। *মেখলিগঞ্জে উপাসনা ডান্স অ্যাকাডেমির তৃতীয় বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।*

নৃত্যের ছন্দে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আবেশ ছড়াল মেখলিগঞ্জে। কিছুদিন আগে উপাসনা ডান্স অ্যাকাডেমির তৃতীয় বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান 'লহরী' মন ছুঁয়ে নিল শহরবাসীর। মেখলিগঞ্জ কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু নৃত্যপ্রেমী। গণেশ ও শিববন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণা মৈত্র, সমালি রায়, মধুমিতা চক্রবর্তী, মণিভা নাহা, লিনা রায় প্রমুখ। বক্তব্যে প্রত্যেকেই অ্যাকাডেমির এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে সেমি ক্ল্যাসিকাল ও ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের পাশাপাশি আধুনিক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। অ্যাকাডেমির কর্ণধার অন্বেষা চক্রবর্তীও নৃত্যের ছন্দে মঞ্চ মাতান। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় তাঁকে সহযোগিতা করেন প্রশান্ত সাহা। সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্যটির রূপান্তর, মুক্তির বার্তা এবং অনবদ্য উপস্থাপনা দর্শকদের নজর কাড়ে। অন্বেষা জানান, মেখলিগঞ্জের মতো প্রান্তিক এলাকায় ছেলেমেয়েদের নাচের প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই এই উদ্যোগ। *–শুভ্রজিৎ বিশ্বাস*

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।



ফুলন দেবীর সিক্যুয়েল



শেখর কাপুরের বিখ্যাত ছবি ব্যান্ডিট কুইন-এর সিক্যুয়েল হচ্ছে। শাটলুজ ছবির পরিচালক হানি ত্রেহন ব্যান্ডিট কুইন ২ তৈরি করবেন। প্রযোজক ববি বেদি। এই ছবিতে ১৯৮৩-তে ফুলন দেবীর আত্মসমর্পণ, ১১ বছরের জেল-জীবন এবং ২০০১-এ তাঁর মৃত্যুর কথা থাকবে। হানি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শেখর স্যারের গল্প যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হবে আমাদের ছবি। ওরকম একটা ছবির সিক্যুয়েল বানানো বিরাট দায়িত্বের। এখন চিত্রনাট্য লেখার কাজ করছি। ববি, মানে বেদি স্যার অনেকটাই রিসার্চ করেছেন, তার ওপরই কাজ করছি। ববি বলেছেন, শেখর স্যারের ছবি ফুলন দেবীর ধর্ষণ ও প্রতিশোধের কাহিনি। এই ছবিতে গল্পটা হবে এমন এক নারীর যে এক অসম্ভব ধরনের জীবনযাপন করেছে। যা তাঁর মনে হয়েছে করার, তিনি সেটাই করেছেন। তাঁর প্রেমকাহিনি, উমেদ সিংয়ের সঙ্গে প্রেম, নারীদের অধিকার নিয়ে লড়াই, দুবার সাংসদ হওয়া-- সবই তাঁর এই অসাধারণ জীবন সফরের অংশ।

ব্যান্ডিট কুইন-এ দর্শক যা দেখেছে, তার থেকেও অনেক বেশি থাকছে এই ছবিতে। শেখরের ব্যান্ডিট কুইন মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৪-র ২৬ জানুয়ারি। অভিনয়ে ছিলেন সীমা বিশ্বাস, নির্মল পাণ্ডে প্রমুখ। অন্যদিকে, হানির ছবি শাটলুজ-এর প্রধান ভূমিকায় ছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। জি৫-এ মুক্তি পাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি সরিয়ে দেওয়া হয় প্ল্যাটফর্ম থেকে।



স্বদেশে ‘বিলো অ্যাভারেজ’ বিদেশে হাই ভোল্টেজ

হিন্দিতে কবীর সিং দিয়ে শুরু। আমেরিকান-ফ্রেঞ্চ পরিচালকের কাছ থেকেও পেয়েছেন অভিনয়ের প্রস্তাব। এখন সোহম মজুমদার ব্যস্ত অভিনেতা। শোলাঙ্কি কি তাঁর শুধুই বন্ধু। নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে চাওয়া অভিনেতার সঙ্গে কথোপকথনে শবরী চক্রবর্তী

শমীক রায়চৌধুরির ছবি মায়া সত্য ভ্রম। এই ছবিতে সোহম মজুমদার একই সঙ্গে পুলিশ অফিসার, বাবা, স্বামী। স্ত্রীর ভূমিকায় প্রিয়াংকা সরকার। ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁদের দেখা হয় এক বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের। শুরু হয় অন্য অধ্যায়।

প্রশ্ন: ছবি দেখে কী বলছে দর্শক?

সোহম: ছবিটা মানুষকে অন্তর থেকে তৃপ্তি দিয়েছে। অনেকেই বলেছেন একঘেয়ে বাংলা ছবির ভিড়ে তোমরা অন্যরকম ছবি করেছ।

প্র: চরিত্রের জন্য কতটা খাটতে হয়েছে আপনাকে?

সোহম: তেমন কিছু নয়, কারণ আমার পরিচালক জানেন তিনি চরিত্র থেকে কী চান। এরকম চরিত্র করতে তো ভালো লাগবেই। আমি বিলো অ্যাভারেজ অ্যাক্টর, তবু ইচ্ছা তো করে অভিনেতা হিসেবে ফুটপ্রিন্ট রেখে যেতে।

প্র: নায়ক না অভিনেতা, কীভাবে পরিচিত হতে চান?

সোহম: ওই নায়কোচিত ছবির যুগ বোধহয় আর নেই। আমি যদি কোমর নাচানোর চরিত্র করি, তাহলে দর্শক নেবে কিনা, সন্দেহ আছে। যদি করিও, তার গল্প বাস্তবোচিত হতে হবে।

প্র: ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল সেরকমই ছিল?

সোহম: হ্যাঁ। তবে আমাদের নিশ্চয় কিছু ত্রুটি ছিল, তাই দর্শকের ছবিটা পছন্দ হয়নি।

প্র: গপ্পো মীরের ঠেক। সেখানেও অভিনয় করছেন।

সোহম: ২০১১ থেকে নাটক করেছি। একটা রেডিও চ্যানেলে শ্রুতিনাটক করেছি। ধামাকাতে নায়ক কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে প্রায় পুরো ছবি জুড়ে আমার শুধু ফোনে কথা হয়েছে। সেটাও ভয়েস এক্সারসাইজই হল। গপ্পো মীরের ঠেক থেকে ডাক আসতে আমি কিছু ভাবিনি। মীরদার জন্য যা খুশি করতে পারি।

প্র: হিন্দিতে কি করলেন?

সোহম: শক্তি শালিনী। ম্যাডক ফিল্মসের হরর ইউনিভার্স।

প্র: বাংলা ছবির কী অবস্থা?

সোহম: এখানে দর্শক অনেক ইনভলভ হয়েছেন, আমরা পারছি না। বাংলা ছবির টিকিটের দাম ৩০০ টাকা। বাংলা ছবি শো পায় না। এক্সপেরিমেন্টাল ছবি তো আরও কম। তাও এমন সময়ে পায়, যে হোমমেকাররাই দেখতে পারবে, ফলে তেমন বিষয়েই ছবি হয়। ইয়াং অডিয়েন্স কাজের জন্য বাইরে চলে গিয়েছে। এখন সরকার বদলের পর হয়তো কিছু বদলাবে, তাও সময় লাগবে, শেষ ৫ বছর তো কিছু হয়নি। আমিই তো চলে গিয়েছি, কাজ পেলে তো যেতাম না।

প্র: শোলাঙ্কির কী খবর?

সোহম: জানি না।

প্র: শোলাঙ্কি বন্ধু নয়?

সোহম: হ্যাঁ বন্ধু। তবে যে বিশেষ সম্পর্কের কথা বলা হয় তা নয়। আমি তো কখনও বলিনি।

প্র: একসঙ্গে কাজ করলেই কি এগুলো হয়?

সোহম: অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি, রিউমার তো হয়নি।

প্র: এমনি রিউমার হয়?

সোহম: দেখুন অনেক কাগজের এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট থাকে। আমি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আধার করে আমার কেরিয়ার চালাতে চাই না। সম্পর্ক নিয়ে সেদিন বলব, যেদিন বিয়ে করব, যদি করি।

প্র: কলকাতা, মুম্বাই দু নৌকোয় পা দিয়ে চলতে অসুবিধে হয়?

সোহম: হয়। চেষ্টা করছি অভিনেতা হিসেবে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার। তবে প্ল্যান করে তো কিছু হয় না। হঠাৎ কোনও ফ্রেঞ্চ পরিচালক যদি বলেন ছবি করতে, আমি করব। আমার সঙ্গে হয়েছে এরকম।

প্র: কীরকম?

সোহম: একজন আমেরিকান-ফ্রেঞ্চ ডিরেক্টর মায়া সত্য ভ্রম ফেস্টিভ্যালে দেখে আমাকে অভিনয়ের কথা বলেছেন, তবে এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

প্র: কী করছেন বাংলায়?

সোহম: প্রিয় বন্ধু। অঞ্জন দত্তর এই নাটক থেকে সিরিজ হবে। শমীকের আর একটা ছবি, নাম ঠিক হয়নি।



একনজরে সেরা

ফিরলেন টিনু

অভিনেতা টিনু আনন্দ ১২ দিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর পাঁজরের পাঁচটি হাড় ভেঙে গিয়েছিল। একটি ফুসফুসকেও জখম হয়েছিল। এখন তিনি বিপন্মুক্ত, তবে বিছানাতেই থাকতে হবে। রোজের কাজে অসুবিধা হবে। ফিজিওথেরাপি হবে তাঁর। তিনি অবশ্য তাঁর অসমাপ্ত কাজ কিভাবে হবে, তাই নিয়ে চিন্তিত।

আওয়ারা পাগল দিওয়ানা ২

আওয়ারা পাগল দিওয়ানার পরের ভাগ হবে, নিশ্চিত করে জানালেন অভিনেতা সুনীল শেট্টি। সম্ভবত আগামী বছরের গোড়াতেই শুটিং হবে। ছবিতে অক্ষয়কুমারও থাকবেন, তাও তিনি বলেছেন। প্রথম আওয়ারা ছবিতে পরেশ রাওয়াল, আফতাব শিবদাসানি ছিলেন। পরিচালক বিক্রম ভাট। আগের অভিনেতা বা পরিচালকরাই থাকবেন কিনা, তা জানা যায়নি।

চার সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের চারটি ছোটগল্প, খগম, বাতিকবাবু, ভূতো, নীল আতংক নিয়ে ছবি করবেন সন্দীপ রায়। সন্দীপ বলেছেন, অনেকদিন ধরেই ইচ্ছা ছিল বাবার ছোটগল্প নিয়ে ছবি করব। এবার সুপ্ত বাসনা বাস্তবায়িত হল। অভিনয়ে সব্যসাচী চক্রবর্তী, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী প্রমুখ। শুটিং চলছে।

ইফি-তে জায়গা

গোয়ায় ৫৭তম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া অনুষ্ঠিত হবে ২০-২৮ নভেম্বর। ইন্ডিয়ান প্যানোরামার উদ্বোধনী ছবি ধুরন্ধর এবং নন ফিকশন বিভাগে থাকবে বিকামিং ছবিটি। ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় স্থান পাওয়া একমাত্র বাংলা ছবির নাম পাগলা ঘোড়া। নাট্যকার বাদল সরকারের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মীত ছবির প্রধান ভূমিকায় গার্গী রায়চৌধুরি।

সঞ্চালক শিল্পা

পেয়র কা প্রেসার কুকার শীর্ষক রিয়েলিটি শো-র সঞ্চালক হচ্ছেন শিল্পা শেট্টি। এখানে এক ছাতের তলায় দম্পতিরা থাকবেন, নিজেদের সম্পর্কের কাটাছেঁড়া করবেন, তাঁদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে তাঁদের মতামত নেবেন এ সম্পর্ক রাখা বা না-রাখার বিষয়ে। শিল্পার কথায় আজকের দিনে সম্পর্ককে অন্যভাবে দেখতে এই ধরনের শো খুব দরকারি।

প্রয়াত হেমন্ত-পুত্র জয়ন্ত



চলে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল ৮০-র কাছাকাছি। জানা গিয়েছে, বয়সজনিত শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবার ও ঘনিষ্ঠমহলে তিনি বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। পেশা হিসেবে গানকে বেছে নেননি, তবে বাবা তাঁকে নায়ক করে ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। সেভাবে সফল হননি। বম্বেতে রেকর্ডিং স্টুডিও করেছিলেন, সেটি ছিল খুবই বিখ্যাত। নিজে ছবি প্রযোজনাও করেন। ১৯৭৫-এ মজাক, ১৯৭৯-এ দো লড়কে দোনো কড়কে এবং পরে বিবি অর মকান।

১৯৯২-এ হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হিন্দি ধারাবাহিক তলাশ প্রযোজনা করেছিলেন। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন মৌসুমী। জয়ন্তর সঙ্গে মৌসুমীর দাম্পত্য পাঁচ দশকের। অভিনেত্রী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ক্লাস টেনে পড়ার সময় তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের দুই পরিবারই চেয়েছিলেন তিনি মুখোপাধ্যায় বাড়ির বউ হন। তারপরই বিয়ে হয়ে যায়। তাঁদের দুই মেয়ে মেঘা ও পায়েল। ২০১৯-এ পায়েল ডায়াবেটিসে দীর্ঘদিন ভুগে মারা যান। জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গায়ক শিবাজি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘বাবুদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ওঁর বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, তাই বাবুদাও আমাকে স্নেহ



করতেন। কারণে-অকারণে বাবুদাকে ফোন করেছি। বাবুদার গলা ভালো ছিল কিন্তু পাতলা, হেমন্তদার মতো ওই ব্যারিটোন ভয়েস ছিল না। কেন গান করনি জিজ্ঞাসা করলে বলত, আমার গলা ভালো নয়। তবে হেমন্তদার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু অনুষ্ঠান করেছিলাম, ওর বাড়িতে, ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। বাবুদা এসেছেন, গানও করেছেন। খুব সহনশীল, নরম একজন মানুষ ছিলেন।’

রামায়ণ কমিউনিস্ট ভাবধারা অনুসরণ করছে



মুকেশ খান্নার রামায়ণ নিয়ে সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই অর্থই করছে। নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ নিয়ে বারেবারে তিনি সমালোচনা করেছেন। এবার তাঁর বক্তব্য, রামায়ণ রাবণকে নিপীড়িত অসহায় দেখিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে অনুসরণ করছে। তাঁর কথায়, বামপন্থীরা বলে গরিবরা শোষিত, বিত্তবানরা শোষক। এই দুই শ্রেণির অবসান ঘটিয়ে সমাজে সাম্য আনতে হবে। ছবিতে রাবণকে শোষিত, নিপীড়িত দেখানো হয়েছে। রাবণ বলছে আমি রাজা তোমরা প্রজা। আমার কাছে যা থাকবে, তোমাদের কাছেও তাই থাকবে। বামপন্থীদের এই ন্যারেটিভ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, রাবণকে জ্ঞানী, শক্তিশালী, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ, অসহায়, রাজা হিসেবে দেখাতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা নষ্ট না হয়ে যায়। ভারতীয়দের কাছে রাবণের জীবনে অনেক সাফল্য নয়, সীতাহরণটাই কিন্তু বেশি পরিচিত। সময়ের সঙ্গে চরিত্রের এবং মূল মহাকাব্যের ব্যাখ্যা বদলাতেই পারে, কিন্তু তার জন্য রামায়ণ-এর শিকড় যে ভারতীয় বিশ্বাস, ভক্তি বা ধর্মের বন্ধন তাকে কি সৃজনশীলতার দোহাই দিয়ে ধ্বংস করা যায়? ছবিতে যাঁরা অকাতরে টাকা ঢেলেছেন তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বামপন্থার আমদানি করেছেন কিনা, সেটাও দেখা দরকার বলে তাঁর মত।

গোবিন্দা রানি একসঙ্গে



এই রানি, রানি মুখোপাধ্যায় নন, কোমল রানি স্বর্ণকর। মারাঠি এই অভিনেত্রীর সঙ্গেই গোবিন্দাকে তাঁর আগামী ছবি রূপাতে দেখা যাবে। ছবির প্রযোজকও গোবিন্দাই। অনেকদিন পর আবার তিনি অভিনয়ে ফিরছেন এবং প্রায় হাঁটুর বয়সি নায়িকার বিপরীতে। রানি তাঁর ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডলে নিজের ও গোবিন্দার বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন।

গোবিন্দা পরেছেন কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট ও ব্লেজার। রানির পরনে ল্যাভেন্ডা রঙের শাড়ি, মানানসই গয়না। নেটমহলের অনেকে অভিনন্দন জানিয়েছে, অনেকে ওঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে কথা তুলেছে। রাখি সাওয়ান্ত ছবি দেখে মন্তব্য করেছেন জোড়ি কো নজর না লগে! স্পষ্টতই ব্যঙ্গ। তাঁকেও সমালোচনা করে অনেকে বলেছেন, আপনি ওদের ফলো করছেনই বা কেন। গোবিন্দার এই প্রেম নিয়ে রাখি কিছুদিন আগে অভিনেতাকে ধুয়ে দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, এই রানির সঙ্গে গোবিন্দার প্রেম নিয়ে অভিনেতার স্ত্রী সুনীতা প্রকাশ্যে তোপ দেগেছেন বহুবার, ডিভোর্স কেসও করেছিলেন। বারবার নিজেদের ঘর ভঙার কথা বলেছেন, দায়ী করেছেন রানিকে। রানিও সুনীতাকে ছেড়ে কথা বলেননি। স্বয়ং গোবিন্দাও ঘুরিয়ে সুনীতাকে সাবধান করেছেন। ঘরের জিনিস বাইরে আনায় তিনি বলেছিলেন সুনীতার ব্রেনওয়াশ করা হচ্ছে। এখন এই ছবি দেখে আবার নতুন করে সুনীতা কি আসরে নামবেন?

ছোট্ট তারা



দিব্যাংশা সেন সেন্ট জোশেফ স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিয়ে সাবাসি কুড়োয়।



রসগোল্লার রসায়ন

রসগোল্লার উৎপত্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশার মধ্যে দীর্ঘদিনের বিতর্ক রয়েছে। বাংলার রসগোল্লার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার নবীনচন্দ্র দাসের নাম। অন্যদিকে, ওডিশায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ও নীলাদ্রি বিজয়ের সঙ্গে রসগোল্লার প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগ রয়েছে বলে দাবি।

১৪ নভেম্বর বাংলার রসগোল্লা দিবস। ২০১৭ সালের এই দিনেই 'বাংলার রসগোল্লা' জিআই স্বীকৃতি পায়। এরপর থেকেই দিনটি রসগোল্লা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

রসগোল্লা মুখে দিলেই যে নরম তুলতুলে অনুভূতি হয়, তার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ছানার মধ্যে। ভালো রসগোল্লা শুধু রেসিপি নয়, নিখুঁত কারিগরিরও পরীক্ষা।

বাগবাজারের মিষ্টি প্রস্তুতকারক নবীনচন্দ্র দাস ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর পরিচিত স্পঞ্জি রসগোল্লার রূপটি তৈরি করেন।

সাধারণত বাংলার রসগোল্লা তুলনায় বেশি স্পঞ্জি ও সাদা, আর ওডিশার রসগোল্লা কিছুটা নরম ও গাঢ় রংয়ের হতে পারে।



তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কখনও চকোলেটের আবরণ, কখনও কেশরের সুবাস, আবার কখনও কাঁচা লংকার ঝাঁঝ! এমনকি বেকড রসগোল্লাও জায়গা করে নিয়েছে মিষ্টিপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায়। একসময় যে মিষ্টির পরিচয় ছিল সাদা ছানা আর চিনির রসে, এখন তার সঙ্গেই চলছে নানা স্বাদের পরীক্ষা। শিলিগুড়ির মিষ্টির দোকানগুলিতে সেই বদলের ছবি স্পষ্ট। নতুন প্রজন্ম শুধু পুরোনো একইরকম স্বাদের মিষ্টি খেতে চায় না, চায় নতুন স্বাদ চেখে দেখতে। ছবি তুলতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতেও তারা আগ্রহী।



তবে নতুনের এই ভিড়ে পুরোনো সাদা রসগোল্লার সিংহাসন যে টলেনি, তা জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষের কথায়, 'পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা কোনও সামাজিক আয়োজনে এখনও অধিকাংশ মানুষের প্রথম পছন্দ চেনা রসগোল্লার স্বাদ। যদিও নতুন স্বাদের মিষ্টিগুলির প্রতিও তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ছে।' তাঁর দোকানে কাঁচা লংকা, কেশর ও চকোলেটের রসগোল্লা পাওয়া যায়।

সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেবার্ঘ্য বৈদ্য। তাঁর কাছে নতুন স্বাদের রসগোল্লা বেশ আকর্ষণীয়। তবে অন্য মিষ্টি যতই খাওয়া হোক, রসগোল্লা ছাড়া মিষ্টি খাওয়া যেন অসম্পূর্ণ। বেকড রসগোল্লাও তাঁর বিশেষ পছন্দের। অন্যদিকে, শান্তিপাড়ার মণি চৌধুরীর রসগোল্লার প্রতি টানটা একটু অন্যরকম। ডায়াবিটিসের কারণে পরিবারের লোকজন মিষ্টি খেতে বারণ করেন। কিন্তু মণির কথায়, শরীরচর্চা করেন মূলত রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দটুকু বজায় রাখতেই। পরিবারের সামনে না হলেও অনুষ্ঠানে গিয়ে সুযোগ পেলেই মিষ্টিমুখ করেন তিনি।

শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী স্নেহা বিশ্বাসেরও শেষ পাতে রসগোল্লা চাই-ই চাই। শরীরচর্চা করেন নিয়মিত। জিম ট্রেনার মিষ্টি কম খেতে বললেও রসগোল্লার সামনে সেই নিয়ম মানা কঠিন। বিশেষ করে শীতের নলেন গুড়ের রসগোল্লা তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

সেবক রোডের একটি মিষ্টির দোকানের কর্ণধার বিশু বনসল জানাচ্ছেন, সাধারণ রসগোল্লার পাশাপাশি স্পঞ্জ ও নলেন গুড়ের রসগোল্লারও ভালো চাহিদা রয়েছে। মহাবীরস্থানের একটি জনপ্রিয় মিষ্টির দোকানে প্রতিদিন বিক্রি হয় হাজারেরও বেশি রসগোল্লা। কর্ণধার গোপাল গুপ্তার মতে, জনপ্রিয়তার বিচারে ট্র্যাডিশনাল রসগোল্লাকে টেক্কা দেওয়া ফিউশন মিষ্টির পক্ষে এখনও কঠিন। তবে শীত পড়লে নলেন গুড়ের রসগোল্লার চাহিদা সাদা রসগোল্লাকেও ছাপিয়ে যায়।

এই রসগোল্লার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আবেগ ও পরিচয়ের ইতিহাস। ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর 'বাংলার রসগোল্লা' জিআই স্বীকৃতি পায়। সেই দিনটিকেই রাজ্যে রসগোল্লা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। যদিও পরবর্তীতে ওডিশাও নিজস্ব রসগোল্লার জন্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ, স্বাদের এই লড়াইয়ে দুই রাজ্যেরই রয়েছে নিজস্ব পরিচয়। এবার সেই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যেই শিলিগুড়িতে মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার সেবক মোড় ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে শিলিগুড়ি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে প্রায় ১৫ হাজার রসগোল্লা বিনামূল্যে খাওয়ানো হবে। নতুন স্বাদের যতই বাহার থাকুক, শেষপর্যন্ত রসগোল্লার প্রতি বাঙালির ভালোবাসাটা যে ফিকে হওয়ার নয়, এই আয়োজন যেন তারই প্রমাণ।

কারও পিঠে স্কুলের ব্যাগ, কারও পিঠে প্লাস্টিকের বোতলভর্তি বস্তা। কারও হাতে বইখাতা, কারও হাত প্রসারিত খাবারের আশায়। ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসে যখন শৈশব উদযাপনে মাতবে শহর, তখন শিলিগুড়ির অলিগলিতে দিন গুজরানের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবে একদল শিশু। ওদেরও স্বপ্ন আছে, ইচ্ছে আছে।

স্বপ্নভঙ্গের শৈশব ওদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসে স্কুলে স্কুলে নানা অনুষ্ঠান হবে। কারও হাতে উঠবে চকোলেট, কারও ভাগ্যে জুটবে কেকের প্যাকেট। কিন্তু এই চেনা ছবির বাইরে শহরের অলিগলিতে অন্য এক শৈশবের দেখা মেলে। সকাল হলেই বস্তি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওরা। বাবা-মা কাজে যান, ওদেরও শুরু হয় রোজগারের চেষ্টা।

কেউ বোতল কুড়োয়, কেউ আবর্জনা থেকে বিক্রির জিনিস খোঁজে, কেউ আবার মানুষের কাছে হাত পাতে। চেয়েচিন্তে খাবারও জুটে যায় মাঝেমধ্যে। এই বয়সে কারও কারও জীবনে জায়গা করে নিয়েছে নেশা। অথচ সেই শিশুদের কেউ বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায়, কেউ পুলিশ হতে, কেউ আবার ব্যবসায়ী। স্কুলের চৌকাঠে পা না রাখা খুদেরা ইউনিফর্ম পরে অন্যদের বিদ্যালয়ে যেতে দেখে অবাক চোখে।

শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি জংশন থেকে মহাত্মা গান্ধি মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে কিরণচন্দ্র শ্মশানের দিকে হাঁটছিল বছর আটেকের সাহিল। গায়ে অপরিচ্ছন্ন জামা, হাতে-মুখে ধুলো, এলোমেলো চুল। পিঠে সাদা বস্তার ভেতরে ভর্তি প্লাস্টিকের বোতল। জানাল, বাড়ি ফিরছে। পরদিন যে শিশু দিবস, জানা নেই সাহিলের। জানার আগ্রহও নেই। আরও অনেকের মতো ওই দিনে তার জন্য বিশেষ কিছু অপেক্ষা করে না।

বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে সাহিলের। বাড়িতে জানিয়েছে সেকথা। কিন্তু ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। ইচ্ছেপূরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক পরিস্থিতি। বোতল কুড়োতে বেরোতে হয় বলে সেই সুযোগ নেই। সেনাবাহিনীতে যেতে হলে 'লম্বা আর শক্তিশালী হতে হবে, দেশকে বাঁচাতে হবে', এটুকু জানে সে। বাড়িতে ডাল-ভাত-সবজি খেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পড়াশোনা করতে না পারলে জওয়ান হবে কীভাবে, সেই প্রশ্ন তার মনেও উঁকি দেয়।



শিলিগুড়ির পথে পথে প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে, আবর্জনা থেকে বিক্রির জিনিস খুঁজে এবং ভিক্ষা করে দিন কাটছে বহু শিশুর

অভাবের সংসারে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ না পেলেও সাহিল, রাজু, অঞ্জু ও বিট্টুর মতো শিশুদের মনে রয়েছে সেনা, পুলিশ কিংবা ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন

১৪ নভেম্বর শিশু দিবসের উৎসবের আড়ালে সামনে আসছে শিক্ষার অধিকার, শিশুশ্রম, দারিদ্র্য ও সুরক্ষিত শৈশবের অভাবের বাস্তব ছবি

বছর বারোর অঞ্জুর সকাল কাটে আবর্জনার স্তূপে জিনিস খুঁজতে। পরে সেগুলি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে হয়। বড় হয়ে কী হতে চায়, ভেবে দেখেনি। শুধু জানে, রোজ সকালে কাজে বেরোতে হবে। দাদাকে স্কুলে ভর্তি করেছে, অথচ মানা করা হয়েছে তাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলেই ফের কাজে মন দেয় অঞ্জু।

পিঠে ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাজু প্রসাদের চোখ খোঁজে পুলিশের গাড়ি। রাস্তায় পুলিশ দেখলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, মুখে হাসি ফোটে। বড় হয়ে ওই খাকি উর্দি পরতে চায়। পুলিশের গাড়িতে বসে চোর ধরতে যাওয়ার কথা বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। অথচ কোনওদিন স্কুলের গণ্ডিতে পা দেয়নি। বাবাকে বলেছিল, কিন্তু সংসারের দায়িত্বের কথা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জংশনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের কাছে হাত পাতছিল বিট্টু। কেউ পাঁচ-দশ টাকা দেন, কেউ ফিরিয়ে দেন। বাবা নেই বিট্টুর। কয়লা ডিপোর কাছে মায়ের সঙ্গে থাকে। শিশু দিবসের কথা শুনে মাথা চুলকে তার প্রশ্ন, কিছু টাকা দেওয়া যাবে কি না! সকালে বাসি রুটি খেয়েছে। টাকা পেলে খাবার কিনবে। দোকান থেকে খাবার কেনার সময় দোকানটিকেই তার সুখের জায়গা বলে মনে হয়। বড় কোনও স্বপ্নের কথা বলতে না পারলেও একটি দোকান খোলার ইচ্ছে রয়েছে। তাহলে খাবারের চিন্তা থাকবে না, রোজ সেখান থেকেই খেতে পারবে।

শিশু দিবসের ক্যালেন্ডার ওদের দৈনন্দিন জীবনে কোনও বদল আনে না। অন্য শিশুরা যখন বাড়তি আদর আর উপহারে দিনটি কাটাবে, তখনও ওদের কারও হাত ঢুকবে আবর্জনার স্তূপে, কেউ পেতে থাকবে সাহায্যের আশায়। শৈশবের স্বপ্ন আছে, কিন্তু সেই স্বপ্ন ছুঁতে প্রয়োজনীয় সুযোগটুকুই অধরা থেকে গিয়েছে বিট্টু-অঞ্জুদের।



নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ওভারব্রিজে অপেক্ষারত যাত্রীরা। শুক্রবার।

মামলার হুমকি সিপিএমের

ভোট পিছিয়ে যাওয়ার শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কলকাতা ও হাওড়ার পর কি এবার শিলিগুড়ি? ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বিতর্কে আইনি জটিলতায় এখানেও কি অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যাবে পুরভোট? ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে এমনই প্রশ্ন উঠছে উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরের রাজনৈতিক মহলে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বিরোধীদের মধ্যে যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তাতে ভোট পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

কলকাতা ও হাওড়ার পথে হেঁটে শিলিগুড়িতেও ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে (৪৭ ভেঙে ৬৩)। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সহ গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, সঠিক নিয়মে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হয়নি। পুনর্বিন্যাসে ওয়ার্ড বাড়ার পরেও কোনও ওয়ার্ডে ভোটার দুই হাজারের কাছাকাছি, কোথাও আবার আট থেকে এগারো হাজার। যেমন, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২,১০০, ১২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ২,৩০০, আবার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার রয়েছেন ১০,৫০০ জন। ৩৫, ৩৬, ৩৯-এর মতো ওয়ার্ডগুলিতে ১০-১১ হাজার ভোটার রয়েছেন। অথচ পুনর্বিন্যাসে এই ওয়ার্ডগুলি ভাঙা হয়নি।

বিরোধীদের দাবি, এভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হয় না। কেননা, এর ফলে ওয়ার্ডের নাগরিকরা বঞ্চিত হবেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটা ওয়ার্ডের উন্নয়নে সমপরিমাণ অর্থবরাদ্দ হবে। তাহলে কম জনসংখ্যার ওয়ার্ডগুলি ভালো পরিষেবা পেলেও বেশি জনসংখ্যার ওয়ার্ডগুলি তা পাবে না। নির্ধারিত সময় আগামী ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়িতে পুরভোট হওয়ার কথা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিলিগুড়িতে এসে সে কথা জানিয়েও গিয়েছেন। আদালতে মামলার জেরে কলকাতা, হাওড়ায় নির্বাচন স্থগিত হয়ে গিয়েছে। আদালতের জট কাটিয়ে পুরভোট না হওয়া পর্যন্ত ওই দুটি পুরনিগমে রাজ্য সরকার কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করে নাগরিক পরিষেবা দেবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিলিগুড়ি নিয়েও জল্পনা বাড়ছে।

বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মনমর্জিমাফিক রাজ্য সরকার পুরনিগমগুলিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করেছে। শিলিগুড়িতেও একই কাণ্ড ঘটেছে। এখানেও সঠিক পদ্ধতিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হয়নি। এখানেও মামলা হবে। সঠিক পুনর্বিন্যাস চেয়ে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব।' বাম নেতৃত্বের একাংশ মনে করছে, রাজ্য সরকার ছক কষেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করেছে, যাতে বিরোধীরা মামলা করে এবং সেই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দলের লোকজনকে দিয়ে পুরনিগম চালানো যায়।

কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিকের বক্তব্য, 'অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আগামী পদক্ষেপ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছি।' ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মানছে না মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসও। দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলেছেন, 'আগামী পদক্ষেপ নিয়ে দলে আলোচনা চলছে।' শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক ও মন্ত্রী শংকর ঘোষ অবশ্য বলেছেন, 'সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিলিগুড়িতে আসন পুনর্বিন্যাস হচ্ছে। আমরাও চাই সঠিক সময়ে নির্বাচন হোক। অযথা বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে পুরভোট যাতে সময়মতো হয়, সেটা সবারই দেখা উচিত।'

'সব উৎসবে গান বাজুক স্টেশনে'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ছটপুজোকে কেন্দ্র করে শহরের রেলস্টেশনগুলিতে বাজছে এই উৎসবের গান। তবে সেই গান ঘিরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে বিতর্ক ও তর্জা। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি জংশন ও শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলল। কারও মুখে বেশ হাসি, কারও মুখ ভার।

কারও মতে, উৎসবের আবহ স্টেশনে ছড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ ভালো। ছটপুজো দিয়ে শুরু হলেও এবার থেকে প্রতিটি উৎসবের সময় সংশ্লিষ্ট গান বাজানো হোক, এমন দাবিও উঠেছে। আবার কেউ মনে করছেন, বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেই এমন আয়োজন করা যেত। মহালয়ার দিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে উচ্চারিত শ্লোকও স্টেশনে প্রচার করা যেত বলে তাঁদের মত।

শুক্রবার বেলার দিকে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে তখন মাইকে বাজছিল 'কেলওয়া কে পাত পার'। বন্দে ভারত ট্রেন ধরার অপেক্ষায় ছিলেন বিপাশা রায় ও তনুশ্রী রায়। গান শুনে কেমন লাগছে, জানতে চাইলে বিপাশা বললেন, 'শুনতে বেশ ভালোই লাগছে। নতুন ট্রেন্ড হল ঠিক রয়েছে। তবে জগদ্ধাত্রীপুজোকে তো এবারে স্টেট ফেস্টিভাল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই জগদ্ধাত্রীপুজো সংক্রান্ত কিছু গান কিংবা ওই পুজো সংক্রান্ত সংস্কৃত শ্লোকও সঙ্গে চললে বেশ ভালো লাগত।'

রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসছিলেন গুরুংবস্তির বাসিন্দা অস্মিতা রায়। গান কানে যেতেই গুনগুনিয়ে ওঠেন তিনি। অস্মিতা বলেন, 'ছটপুজো রাজ্যের অন্য জায়গায় কতটা হয় জানি না। তবে আমরা শিলিগুড়িবাসীদের ছটপুজো একটা বড় পার্বণ। রেলস্টেশনে গানগুলো শুনতে আরও ভালো লাগছে।'

তবে সবার মত এক নয়।

ঠিক চারদিন আগেই কালীপুজো কেটেছে। রবীন দাস নিয়মিত শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন দিয়ে ইন্টারসিটিতে যাতায়াত করেন। তাঁর কথায়, 'পুজোর মধ্যে কোনও ভেদভাব থাকে না। বিশেষ করে শিলিগুড়িতে তো একদমই না। তবে কিছুদিন আগেই শহরজুড়ে যখন শ্যামাসংগীত বাজছিল, তখন রেলস্টেশনে ঢুকেই ছটপুজোর গান ঠিক মানাচ্ছিল না। সেসময়ও রেলস্টেশনগুলোতে শ্যামাসংগীত বাজানোই যেত।'

শিলিগুড়ির আশিঘরের মেয়ে সরস্বতী রায়ের কথায়, 'শ্যামাসংগীতের আলাদা জায়গা রয়েছে। বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোরও একাধিক গান রয়েছে। সেসবও তো চালানো যেত।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের মধ্যেই চন্দননগর ও সংলগ্ন স্টেশনগুলিতে জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে মাইকে সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ প্রচার শুরু হয়েছে। স্টেশনে গান বাজানো নিয়ে মতভেদ থাকলেও যাত্রীদের বক্তব্যে উৎসবের সাংস্কৃতিক উপস্থিতির প্রশ্নটি উঠে এসেছে। কেউ একটি উৎসবের গান শুনে খুশি, কেউ আবার সব উৎসবের গান ও ঐতিহ্যকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন। অন্যদিকে, প্রতিটি উৎসবেই সংশ্লিষ্ট উৎসবের গান বাজানোর পক্ষে যাত্রীদের একাংশ। সুনীতা সরকারের কথায়, 'তাহলে স্টেশনের পরিবেশটাও অন্যরকম লাগবে।' রেলের কোনও আধিকারিক এ বিষয়ে অবশ্য মন্তব্য করতে চাননি।

রংদার রোববার



বাতিক

কেউ পুরোনো সিগারেটের প্যাকেট আগলে রাখেন, কেউ পরিবারের বহু প্রজন্মের স্মৃতি জড়ানো হুঁকো, পালঙ্ক কিংবা আসবাব। বহু জায়গাতেই হারিয়ে যেতে বসেছেন সেই সব কারিগর, যাঁদের হাতে সচল হয়ে উঠত পুরোনো রেডিও, গ্রামোফোন বা টেলিফোন। এই বিচিত্র সংগ্রহ, তার পিছনের মানুষের টান, পারিবারিক উত্তরাধিকার আর নিঃশব্দে হারিয়ে যাওয়া পেশার গল্প মনে দাগ রেখে যায়। সময় বদলেছে, বদলেছে অনেক কিছুই। তবু কিছু মানুষ যত্নে রেখে দিয়েছেন অতীতের চিহ্ন, আর কিছু মানুষ চেষ্টা করছেন সেই স্মৃতিকে সচল রাখার।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনুরাধা কুণ্ডা, শুভময় সরকার ও বিবেকানন্দ বসাক
রম্যরচনা উত্তরায়ণ দেব
ছোটগল্প ছন্দা বিশ্বাস
অণুগল্প মহুয়া রুদ্র ও দেবাশিস তেওয়ারী
কবিতা ব্রততী দাস, দীপশিখা সরকার,
আশুতোষ সরকার, নীল দাশগুপ্ত ও প্রাঞ্জল রায়

পৃথিবীর পাঠশালা

মানুষের মতো কোয়ালার আঙুল



অস্ট্রেলিয়ার গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো খুব শান্ত প্রাণী হল কোয়ালা। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এদের আঙুলের ছাপ মানুষের আঙুলের ছাপের সঙ্গে একদম হুবহু মিলে যায়। এমনকি আধুনিক যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করলেও এদের আঙুলের ছাপের সূক্ষ্ম রেখা আর মানুষের ছাপের মধ্যে পার্থক্য বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিবর্তনের নিয়মেই গাছের ডাল শক্ত করে ধরার জন্য এদের আঙুলে মানুষের মতো এমন নিখুঁত খাঁজ তৈরি হয়েছে।



পিরামিড ও আইফোনের সময়কাল

প্রাচীন মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার সময়কাল হিসাব করলে এক মজার তথ্য জানা যায়। গিজার বিশাল পিরামিড তৈরি হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে, আর ক্লিওপেট্রা বেঁচে ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব তিরিশ সালের দিকে। অন্যদিকে, আমাদের আধুনিক আইফোন তৈরি হয় দুই হাজার সাত সালে। অর্থাৎ, পিরামিড তৈরি হওয়ার সময়ের চেয়ে ক্লিওপেট্রা আধুনিক যুগের স্মার্টফোন আবিষ্কারের সময়ের অনেক বেশি কাছাকাছি ছিলেন। ইতিহাসের এই হিসাবটা সত্যিই বেশ চমকপ্রদ।



শিকার গোনে মাংসাশী গাছ

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ নামের মাংসাশী গাছ পোকা ধরার সময় রীতিমতো অঙ্কের হিসাব কষে কাজ করে। এদের পাতার ওপর পোকা বসামাত্রই কিন্তু এরা পাতা বন্ধ করে না। পোকাটি যখন এদের পাতার সূক্ষ্ম রোমগুলোকে পরপর দু'বার স্পর্শ করে, ঠিক তখনই এরা নিজেদের পাতা শক্ত করে বন্ধ করে দেয়। শিকার সত্যি সত্যি আটকেছে কি না, তা নিশ্চিত হতেই এরা এই অবাক করা গোনার পদ্ধতি ব্যবহার করে।

অক্টোপাসের নীল রক্ত

অক্টোপাসের শরীরের গঠন আর বেঁচে থাকার কায়দা পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর চেয়ে একেবারে আলাদা। এদের শরীরে একটা বা দুটো নয়, মোট তিনটে আলাদা হৃৎপিণ্ড থাকে। এর মধ্যে দুটি হৃৎপিণ্ড ফুলকায় রক্ত পাঠায় আর একটি সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, এদের রক্তের রং মানুষের মতো লাল নয়, হয় একদম নীল। এদের রক্তে লোহার বদলে তামা থাকে বলেই রক্ত এমন উজ্জ্বল নীল রং ধারণ করে।



বিজেপি নেতারা

প্রথম পাতার পর

জনপ্রতিনিধি ও দলের নেতাদের খবরদারি নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের ওপর রীতিমতো হম্বিতম্বি করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতাদেরও। বিজেপি যেন সেই পথে হেঁটে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল— এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ। তৃণমূল নেতা আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, 'ওরা যেটা ভালো মনে করেছে, সেটাই করেছে। এই নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। জনগণ এর বিচার করবে।' তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'রাজ্যে যে-ই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তাদের সাংবিধানিক নিয়ম মেনে চলা উচিত।'

বিয়ের চাপ

প্রথম পাতার পর

বিয়ে নিয়ে পরিবারের অবস্থান কী হবে, সেসবের চেয়েও এখন তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে পরীক্ষার প্রস্তুতি। মেয়েটির মনের জোরের প্রশংসা করে সমাজকর্মী সুরজ দাস বলেন, 'সে নিজে যখন পড়াশোনা করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চাইছে, তখন তার সেই স্বপ্নকে সম্মান করা দরকার। জোর করে বিয়ের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে তার মানসিক ও ভবিষ্যৎ জীবন- দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।'

খেয়েছে বাঘিনী

প্রথম পাতার পর

বাঘিনী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিল, সেটা আগে জানা যায়নি।

অন্যদিকে, বক্সায় দ্বিতীয় বাঘ আনার প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত হচ্ছে। বাঘিনীর সঙ্গী হিসেবে বক্সায় আরেকটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আনার কথা ছিল। আগেই জানানো হয়েছিল, বর্তমানে যে বাঘিনী রয়েছে সে কোনও জায়গায় স্থায়ী বসবাস শুরু না করলে নতুন করে বাঘ আনায় সমস্যা হবে। এনটিসিএ-র দলও এদিন ফিল্ড ভিজিট করে সেই বিষয়টিতে সিলমোহর দিয়েছে।

বর্তমানে বক্সায় ২৫ মাইল এলাকায় যে এনক্লোজার রয়েছে, সেটার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ছিল আগেও। এদিনও সেটা নজরে এসেছে। এনক্লোজারের বিভিন্ন জায়গায় ফাঁক রয়েছে। সেজন্য নতুন এনক্লোজার তৈরি করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সেই কাজগুলো দ্রুত হলে বাঘ আনার প্রক্রিয়া আবার শুরু হবে। রাজ্যের বনমন্ত্রী এদিন দুপুরে বলেন, 'বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল কি না সেটা আমরা এখনও জানি না। কেন্দ্রীয় টিম তদন্ত করছে। যদি সত্যিই বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা থাকে এবং তার গর্ভপাত হয়, তবে সেটা না জানা ভুল নয়, পাপ হয়েছে বলেই মনে করি।'

কুণালের ঐক্যের ডাকে সাড়া নেই

রাজনীতি ছাপিয়ে প্রিয়-আবেগ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের মাটির সন্তান প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে ঘিরে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। তাঁকে স্মরণ করতে এক মঞ্চে মিলিত হলেন বিমান বসু থেকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, কুণাল ঘোষরা। উদ্যোগটা কংগ্রেসের হলেও আয়োজন করেছিল গণসংস্কৃতি পরিষদ নামে একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। সেই কারণে একদা জাতীয় রাজনীতির বর্ণময় চরিত্র প্রিয়রঞ্জনের মূর্তি প্রতিষ্ঠার মঞ্চে কুণাল ভোট রাজনীতির কথা তুলতেই আপত্তি জানায় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দাশমুন্সির ৮১তম জন্মদিনে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল কলকাতার বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ অঞ্চলে। তবে প্রিয়-জায়া দীপা বা তাঁদের ছেলে মিছিল, অনুষ্ঠানে না থাকায় তা নিয়ে জল্পনা হয়। হোক না কলকাতায় অনুষ্ঠান, ঘরের ছেলের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় আবেগ কম নয় উত্তরবঙ্গেরও। বেনজির ঐক্যের এই অনুষ্ঠানে তাল কাটে মমতাপন্থী তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের কথায়।

তিনি বলেন, 'রাজ্যের এই ভয়ংকর অবস্থায় আলাদা আলাদাভাবে ভাবলে চলবে কী করে! সবাই বলবে আমরা একা লড়াইয়ের পক্ষে, আর একটা সাম্প্রদায়িক দল ভোট লুট করে চলে যাবে। একসঙ্গে মিলে এদের ঠেকাতে হবে। দেশের আত্মা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটা আকচা-আকচির সময় নয়।' যদিও বক্তৃতার মাঝেই কুণালের বক্তব্যকে ব্যক্তিগত বলে ব্যাখ্যা দেয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'আমরা আমাদের



মতো করে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে নামব। অন্যরা তাদের পতাকা নিয়ে নামবে। যারা বিজেপিকে পছন্দ করে না, তারা সাদা পতাকা নিয়ে আসবে। নির্বাচনে জোট হবে কি না, তার চেয়ে বড় কথা মানুষকে বাঁচাতে একসঙ্গে আসতে হবে।' দাশমুন্সির উত্তরবঙ্গের প্রতি দায়বদ্ধতা ও তাঁর প্রতি উত্তরবঙ্গের আবেগ প্রতিফলিত হয় তাঁর ভাষণে।

শুভঙ্কর বলেন, 'তিনি একটি প্রত্যন্ত স্থান থেকে উঠে এসে ছাত্র-যুব আন্দোলনের হাত ধরে সর্বভারতীয় নেতা হয়েছেন।' শুক্রবারের অনুষ্ঠানে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের মদন মিত্র, মমতা-তৃণমূলের অশোক দেব, এমনকি এনসিপিআই সাংসদ প্রসূন মৈত্র প্রমুখ ছিলেন। কুণাল বিরোধী সব দলকে বিজেপি বিরোধিতায় একজোট হতে বললেও মমতা-তৃণমূলের সঙ্গে এক পংক্তিতে থাকতে নারাজ সিপিএম।

তবে কংগ্রেসের জন্য জোটের দরজা খোলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। আরেক সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতে, 'বিজেপি ও বিজেপির সহযোগী দক্ষিণপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তৃণমূল এই লড়াই করতে চাইলে তাদের অতীতের ভুল স্বীকার করতে হবে।'

তবে বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, 'আমরা চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীররঞ্জন চৌধুরী, মহম্মদ সেলিমরা একটি মহামিছিলে পাশাপাশি হাঁটুন। গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী প্রয়োজন। তবে ওঁরা প্রত্যাখ্যাত শক্তি।'

'ছুটি ছুটি করে রাজ্য শীতঘুমে'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : সরকারি কর্মীদের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। সময়ে কাজ না করলে শোকজ করা হবে বলে বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছুটি সংস্কৃতি নিয়ে বিষোদ্গার করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ছুটির বহরে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও এজন্য পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর ভাষায়, 'ছুটি ছুটি করে গোটা রাজ্যটা শীতঘুমে চলে গিয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে স্পষ্ট, সরকারি দপ্তরে এত ছুটি তাঁর নাপসন্দ। পুজোর ছুটি শেষে শুক্রবারই সরকারি দপ্তর, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। টানা ছুটিতে কাজের ক্ষতি হয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মানসিকতা জেনে মনে করা হচ্ছে, আগামী বছর থেকে সরকারি দপ্তর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এত ছুটি আর থাকবে না। পরের বছরের ছুটির ক্যালেন্ডার ডিসেম্বরে তৈরি হয়ে যায়। তৈরি করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের।

সেই কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বলে শুভেন্দু শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন। চলতি বছরে সরকারি দপ্তরে ছুটির সংখ্যা ছিল ৫০। নবান্ন সূত্রে খবর, ২০২৭-এর জন্য অর্থ দপ্তর ৪৫ দিন ছুটির একটি তালিকা তৈরি করেছিল। কিন্তু সরকারের শীর্ষস্তরের আপত্তি থাকায় সেই ছুটি আরও কমে ৪০ দিন হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

আগের কোন কোন ছুটিতে কোপ পড়বে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে বাড়তি ও প্রশাসনের ভাষায় 'অবান্তর ও অযৌক্তিক' ছুটিগুলি বাদ যেতে পারে। তবে এখনও এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, বেশি ছুটি বা টানা ছুটির কারণে সরকারি কাজে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কোনও কোনও কাজ আটকে থাকছে বা বিঘ্ন ঘটছে।

তার ওপর কর্মীদের একাংশের গয়ংগচ্ছ মনোভাব কর্মসংস্কৃতির ক্ষতি করছে। সেজন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার বিজ্ঞপ্তি বৃহস্পতিবারই দিয়েছেন খোদ মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল।

এখন ছুটিতে রাশ টানতে মরিয়া খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এই বেলাগাম ছুটি সংস্কৃতির জন্য অবশ্য তিনি সরাসরি তৃণমূল জমানাকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, 'আগের সরকার মনে করত ডিএ দেব না, পে কমিশন করব না। কাজ কম করতে হবে, কম ফাইল জমা পড়বে।' এই সংস্কৃতির যে তিনি বদল চান, তা বারবার বুঝিয়েছেন

শুভেন্দুর কটাক্ষ

শুভেন্দু। পুজোর লম্বা ছুটির পর শুক্রবার মাত্র একদিনের জন্য সরকারি অফিসের দরজা খুলেছিল। শনিবার থেকে ফের ছুটি শুরু হয়ে খুলবে ১৭ নভেম্বর। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নবান্নের সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই শুভেন্দু বলেন, 'লম্বা ছুটির পর একদিনের জন্য নবান্নে এসেছি। আবার আগামীকাল থেকে ক'দিনের ছুটি। ছুটি ছুটি করে রাজ্যটা ছুটির রাজ্যে চলে গিয়েছে।'

তাঁর কটাক্ষ, ছুটি থাকলে কর্মচারীদের যেমন প্রাপ্য মেটানোর দায় থাকে না, তেমন দপ্তরে এসে কাজ করার বা ফাইল নড়ানোর তাগিদ থাকে না।

লাউয়ের খোঁজে বাজারে হাহাকার

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ছটপুজোর আগে নাহায় খায় পর্বকে ঘিরে শিলিগুড়ির বাজারে লাউয়ের চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই শহরের বিভিন্ন বাজারে লাউ কিনতে ভিড় জমান ছটব্রতীরা। শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর গড়াতেই কয়েকটি বাজারে লাউ প্রায় উধাও হয়ে যায়। কোথাও অল্প কিছু লাউ মিললেও দাম ওঠে ৭০ থেকে ৮০ টাকায়। কয়েকটি দোকানে সেই দাম ১০০ টাকাতেও পৌঁছায়। এই বাড়তি চাহিদা সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত জোগান ছিল না। ফলে একাধিক বাজারে ক্রেতাদের হাতে লাউ তুলে দেওয়ার মতো মজুত ফুরিয়ে যায়। সাধারণ দিনের তুলনায় ছটের আগে লাউ কেনার চাপ যে অনেক বেশি, বাজারের ছবিতেই তা স্পষ্ট।

ছটপুজোর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নাহায় খায়। এই দিনে স্নান করে শুদ্ধাচার মেনে বাড়িতে লাউ দিয়ে রান্না করা পদ সহ নিরামিষ খাবার খান ছটব্রতীরা। সেই খাবারের অন্যতম উপাদান লাউ। তাই প্রতি বছরই নাহায় খায়-এর আগে এই সবজির চাহিদা বাড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুক্রবার গেটবাজার, জলপাই মোড় ও ঝংকার মোড় বাজারে লাউয়ের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। দু'-একটি দোকান ছাড়া অধিকাংশ সবজির দোকানেই লাউ শেষ হয়ে যায়। গেটবাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'বৃহস্পতিবার ১০০ টাকা পর্যন্ত লাউ বিক্রি হয়েছে। সব দোকানে লাউ শেষ। একটি দোকানে কিছু লাউ বিক্রি হয়েছে।'

সাধারণত বাজারে ৩০ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে লাউ বিক্রি হয়। তবে ছটপুজোর চাহিদায় দাম বেড়েছে। টিকিয়াপাড়ার সবজি ব্যবসায়ী সন্তোষ সিংহ বলেন, 'চাহিদা অনুযায়ী জোগান গতকাল কম ছিল। তাই লাউয়ের দাম বেড়ে গিয়েছিল। তবে ছটপুজোর পর থেকে দাম কমে যাবে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়িতে লাউয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।' টিকিয়াপাড়া বাজারের কয়েকটি দোকানে লাউ মিললেও চড়া দামেই কিনতে হয়েছে। এক ব্যবসায়ী জানান, এই সময়ে সাধারণত লাউয়ের দাম বাড়ে। তবে নাহায় খায় উপলক্ষ্যে চাহিদা কয়েকগুন বেড়ে যাওয়ায় জোগানে টান পড়েছে। রাজগঞ্জ, রাঙ্গাপানি ও হলদিবাড়ি থেকে মূলত শিলিগুড়িতে লাউ আসে। ফলে অবশিষ্ট লাউ ৭০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে।

জলপাই মোড়ের এক সবজি ব্যবসায়ী বলেন, 'এই এলাকার মানুষরা ছটপুজো বেশি করে থাকেন। সেই কারণে এই এলাকার বাজারে লাউয়ের চাহিদা বেশি ছিল।' ব্যবসায়ীদের দাবি, অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবার বহু মানুষ লাউ কিনতে বাজারে এসেছিলেন।

ভূগর্ভস্থ কেবলের তারে আগুনে আতঙ্ক শহরে

প্রথম পাতার পর

আবর্জনার স্তূপে জ্বলে ওঠা আগুন বিদ্যুতের তারের ওপরের পাইপ গলিয়ে ভেতরের তারে লেগে গিয়েছিল। বিদ্যুতের তারের বেশ কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিদ্যুতের কেবলের তার মোটা পাইপের ভেতর থাকে। তা ছাড়া পুরো পাইপ মাটির নীচে থাকে। তাই সহজে পাইপে আগুন লাগার কথা নয়। গোটা ঘটনায় কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করছেন নাগরিকরা। শহরের বাসিন্দা বিদ্যুৎ কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্তা প্রদীপ কুণ্ডুর কথায়, 'আশপাশে ট্রান্সফর্মার থাকলে মাটির ভেতর থেকে ওপরের দিকে এই তার ওঠাতে হয়। সেক্ষেত্রে 'ডেঞ্জার' চিহ্নিত বোর্ড লাগাতে হয়। এক্ষেত্রে সেই সংক্রান্ত কোনও বোর্ড না থাকার মানে গাফিলতি রয়েছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষেরও গাফিলতি রয়েছে। যেখান দিয়ে এই তার যাচ্ছে, সেখানে কী করণীয় নয় তা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।'

শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ কোম্পানির উদ্যোগে এই কাজ হয়েছিল। কিছু জায়গায় ফিনিশিংয়ের কাজ বাকি ছিল। পুর বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসার পর পরবর্তীতে কী হয়েছে জানা নেই। এব্যাপারে কোঅর্ডিনেশন মিটিং করা প্রয়োজন। সবাইকে এব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।'

অসম কলোনিতে আগুন লাগার অংশে একটি কালভার্ট রয়েছে। সেই কালভার্টের নীচ দিয়েই গিয়েছে ভূগর্ভস্থ তার। কালভার্টের মুখেই রয়েছে সরবালার বাড়ি। সেখানেই জমে থাকে আবর্জনা। সরবালার দাবি, 'এর আগেও আমি একাধিকবার আবর্জনায় আগুন লাগিয়েছি। তবে এমনটা হবে ভাবতে পারিনি।' এদিন আগুন লাগার পর সেটা হঠাৎ করেই কালভার্টের নীচে ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তা দিয়ে চলার পথে হঠাৎ করেই স্থানীয়রা ড্রেনের নীচ থেকে আগুন বেরোতে দেখে চমকে ওঠেন।

এদিকে, কয়েক মিনিটের মধ্যে আগুন কালভার্টের নীচ দিয়ে উলটো দিকের ড্রেন ধরে এগোতে থাকলে এলাকায় উত্তেজনা বেড়ে যায়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ ও দমকলকে। চলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপর ট্রান্সফর্মার বন্ধ করে ড্রেনের ওপর থাকা স্ল্যাবগুলো একে একে ভেঙে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চলে।

শিকড় আরবে

প্রথম পাতার পর

যাঁরা জুয়া খেলতেন, তাঁদের কাছ থেকে নগদ টাকা নিয়ে ওই ওয়েবসাইটে পয়েন্ট হিসেবে জমা করা হত। জুয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের কমিশন জমা হত। সেই কমিশনের বড় অংশই পৌঁছে যেত আরবে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর তুফানগঞ্জের জোড়াই থেকে রাকেশ দাস ও রানা দাস এবং ঘুঘুমারি থেকে ভাস্কর দেব ও দেবকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে নগদ ৩৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার জোড়াই থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সুব্রত তালুকদারকে। তাঁদের কোটি কোটি টাকার লেনদেনের হদিস মিলেছে। প্রায় দশ বছর ধরে তাঁরা এই কারবারে জড়িত বলে পুলিশের দাবি। শুক্রবার ধৃত সুব্রতকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে তাঁকে ছ'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। কোচবিহারে ধৃতদের সঙ্গে বিদেশি যোগ কীভাবে? পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বেটিং চলত, সেটি আবু ধাবিতে তৈরি করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরের একটি সংস্থাকে দিয়ে ওয়েবসাইটটি তৈরি করানো হয়েছিল। সেখানে ক্রেডিট ও মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে তার বিল মিটিয়েছিলেন কোচবিহারের এজেন্টরা। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হওয়ায় সব মিলিয়ে তাঁরা কত টাকার কারবার চালিয়েছেন এবং কত টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ধৃতদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করেছেন সাইবার থানার আধিকারিকরা। লেনদেন সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে আবু ধাবির তিনটি ব্যাংকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনলাইন বেটিংয়ের এই জাল থেকে কোচবিহারকে দূরে রাখতে পুলিশ কতটা সদর্থক ভূমিকা নেয়, এখন সেটাই দেখার।

তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

আর টাকা দিতে হয় না। যদিও বাস্তবে চিত্রটা উলটো। পার্কিং জোনের ভিতরে অস্থায়ী ছাউনি বানিয়ে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এনজেপি ট্যাক্সি হেল্পার ইউনিটে নির্দিষ্ট অঙ্ক জমা না করলে পরবর্তীতে সেখানে গাড়ি দাঁড় করানো প্রায় অসম্ভব বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ওই সিন্ডিকেটের সদস্যরা সিকিম সহ প্রতিটি স্থানীয় গাড়ির গতিবিধির ওপর নজরদারি চালান। খাতায় কলমে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, কোন গাড়ি কখন যাত্রী নিয়ে পার্কিং জোন ছেড়ে রওনা হল। তার ওপর ভিত্তি করেই তোলা আদায়ের রমরমা কারবার চলছে। স্থানীয় গাড়িচালক গৌতম দাস বলেন, 'কোনও জোরজুলুম নেই। চা পানের জন্য ৩০-৫০ টাকা নেওয়া হয়। তার বিনিময়ে সিন্ডিকেটের লোকরা মাঝেমধ্যে আমাদের প্যাসেঞ্জার এনে দেয়।' সিকিম নম্বরের গাড়ির চালক প্রেম রাই বলেন, 'এনজেপির পার্কিংয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী তোলা হলেই ২০০ টাকা সিন্ডিকেটে জমা দিতে হয়। এছাড়াও সিন্ডিকেটের তরফে প্যাসেঞ্জার খুঁজে দেওয়া হলে আলাদা করে কমিশন দিতে হয়। এসব বন্ধ হলেই ভালো।'

এনজেপি ট্যাক্সি হেল্পার ইউনিটের সভাপতি উত্তম কর্মকার বলেন, 'স্থানীয় গাড়িচালকদের থেকে এক টাকাও নেওয়া হয় না। তবে সিকিমের গাড়িগুলিকে আমাদের তরফে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, সিকিমে এখানকার স্থানীয় গাড়িগুলি থেকে ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে এখানেও সিকিমের গাড়িগুলি থেকে একইভাবে টাকা নেওয়া হয়।'

বাঘিনীকে নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি

টাইগার রিইন্ট্রোডাকশনে নতুন গাইডলাইনের ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর : এক বাঘিনীকে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। পুরো প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি থেকে পোস্ট অপারেশন মনিটরিং-সবেতেই যুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা ও শীর্ষ বনকর্তারা। তা সত্ত্বেও বক্সার বাঘিনী বিটিআরটিএফ-১'এর এমন দুরবস্থার দায় কার? এর স্পষ্ট উত্তর নেই কারও কাছেই। বরং এক পক্ষ আরেক পক্ষের দিকে আঙুল তুলছে, নানা সাফাই দিচ্ছে। ফলে কোথায় গলদ ছিল এবং আছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে।

বিহার থেকে বক্সা যাত্রার প্রায় দেড় মাস নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে বাঘিনী। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য বক্সার জঙ্গলে তার অবস্থা অনেকটাই স্বাভাবিক। বক্সার জঙ্গলের উত্তর থেকে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে আসছে সে। শুক্রবার রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বাঘিনীর একটি ছবিও প্রকাশ করেন। সেটা বৃহস্পতিবার ভোরে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

রাজ্য বন দপ্তর স্পষ্ট জানাচ্ছে, বাঘিনীকে বক্সায় আনা ও তার স্থায়ী আস্তানা তৈরি নিয়ে যা পদক্ষেপ করা হয়েছে সবটাই কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) গাইডলাইন অনুযায়ী। রাজ্যের বনমন্ত্রীর কথায়, 'বাঘিনীকে বিহার থেকে বক্সায় আনা পর্যন্ত এনটিসিএ যে গাইডলাইন দিয়েছে সেটাই মানা হয়েছে। গাইডলাইনের বাইরে কিছু করা হয়নি।'



গোটা দেশের বাঘের ক্ষেত্রে ওই সংস্থাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের তৈরি করা নিয়ম মেনেই বিভিন্ন কাজ হয়। অন্যদিকে, ওই সংস্থার কর্তাদের মতে, বক্সায় টাইগার রিইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কিছু ফাঁকফোকর ছিল। তার জন্য রাজ্য বনকর্তাদের অনভিজ্ঞতা কিছুটা দায়ী। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন গাইডলাইন তৈরির ভাবনাও করা হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট সঞ্জয় কুমার বলেছেন, 'কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে যে ভালো দিক বা খারাপ দিকগুলো উঠে আসে সেগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া হয়। বক্সায় যা যা হয়েছে সেগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া হবে।'

নতুন গাইডলাইন তৈরির ভাবনা থাকলেও টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন নিয়ে ওই সংস্থার নির্দিষ্ট যে গাইডলাইন রয়েছে, সেসব অক্ষরে অক্ষরে মানা হলে এমন সমস্যা হত কি না, সেই নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ওই শীর্ষ কর্তা আবার জানাচ্ছেন, 'এই রাজ্যে প্রথম টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন হয়েছে। সেই কারণে এখানকার বন দপ্তরের আধিকারিকদের অনেকেরই এই নিয়ে অভিজ্ঞতা কম।'

এনটিসিএ রাজ্যের বনকর্তাদের উপর কিছুটা দায় চাপিয়ে দিলেও তাঁরা পালটা জানাচ্ছেন, তাঁদের কাজের উপর সব সময় নজরদারি ছিল এনটিসিএ-র। বিভিন্ন সময় রিপোর্ট দিতে হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হয়েছে।

বক্সায় টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন পরিকল্পনা হতেই এনটিসিএ-র অনুমতি নিয়ে রাজ্য সরকার ও বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করে।

সেই সঙ্গে অন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাকেও যুক্ত করা হয়। সেই থেকে পুরো প্রক্রিয়ায় নজরদারি করার বড় দায়িত্ব ছিল ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কর্তাদের। সংস্থার বিজ্ঞানী, পশু চিকিৎসকরা বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। এখনও বাঘের উপর নজরদারি চালাচ্ছে ওই সংস্থা। এছাড়াও গ্লোবাল টাইগার ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স-এর মতো সংস্থাগুলোরও নজরদারি ছিল। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, এত নজরদারির পরও বাঘিনীর ক্ষেত্রে এত সমস্যা কেন হল?

যেসব প্রশ্ন নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে তা হল, বাল্মীকিতে প্রথম ধরার পর বাঘিনীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা ঠিকমতো হয়েছিল কি না? তাকে রেডিও কলার ঠিকমতো পরানো হলে তা খুলে গেল কীভাবে? সেটার দায় কার? বাঘিনীকে অসমে ট্রাঙ্কুলাইজ করার পরেও কেন বোঝা গেল না, সে অন্তঃসত্ত্বা বা তার গর্ভপাত হয়েছে? বক্সায় ফিরিয়ে আনার পর তার যথাযথ স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয়েছিল কি? বক্সার এনক্লোজার থেকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে বাঘিনী বেরিয়ে গেলেও নজরদারির দায়িত্বে থাকা ব

লজ্জার রেকর্ড



সুইংয়ে ঠকে গিয়ে অবাক ঈশান কিষান।

২৪৪
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এদিন ভারতের হারের ব্যবধান। যা ওডিআইয়ে রানের নিরিখে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক।

০/৩
এদিন শূন্য রানে ৩ উইকেট হারিয়েছিল ভারত। যা ওডিআইয়ে কোনও ইনিংসে ভারতের সবচেয়ে খারাপ শুরু।

৯/৪
১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে ম্যাচের পর প্রথমবার ওডিআইয়ে ৯ রানে ৪ উইকেট পড়ল ভারতের।

৮
ওডিআইয়ে এই নিয়ে ভারত আটবার একশোর কম রানে অল আউট হল।

১
ওডিআইয়ে ওপেনার হিসেবে প্রথমবার গোল্ডেন ডাক করলেন রোহিত শর্মা।

২০
বিরাট কোহলি ওডিআইয়ে ২০ বার শূন্য রানে আউট হলেন। যা এই ফরম্যাটে শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক।

ম্যাটের ‘ছক্কায়’ ধরাশায়ী ভারত

রোহিত ০ । বিরাট ০ । টিম ইন্ডিয়া ৮৯

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৩নভেম্বর: অবিশ্বাসের ঘোর। নাকি বিস্ময়ের?

ম্যাট হেনরির বলে গুরনুর ব্রার বোল্ড হওয়ার পরই টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখ। ভারতীয় দলের কোচ তখন শুধুই ‘গম্ভীর’। বিস্ফারিত দুই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অনেকটা একই অবস্থা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদেরও। সাজঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে ঢুকে কিউয়ি ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্যের হাত মেলালেন ঠিকই রোকো। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল, বাইশ গজের আসরে এমন ‘বেইজ্জত’ হওয়ার ধাক্কা সামলাতে সময় লাগবে। খেলার মাঠে হারজিত থাকবেই।

কিন্তু তাই বলে এভাবে? টিম ইন্ডিয়ার ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্যয়ের দিনে ‘আত্মসমর্পণ’ শব্দটাও কম বলে মনে হচ্ছে।

এমন ধাক্কা সামলাতে সময় লাগারই কথা। এমন ব্যাটিং বিপর্যয় শেষ কবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সংসারে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে অনেক আগে থেকেই চলছিল আলোচনা। সেই আলোচনা সময়ের সঙ্গে ৮৯ রানের লজ্জায় বদলে যাবে, শুরুতে কেই বা আর ভেবেছিল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে টস জেতা ভারত অধিনায়করা (শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ার দুইজনই) রুটিন করে ফেলেছেন। শুক্রবার বে ওভালের মাঠে টস জিতে কিউয়িদের ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স। উইল ইয়ংয়ের (১০৮ বলে ১২৫) শতরানে ভর দিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৩৩ রানের বড় স্কোর করেছিল নিউজিল্যান্ড। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারের প্রথম ডেলিভারিতে রোহিত (০), পাঁচ নম্বর ডেলিভারিতে বিরাট (০) ও শেষ বলে অধিনায়ক শ্রেয়সকে (০) হারিয়ে ম্যাচ থেকেই হারিয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের সেরা ম্যাট হেনরির (৯.৪-২-২৭-৬) ম্যাজিকাল প্রথম ওভারে ০ রানে তিন উইকেট হয়ে যাওয়ার পর টিম ইন্ডিয়াকে ৩৩৩ রান তাড়া করতে হলে বাকিদের অবিশ্বাস্য কিছু করতে হত। ঈশান কিষান (২৭), অক্ষর প্যাটেলদের (২১) পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। হওয়ার ছিলও না। তাই ২৬.৪ ওভারে ৮৯ রানে অলআউট হয়ে ২৪৪ রানে হেরে লজ্জার আঁধারে ভারতীয় ক্রিকেট। দুঃস্বপ্নের হারের পরও চলতি একদিনের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রবিবার সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচ। ৮৯ অলআউটের ধাক্কা সামলে জিততে পারলে সিরিজ জিতবেন শ্রেয়সরা। আর রবিবারও হেরে গেলে সিরিজ ২-২ হয়ে যাবে।

কিউয়ি পেসার হেনরিকে দেখলে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের কি রক্তচাপ বেড়ে যায়? এমন প্রশ্নের জবাবে তর্ক চলতেই পারে। কিন্তু পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে, বল হাতে, বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেটে ম্যাট বরাবরই টিম ইন্ডিয়ার ‘থ্রেট’। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে ২০১৯ সালের একদিনের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আসরে (মহেন্দ্র সিং ধোনির শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ) হেনরির দাপটে শুরুতেই ৫/৩ হয়ে গিয়েছিল কোহলির ভারতের। সেদিন হেনরির সঙ্গে ঘাতক হিসেবে ছিলেন ট্রেন্ট বোল্ট। আর সাত বছর পর আজ কিউয়িদের ঘরের মাঠ বে ওভালের বাড়তি বাউন্সের বাইশ গজে হেনরির সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ঘাতক হিসেবে উদয় হলেন কাইল জেমিসন (১২/১) ও ম্যাট ফিশাররা (৩১/৩)। অথচ, বে ওভালের বাইশ গজে সেভাবে কোনও জুজু ছিল না। শুরু থেকেই পিচে বাড়তি বাউন্স দেখা গিয়েছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হয়েছিল। প্রথাগত সিম মুভমেন্টও পেয়েছিলেন জোরে বোলাররা। অন্তত আকিব নবি দার (৫৯/২), গুরনুর (৬৯/২), অর্শদীপ সিংদের (৫৫/১) বোলিংয়ে তাই দেখা গিয়েছিল। তার মধ্যেই কিউয়ি ওপেনার ইয়ং দুইবার জীবন পেয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান করলেন। টিম সেইফার্টও (৫৮) দারুণ শুরু করেছিলেন। নিউজিল্যান্ড ইনিংসের শেষদিকে ব্যাটিং বিপর্যয় না হলে মিচেল স্যান্টনারের দলের রানটা আরও বেশি হতে পারত।

৩৩৪ রান তাড়া করে জিততে হলে শুরুটা আগ্রাসী মেজাজে হওয়া খুব জরুরি। ভারতীয় ব্যাটিংয়ে সেটা হয়নি। হেনরির প্রথম বলেই ‘গোল্ডের ডাক’ রোহিত। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে মোট ২০৫ ইনিংসে ওপেন করে প্রথমবার গোল্ডের ডাকের শিকার হিটম্যান। একদিনের ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার প্রথম ওভারে কোন রান না করেই তিন উইকেট হারানোর আঁধারে ডুবল ভারতীয় ক্রিকেট। শুভমানের অনুপস্থিতিতে রোহিতের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে নেমে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও (৫) দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। কিং কোহলিকেও হেনরির বিরুদ্ধে অসহায় লেগেছে আজ।

ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্যয়ে ম্যাচ হারের পর ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স ও কোচ গম্ভীরের কথায় পাওয়া গিয়েছে বিস্তর ফারাক। শ্রেয়স যেমন ম্যাচের পর পিচকে ভিলেন বানিয়েছেন, দলের ব্যাটারদের আড়াল করেছেন। ঠিক উলটো পথে হেঁটেছেন কোচ গম্ভীর। ব্যাটারদের ঘাড়েই ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছেন তিনি। কোচ-অধিনায়কের এমন পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে, সেটাই দেখার।



ম্যাট হেনরির ইনসুইংয়ে শূন্য রানে বোল্ড হলেন বিরাট কোহলি। মাউন্ট মাউনগানুইয়ে।



৬ উইকেট নিয়ে উল্লাস নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরির। শুক্রবার।

হাওয়ার অনুকূলে বল করেই সফল হেনরি

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৩ নভেম্বর : চোট ছিল। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচের আসরেই পেয়েছিলেন চোট।

সেই চোটের ধাক্কা সামলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনেই চমক দিলেন ম্যাট হেনরি। বে ওভালের মাঠে আজ সিরিজের চার নম্বর একদিনের ম্যাচে হেনরির বোলিংয়ে কুপোকাত শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং। ছয় উইকেট নিয়ে ম্যাটই ম্যাচের সেরা।

৩৩৩ রানে নিউজিল্যান্ড ইনিংস শেষের পর টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার শুরুতেই হেনরির ম্যাজিক। প্রথম ওভারেই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারকে ফিরিয়ে তিন উইকেট নিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে যে ধাক্কা দিয়েছিলেন হেনরি, পরে সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি ভারত। ২৪৪ রানে নিউজিল্যান্ডকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরা হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কিউয়ি পেসার ম্যাট বলেছেন, ‘নিজের বেসিক ঠিক রাখা ছাড়া আর বেশি কিছু করিনি আমি। আর হ্যাঁ, হাওয়ার অনুকূলে বোলিং করার ফলে কিছুটা সুবিধা পেয়েছিলাম আমি।’ ভারতীয় ইনিংসের প্রথম ওভারে ম্যাটের তিন শিকারের অন্যতম ছিলেন বিরাট কোহলি। বোল্ড হয়েছিলেন কোহলি। টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হারের পর কিউয়ি নায়ক হেনরিকে নিজের সই করা জার্সিও উপহার দিয়েছেন বিরাট।

ম্যাটকে জার্সি উপহার কোহলির

ম্যাট হেনরির বয়স ৩৪। দীর্ঘসময় ধরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলছেন তিনি। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রয়েছে। অতীতেও টিম ইন্ডিয়াকে বল হাতে বেগ দিয়েছেন তিনি। এহেন ম্যাট আজ ছয় উইকেট নিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডারকে ধ্বংস করার পর আসন্ন টেস্ট সিরিজ নিয়েও পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘ভারত শক্তিশালী দল। ওদের ব্যাটিং গভীরতা দারুণ। এমন দলের বিরুদ্ধে সফল হতে হলে কিছু পরিকল্পনা লাগেই।’ আজকের পরিকল্পনা কী ছিল? প্রশ্নের জবাবে হেনরি বলছেন, ‘হাওয়া চলছিল বলে বল মুভ করবে, জানতাম। তাই নির্দিষ্ট লাইনে ধারাবাহিকভাবে বোলিং করেছি প্রথম ডেলিভারি থেকে। বাকিটা বলতে পারেন হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সফল হতে কার না ভালো লাগে। আমারও ভালো লাগছে। সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে, একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচের পাশে টেস্টের আসরেও এভাবেই পারফর্ম করতে হবে আমাদের।’

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড

ইয়ং ক পরি. (কুশাগ্র) বো নমন	১২৫
সেইফার্ট ক ঈশান বো গুরনুর	৫৮
কেলি স্টা ঈশান বো অক্ষর	৪
ফক্সক্রফট ক গুরনুর বো আকিব	৮
অ্যালেন কো রোহিত বো অক্ষর	৪১
ব্রেসওয়েল ক নমন বো গুরনুর	১৫
স্যান্টনার ক ঈশান বো অর্শদীপ	২৪
ক্লার্ক এলবিডব্লিউ বো আকিব	২২
জেমিসন অপরাজিত	১৯
হেনরি রান আউট	২
ফিশার রান আউট	১
অতিরিক্ত	১৪
মোট (অল আউট, ৫০ ওভার)	৩৩৩

উইকেট পতন ঃ ৮৫/১, ৯৬/২, ১২৫/৩, ২১৫/৪, ২৫৬/৫, ২৫৮/৬, ২৯৩/৭, ৩১৮/৮, ৩৩২/৯, ৩৩৩/১০।

বোলিং ঃ অর্শদীপ ১০-০-৫৫-১, আকিব ৮-০-৫৯-২, গুরনুর ১০-০-৬৯-২, অক্ষর ১০-০-৩৯-২, কুলদীপ ৮-০-৭৩-০, নমন ৪-০-২৯-১।

ভারত

রোহিত ক অ্যালেন বো হেনরি	০
রুতুরাজ ক ব্রেসওয়েল বো জেমিসন	৫
বিরাট বো হেনরি	০
শ্রেয়স এলবিডব্লিউ বো হেনরি	০
ঈশান বো হেনরি	২৭
অক্ষর ক অ্যালেন বো ফিশার	২১
নমন ক স্যান্টনার বো ফিশার	২১
আকিব ক সেইফার্ট বো ফিশার	৫
কুলদীপ বো হেনরি	১
গুরনুর বো হেনরি	২
অর্শদীপ অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৭
মোট (অল আউট, ২৬.৪ ওভার)	৮৯

উইকেট পতন ঃ ০/১, ০/২, ০/৩, ৯/৪, ৫৩/৫, ৬১/৬, ৬৬/৭, ৬৯/৮, ৮৩/৯, ৮৯/১০।

বোলিং ঃ হেনরি ৯.৪-২-২৭-৬, জেমিসন ৬-২-১২-১, ক্লার্ক ২-০-১৩-০, ফিশার ৭-১-৩১-৩, ব্রেসওয়েল ২-০-৬-০।

ফল : নিউজিল্যান্ড ২৪৪ রানে জয়ী।
ম্যাচের সেরা : ম্যাট হেনরি।

তিন পেসারে মুস্তাক আলিতে অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে খেলে দিন দুয়েক আগেই ফিরেছেন মুকেশ কুমার। দেশে ফেরার পরই শনিবার বাংলার জার্সিতে নেমে পড়ছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে। ঠিক এক সপ্তাহ আগে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন মহম্মদ সামি। টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণার রাতেই তিনি জানিয়েছিলেন, সাদা বলের ক্রিকেট খেলবেন। আগামীকাল থেকে সেই লক্ষ্যপূরণে বাংলার জার্সি গায়ে মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে নামছেন সামি।

কলকাতা থেকে মুম্বই পৌঁছানোর পরই সায়ন ঘোষ পেয়েছিলেন বাবার মৃত্যু সংবাদ। খবর পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। বাবার শেষকৃত্য করে শুক্রবার ফের মুম্বই উড়ে গিয়েছেন বাংলা ক্রিকেটের ‘মালিঙ্গা’ সায়ন। আগামীকাল মুকেশ-সামিদের সঙ্গে তিনি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নামবেনও।

প্রতিপক্ষ কর্ণাটক

সামি-মুকেশ-সায়ন, তিন পেসারকে নিয়েই আগামীকাল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি অভিযানে নামছে বাংলা দল। বিকেল পাঁচটা থেকে দীর্ঘসময় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পুরো দলকে নিয়ে অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা মোবাইলে বলছিলেন, ‘আমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। দল হিসেবে আমরা মাঠে নামার জন্য তৈরি। তিন পেসারে খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। মুকেশ-সামি থাকছেই। তিন নম্বর পেসার নিয়ে সিদ্ধান্ত আগামীকাল খেলা শুরুর আগে নেব।’ বাংলা শিবিরের অন্দরের খবর, তৃতীয় পেসার হিসেবে সায়নই খেলবেন। আচমকা বাবার মৃত্যুর পরও দলের প্রতি যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন সায়ন, তা মুগ্ধ করেছে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ সহ পুরো দলকেই। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘সায়নের এই দায়বদ্ধতার কোনও তুলনাই হয় না। ওকে আমরা পরিবারের সঙ্গে থাকার কথাই বলেছিলাম। কিন্তু রাজি হয়নি ও।’

প্রতিপক্ষ কর্ণাটক দলে মায়াঙ্ক আগরওয়াল, করুণ নায়ারদের মতো তারকারা রয়েছেন। এমন দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে তাই কিছুটা হলেও সতর্ক টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘প্রথম ম্যাচ সবসময় বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শুরুটা ভালো করতেই হবে।’

শ্রেয়সের যুক্তি উড়িয়ে ব্যাটিং-উদ্বেগ গম্ভীরের

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৩ নভেম্বর : সাফল্যের আড়ালে চাপা থাকে অনেক কিছু। আচমকা সেই সাফল্যের চাদরটা ব্যর্থতায় বদলে গেলে দ্রুত আগ্নেয়গিরি থেকে ‘লাভা উদ্গিরণ’ শুরু হয়।

হাতে গরম উদাহরণ হতে পারে টিম ইন্ডিয়া। চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে এসেছিল জয়। সিরিজে ভারত এগিয়ে গিয়েছিল ২-০ ব্যবধানে। হ্যামিলটনে তিন নম্বর ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। আর শুক্রবার বে ওভালের মাঠে সিরিজের চার নম্বর ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ‘কঙ্কাল’ দেখল দুনিয়া। প্রথম ওভারে কোনও রান করার আগেই তিন উইকেট হারানো। শেষ পর্যন্ত ৮৯ অলআউটের লজ্জা।

আর তারপরই ভারতীয় দলের অন্দরের ছবিটা সামনে আসছে। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের কথার কোনও মিল নেই। তাঁদের মধ্যে বাস্তবে কতটা সদ্ভাব রয়েছে, আজ দুইজনের পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের পর সেই প্রশ্নও উঠবে। ৮৯ রানে অল আউটের ধাক্কায় ২৪৪ রানে ম্যাচ হেরে ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স তাঁর সতীর্থদের কোনও দোষ দিতে চাননি। বরং পিচকে ভিলেন বানিয়েছিলেন। শ্রেয়স পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বলেছিলেন, ‘দুই ইনিংসে দুই রকম আচরণ করল পিচ। অনেক ফারাক। অনেক।’ এখানেই না থেমে একরাশ হতাশা নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, ‘দুই ইনিংসের মাঝে আমাদের মনে হয়েছিল, এই রান তাড়া করা সম্ভব। সাজঘরে এব্যাপারে আলোচনাও করেছিলাম আমরা। কিন্তু পিচ এভাবে বদলে যাবে, ভাবিনি। আমাদের কোনও ব্যাটারই উইকেট ছুড়ে দেয়নি। যাই হোক, এই ইনিংসটা আমরা মনে রাখতে চাই না। দ্রুত ভুলে গিয়ে সামনে তাকাতে হবে।’



শতরানের পর উইল ইয়ং। শুক্রবার।

পুরস্কার বিতরণের মঞ্চে অধিনায়ক শ্রেয়সের হতাশার কথা শোনার আধ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে কোচ-অধিনায়কের সম্পর্কের সমীকরণের নয়া সমীকরণ উসকে দিলেন গম্ভীর। সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের কোচ তাঁর দলের ব্যাটিং নিয়ে উদ্বেগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আনপ্লেয়েবল ডেলিভারি বলে কিছু হয় না। প্রথম দশটা ওভার আমাদের সতর্ক থেকে খেলতে হত। ম্যাট হেনরি দারুণ বোলিং করেছে নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু তার মোকাবিলা করা উচিত ছিল আমাদের।’ দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের বাকি আর এক বছর।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজকে সেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই তুলে ধরতে চেয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বে ওভালে আজ ২৪৪ রানে হারের পর নিশ্চিতভাবেই সেই প্রস্তুতি ধাক্কা খেল। কোচ গম্ভীর বলছেন, ‘শেষ ম্যাচেও আমরা ১১১ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছিলাম। আসলে এমন ঘটনা নিয়মিত ঘটলে উদ্বেগ তৈরি হবেই। বিশ্বকাপের আর বেশি দেরি নেই। তার আগে আমাদের ব্যাটিং নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে। আশা করব, আমাদের দলের যা অভিজ্ঞতা, দ্রুত আমরা নতুনভাবে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারব।’ ৮৯ রানে অলআউট হলে যে কোনও দলের কোচই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় থাকবেন। গম্ভীরও তার ব্যতিক্রম নন। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপের আসরে অনেকটা এমনই পিচ পাওয়া যাবে। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, ‘৮৯-৯০ রানে দল অল আউট হলে তার কোচ হিসেবে আমার উদ্বেগ তো হবেই। তাছাড়া এক বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপের আসরে এমন ধরনের পিচই আমরা পাব। ফলে এখন ব্যাটিংয়ের এমন হাল হলে নিজেদের দ্রুত শুধরে নিতেই হবে।’

> দুই ইনিংসের মাঝে আমাদের মনে হয়েছিল, এই রান তাড়া করা সম্ভব। সাজঘরে এই ব্যাপারে আলোচনাও করেছিলাম আমরা। কিন্তু পিচ এভাবে বদলে যাবে, ভাবিনি। আমাদের কোনও ব্যাটারই উইকেট ছুঁড়ে দেয়নি। -শ্রেয়স আইয়ার



বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো শূন্য রানে আউট হলেন শ্রেয়স আইয়ারও।

সামিকে ছাড়তে পারে লখনউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : এখনও চূড়ান্ত কিছু হয়নি। সরকারি ঘোষণাও শোনা যায়নি। কিন্তু সব ঠিক মতো চললে ২০২৭ সালের আইপিএলের আসরে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বদলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে মহম্মদ সামিকে। টিম ইন্ডিয়ায় ‘ব্রাত্য’ হয়ে পড়া সামিকে যেমন রাজস্থান দলে পেতে চাইছে, তেমনই রাজস্থানে থাকা ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার স্যাম কুরানকে পেতে চাইছে লখনউ। জানা গিয়েছে, সামি-স্যামের ট্রেড নিয়ে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত এই আলোচনার ভবিষ্যৎ কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। সর্বভারতীয় একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের দাবি, খুব দ্রুত লখনউ-রাজস্থানের মধ্যে সামি-স্যামকে নিয়ে ট্রেড বাস্তব হবে।

সেমিতে লক্ষ্য

কুমামোতো, ১৩ নভেম্বর : দুরন্ত ছন্দ ধরে রেখে কুমামোতো মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন লক্ষ্য সেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের ইউশি তানাকাকে স্ট্রেট গেমে পরাস্ত করেন তিনি। প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই লক্ষ্যর সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারেননি বিশ্বের ৩১ নম্বর তানাকা। মাত্র ৪০ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৬, ২১-১৫ পয়েন্টে জয় ছিনিয়ে নেন ভারতীয় তারকা। তবে কিদাম্বি শ্রীকান্ত ৪১ মিনিটে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াইয়ে জাপানেরই কোকি ওয়াতানাবের কাছে ২২-২৪, ১৫-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন।

অজি অধিনায়ককে তুলোধোনা ওয়ার্নারের

বন্ধু কামিন্সের চোখে ‘মিথ্যেবাদী’ খোয়াজা

মেলবোর্ন, ১৩ নভেম্বর : ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে স্যান্ডপেপারগেট বিতর্ক অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে চিরকালীন হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রাক্তন অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী ‘সবর’ আট বছর আগের শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ে নতুন করে রক্তপাত করেছে। চলছে কাদা ছোড়াছুড়ির পালা। আত্মজীবনীতে খোয়াজার মূল দাবি ছিল, কেপ টাউন টেস্টে হওয়া স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ডের বিষয়টি দলের প্রত্যেকেই জানতেন। দায় সবারই ছিল। বলির পাঁঠা হয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ, সহ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার ও তরুণ ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফট। প্রাক্তন সতীর্থ খোয়াজার দাবিকে শুক্রবার মিথ্যা আখ্যা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

> খোয়াজার দাবি হাস্যকর। বল বিকৃত করার বিষয়টি দলের প্রায় কোনও ক্রিকেটারই জানত না। খোয়াজা ১০০ শতাংশ মিথ্যা কথা বলেছে। গত আট বছর ধরে বলছি, ওই বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। শিরীষ কাগজ ব্যবহার করে বল বিকৃত করার পরিকল্পনার মধ্যে আমি ছিলাম বলেও লিখেছে খোয়াজা। একদম বাজে কথা। এই খোয়াজাকে আমি সত্যিই চিনতে পারছি না।
>
> **-প্যাট কামিন্স**

শেফিল্ড শিল্ড নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন কামিন্স। গতকালই জানিয়েছিলেন, স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ড নিয়ে তৈরি হওয়া নতুন বিতর্কের বিষয়ে কথা বলার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। সেই মতো এদিন ৬৮ মিনিটের দীর্ঘ সাংবাদিক সম্মেলন করেন অজি অধিনায়ক। সেখানে কামিন্স বলেছেন, ‘উসমান ওর বইয়ে বলেছে, স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ডের কথা দলের সবাই জানত। যা শুনে আমি চমকে উঠেছি। খোয়াজার দাবি হাস্যকর। বল বিকৃত করার বিষয়টি দলের প্রায় কোনও ক্রিকেটারই জানত না। খোয়াজা ১০০ শতাংশ মিথ্যা কথা বলেছে। গত আট বছর ধরে বলছি, ওই বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। শিরীষ কাগজ ব্যবহার করে বল বিকৃত করার পরিকল্পনার মধ্যে আমি ছিলাম বলেও লিখেছে খোয়াজা। একদম বাজে কথা। এই খোয়াজাকে আমি সত্যিই চিনতে পারছি না।’

খোয়াজার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কামিন্স আরও বলেছেন, ‘খোয়াজা আমাদের বন্ধু। কিন্তু একজন বন্ধু কখনও অন্য বন্ধুদের জীবন এবং ভাবমূর্তি নিয়ে উদাসীন থাকে না। ওর বইয়ে আমার এবং অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার সম্পর্কে দায়সারাভাবে মন্তব্য করা হয়েছে। আত্মজীবনী এত দায়সারাভাবে লিখেছে। শুধু আমি নই, অনেকেই বিরক্ত হয়েছে।’ কামিন্স জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে খোয়াজার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। কিন্তু কী বিষয় নিয়ে, সেটা জানাননি কামিন্স।



সাংবাদিক সম্মেলনে উসমান খোয়াজাকে বিঁধলেন প্যাট কামিন্স। শুক্রবার।

কেপ টাউন টেস্টে স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ড নিয়ে খোয়াজার দাবি উড়িয়ে দিলেও কামিন্স জানিয়েছেন, শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে বোতলের ছিপি দিয়ে বল বিকৃতি দেখেছিলেন তিনি। ঘটনার সঙ্গে এক সিনিয়ার ক্রিকেটার জড়িত ছিলেন। কামিন্স বলেছেন, ‘আমি বিষয়টি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এটা ঠিক হচ্ছে না। অক্ষর সত্যি। আজ কামিন্সের কথা শুনে মনে হল, ও ইচ্ছে করে খোয়াজাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইছে। কামিন্সের মনোভাবে আমি অত্যন্ত হতাশ।’

প্রাক্তন সতীর্থ ওয়ার্নারের তোপের মুখে পড়লেও এদিনের লম্বা সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য স্ত্রী বেকির ভালোবাসা মাখানো সমর্থন পেলেন কামিন্স। সামাজিক মাধ্যমে বেকি লিখেছেন, ‘আরও একবার তোমার জন্য গর্বিত হলাম। এই মানুষটার মানসিক কাঠিন্য ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকে কুর্নিশ। এই জন্যই তো তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।’

স্যান্ডপেপারগেট ২.০-তে আরও কত নতুন অধ্যায় যোগ হয়, সেদিকেই তাকিয়ে ক্রিকেট সমাজ।



ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক- লক্ষ্য রাইচন্দানি ও ফারহান ইউসাফ।

‘বদলার’ ফাইনাল আজ আর্যবীরদের

আল আমিরাত (ওমান), ১৩ নভেম্বর : বদলা। একইসঙ্গে বদলে যাওয়া!

ওমানের মাটিতে চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার সকালে যুব এশিয়া কাপ ফাইনালের মঞ্চে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর ভারত বনাম পাকিস্তানের মেগা ফাইনালকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরেই তৈরি হয়েছে প্রবল চাপের আবহ।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ফাইনাল আজ
ভারত বনাম পাকিস্তান
সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট
স্থান : আল আমিরাত
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

গ্রুপ পর্বের খেলায় আগাগোড়া দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও একমাত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে হারতে হয়েছিল লক্ষ্য রাইচন্দানিদের। অর্জুন যাদবের শতরানের পরও সেই ম্যাচে হারের যন্ত্রণা এখনও রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। তাই কাল ফাইনালের আগে রীতিমতো সতর্ক আর্যবীর শেহবাগরা। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিয়ে বদলার মেজাজে রয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল।

চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের আসরে ভারতীয় দলের সাফল্যের নেপথ্যে মূলত দুজন। প্রথমজন দলের ওপেনার আর্যবীর। ইতিমধ্যেই ৩০৩ রান করে ফেলেছেন তিনি। প্রতিযোগিতার সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হওয়ার লক্ষ্যে ফাইনালকেই পাখির চোখ করেছেন তিনি। একইভাবে ভারতীয় যুব দলের সেরা বোলার হিসেবে এশিয়া কাপের আসরে জন্ম হয়েছে ঈশান সুদের। তিনি ইতিমধ্যেই ১১ উইকেট দখল করেছেন। আগামীকাল আর্যবীর-ঈশানের উপরই অনেকটা নির্ভর করতে হবে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে। সেমিফাইনালে ৯৩ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলা ভারত অধিনায়ক লক্ষ্যের ব্যাটের দিকেও তাকিয়ে থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

মহিলাদের লিগে শুরু ইস্টবেঙ্গলের জয়যাত্রা

ইস্টবেঙ্গল এফসি-১ (ফাজিলা) গোকুলাম কেরালা এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৩ নভেম্বর : নাটকীয় জয়ে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে যাত্রা শুরু করল ইস্টবেঙ্গল প্রমীলাবাহিনী। গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ১-০ গোলে হারাল মহিলা মশাল ব্রিগেড। ম্যাচের সংযুক্তি সময় গোল করে ত্রাতা সেই ফাজিলা ইকওয়াপুট।

শুক্রবার আইডব্লিউএল-এর প্রথম ম্যাচে শুরুর দিকে একেবারেই চেনা ছন্দে দেখা গেল না অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলকে। লাল-হলুদের অনুকূলে প্রথম ইতিবাচক সুযোগ ২৬ মিনিটে। ফাজিলা বক্সে বল পান। তাঁর শট গোকুলামের এক ফুটবলারের হাতে লাগলেও তা সম্ভবত রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। ম্যাচের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট মূলত বক্সে ভিড় বাড়িয়ে দুর্গ অক্ষত রাখার চেষ্টায় ছিল গোকুলাম।

দ্বিতীয়ার্ধে মুহুর্মুহু সুযোগ তৈরি করল ইস্টবেঙ্গল। শুরুতেই ইস্টবেঙ্গলের প্রিয়াংকা নাওরেমের হেডার ক্রসবারে প্রতিহত হয়। ৫৪ মিনিটে গোকুলামের আগুয়ান গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বল ভাসিয়ে দেন ফাজিলা। তা অল্পের জন্য বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। ৬১ মিনিটে সরিতা ইয়ুমনামের ক্রস ফাঁকা গোলের সামনে পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ রিম্পা হালদার। ৮১ মিনিটে অঞ্জু চানুর দুর্দান্ত শট রুখে দেন গোকুলাম গোলকিপার। একটা সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচ গোলশূন্যই শেষ হবে। ঠিক তখনই জয়সূচক গোল এল ফাজিলার পা থেকে।

সেমিফাইনালে ভারতের চিন্তা প্রস্তুতির অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : ভুটানের বিরুদ্ধে ফুটবলে ভারতের জয়ের রেকর্ড একশো শতাংশ। তারপরও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ সেমিফাইনালের আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভারতীয় শিবির।

শনিবার দুপুরে সাফের শেষ চারে মুখোমুখি ভারত-ভুটান। পরিসংখ্যানের বিচারে ভুটানের চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে ভারত। যদিও এবার লড়াইয়ের সমীকরণ কিছুটা আলাদা। প্রথমত, নৌশাদ মুসার তত্ত্বাবধানে সাফে দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেমিফাইনালের আগে কোচ নৌশাদ মুসা বলেছেন, ‘গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর পর্যাপ্ত অনুশীলনের সময় পাওয়া যায়নি, এটাই চিন্তার। তবে এমন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে।’ প্রতিপক্ষ ভুটানকে নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘ম্যাচটা একেবারেই সহজ হবে না। অবশ্যই আমরা জেতার মানসিকতা নিয়েই নামব।’

উলটোদিকে ভুটান আক্রমণভাগের অস্ত্র তাদের অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার চেনচো। আইএসএল ও আই লিগে খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় এদেশের ফুটবলের সঙ্গেও বেশ পরিচিত তিনি। চেনচোর অভিজ্ঞতা সেমির লড়াইয়ে ভুটানের জন্য নিঃসন্দেহে বাড়তি প্রাপ্তি। ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে ভুটান কোচ গ্যারি ফিলিপসের হুংকার, ‘আমরা সেমিফাইনালে পৌঁছেই থেমে থাকতে চাই না। জানি ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী। তবুও ম্যাচটা আমরা জিততে চাই। সেই লক্ষ্য নিয়েই নামব।’

এদিকে, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এই সেমিফাইনালেই প্রথমবারের জন্য ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ‘ভিএআর’ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। আসিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এবং এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সহযোগিতায় এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে সাফ।



প্রিমিয়ার ডিভিশনের জন্য সই করাচ্ছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

দেশবন্ধুতে স্পেশাল সই পাঁচজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আসন্ন প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য শুক্রবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন আরও পাঁচটি স্পেশাল সই করিয়েছে। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, সত্যম শর্মা পুনরায় দেশবন্ধুতেই থেকে গিয়েছেন। নেওয়া হয়েছে বক্সার প্রধান, সুরাগ ছেত্রী, নিশ্চল ছেত্রী ও সুরজ রসাইলিকে।

জয়ী অসীম-মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের অকশন ব্রিজে শুক্রবার জয় পেয়েছেন ভুবনমোহন রায়-ছোটন ভৌমিক, অসীম রায়-মিলন রায়, অচিন্ত্য সরকার-দুলাল বসু, কিশলয় দত্ত-স্বপন সাহা, গৌরাঙ্গ ঘোষ-সুরঞ্জন চৌধুরী, বিপ্লব মজুমদার-অমল বসাক, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, কমল লাহিড়ি-দেবব্রত বসু, স্বপন মজুমদার-নয়ন দত্ত, বৈদ্যনাথ দাস-বিষ্ণুপদ সাহা, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত, দিলীপ হালদার-অরুণ চৌধুরী, ভাস্কর তেরাই-অনুপ চক্রবর্তী ও নারায়ণ দত্ত-সমীর দত্ত। বিজয়ীরা দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। প্রতিযোগিতাটি বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে।

DADA-BHAI CLUB
Puratan Masjid, Jalpaiguri
RESULT SHEET
27th Year Lucky Donation Coupon
Draw Date : 12th November, 2026,
Time : 8:00 P.M.
1st Gift : 53125, 2nd Gift : 73407, 3rd Gift: 56547, 4th Gift : 64125, 5th Gift : 49577, 6th Gift : 40550, 7th Gift : 72827, 8th Gift : 41400, 9th Gift : 65843, 10th Gift : 17618, 11th Gift : 36911, 12th Gift : 64853, 13th Gift : 27291.
Consolation Gift : 11618, 12618, 13618, 14618, 15618, 16618, 17618, 18618, 19618, 20618, 21492, 22492, 23492, 24492, 25492, 26492, 27492, 28492, 29492, 30492, 31355, 32355, 33355, 34355, 35355, 36355, 37355, 38355, 39355, 40355, 41203, 42203, 43203, 44203, 45203, 46203, 47203, 48203, 49203, 50203, 51764, 52764, 53764, 54764, 55764, 56764, 57764, 58764, 59764, 60764, 61159, 62159, 63159, 64159, 65159, 66159, 67159, 68159, 69159, 70159, 71187, 72187, 73187, 74187, 75187, 76187, 77187, 78187.

চুক্তি বাড়ালেন স্কালোনি

বুয়েনস আয়ার্স, ১৩ নভেম্বর : আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার দায়িত্বে থাকছেন লিওনেল স্কালোনি। এমনটাই ঘোষণা আর্জেন্টাইন ফুটবল সংস্থার। গত বিশ্বকাপে রানার্স হয় আর্জেন্টিনা। তারপর স্কালোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। এরই মাঝে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান মহাতারকা লিওনেল মেসিও। ফলে নতুন আর্জেন্টিনাকে গড়ে তোলার জন্য স্কালোনিতেই আস্থা রেখেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল সংস্থা। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর প্রশিক্ষণে লা আলবিসেলেস্তে একের পর এক সাফল্য পেয়েছে। দুটি কোপা জেতার পাশাপাশি রয়েছে ২০২২ বিশ্বকাপ ট্রফি। গত বিশ্বকাপেরও ফাইনালে উঠেছিল নীল-সাদা জার্সিধারীরা। তবে স্পেনের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাদের।

ম্যান ইউয়ের কোচ পচেত্তিনো

লন্ডন, ১৩ নভেম্বর : মাইকেল ক্যারিককে ছাঁটাই করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নয়া কোচ হিসেবে মরিসিও পচেত্তিনোর নাম ঘোষণা করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বে রয়েছেন। ১৮ তারিখ হাইতি ম্যাচই পচেত্তিনোর মার্কিন কোচ হিসেবে শেষ ম্যাচ। তারপরেই লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ হিসেবে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এই আর্জেন্টাইন কোচের সঙ্গে আড়াই বছরের চুক্তি করেছে রেড ডেভিলস। লিভারপুল ম্যাচ দিয়েই ম্যান ইউ কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন পচেত্তিনো।

ড্র পাকিস্তানের

রাওয়ালপিন্ডি, ১৩ নভেম্বর : ড্র হয়ে গেল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট। গতকালের ৫৭/১ স্কোর থেকে পাকিস্তান শুক্রবার দ্বিতীয় ইনিংসে পৌঁছায় ৮ উইকেটে ২৮৪ রানে। বাবর আজমের দল তখন ২৭২ রানে এগিয়ে। প্রথম ইনিংসে ৯৩ রানে আউট হওয়া সাউদ শাকিল এদিন ৯৭ রানে লাহিরু কুমারার বলে বোল্ড হন। মিলন রত্নায়েকে ৩ উইকেট নিয়েছেন। টেস্টের সেরা হয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়া পাক পেসার সাকিব খান।

জিদানের কোচিংয়ে ফ্রান্সের প্রথম হার

নজির গড়ার দিনেও গোল কেনের

মিলান ও লন্ডন, ১৩ নভেম্বর : ফিফা উইন্ডোতে জমজমাট উয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপপর্ব।

নেশনস লিগের গ্রুপ ‘এ’-তে প্রথমে এগিয়ে গিয়েও ইতালির কাছে হারল ফ্রান্স। চোটের জন্য ফরাসি দলে ছিলেন না দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও ওসমানে ডেম্বেলে। তাও শুরুতে লিড নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি ফ্রান্সের। ম্যাচের ১০ মিনিটেই মাইকেল ওলিসে গোল করে ফ্রান্সকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ২৬ মিনিটে ইতালির হয়ে সেই গোলশোধ করেন পিও এসপোসিতো।



ইতালির কাছে হারের পর ফ্রান্সের কোচ জিনেদিন জিদান। মিলানে বৃহস্পতিবার।

৬৩ মিনিটে ইতালিকে এগিয়ে দেন ডেভিড ফ্রাত্তেসি। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোল এসপোসিতোর। সেবাস্টিয়ান এসপোসিতো পেনাল্টি নষ্ট না করলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। এই পরাজয়ের সুবাদে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে এই প্রথম হারের স্বাদ পেলেন জিনেদিন জিদান। অবশ্য ম্যাচ হারের পর ফরাসি কোচ বলেছেন, ‘আমরা শুরুটা ভালো করেছিলাম। বল পজেশন ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বেশ সমস্যার মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে ২-১ ফলে পিছিয়ে পড়ার পর আমরা কিছুটা ভেঙে পড়েছিলাম।’ পরের ম্যাচে এমবাপে ফিরতে পারেন বলে আশাবাদী জিদান।

নেশনস লিগের অপর ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচটা ছিল হ্যারি কেনের ১২৬তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। কিংবদন্তি গোলকিপার পিটার শিলটনকে টপকে তিনিই এখন সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ইংলিশ ফুটবলার। কয়েকদিন আগেই ব্যালন ডি’অর জিতেছেন হ্যারি কেন। ম্যাচের আগে নিজের ব্যালন ডি’অর ট্রফিটা হাতে নিয়ে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করেন তিনি। ২৪ মিনিটে মরগ্যান রজার্সের গোলে এগিয়ে যায় থ্রি লায়ন্স। ৫৯ মিনিটে ক্রোটদের সমতায় ফেরান পিটার সুচিচ। নজির গড়ার দিনে অনুরাগীদের হতাশ করেননি কেন। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটা তিনিই করেন। এই জয়ের সুবাদে নেশনস লিগের শেষ আটের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে ইংল্যান্ড।

তুরস্ক ১-২ বেলজিয়াম
ইংল্যান্ড ২-১ ক্রোয়েশিয়া
চেক প্রজাতন্ত্র ০-২ স্পেন
ইতালি ৩-১ ফ্রান্স

ছন্দে রয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনও। তারা চেক প্রজাতন্ত্রকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ৩৯ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন অ্যালেক্স বায়েনা। ৭২ মিনিটে লাডিস্লাভ ক্রেইচি লাল কার্ড দেখায় বাকি সময়টা দশজনে খেলতে হয় চেক প্রজাতন্ত্রকে। সংযোজিত সময়ে স্পেনের দ্বিতীয় গোলটি করেন মার্ক পুবিল। এই নিয়ে টানা ৪৪টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অপরাজিত রইল স্প্যানিশ ব্রিগেড। বিশ্বকাপ জেতার পর তাদের পাখির চোখ উয়েফা নেশনস লিগ। গতবার ফাইনালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালের কাছে হারতে হয়েছিল। এবার সেই আক্ষেপ ঘোচাতে চান লামিনে ইয়ামালরা।

পাশাপাশি অপর ম্যাচে বেলজিয়াম ২-১ গোলে হারিয়েছে তুরস্ককে। প্রথমে আরদা গুলেরের দুর্দান্ত ফ্রি কিকে এগিয়ে গিয়েছিল তুরস্ক। পরে বেলজিয়ামের হয়ে গোল করেন কেভিন ডি ব্রুয়েন ও চার্লস ডি কেটেলেয়ার।

অনুশীলনে ফিরলেন আপুইয়া-মিগুয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবলে একের পর এক সাফল্য আনছে। এবার মহিলা ফুটবল দলের পরিকাঠামো গড়ে তোলা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করল মোহনবাগান।

শুক্রবার কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক শেষে ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেছেন, ‘মহিলাদের ফুটবল দলের পরিকাঠামো নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি ড্রেসিংরুম সহ একটা আলাদা মাঠের ব্যবস্থা করতে। সেটা হলেই মহিলা ফুটবল দল গড়া শুরু করে দেব।’ সভাপতির সঙ্গে সুরে সুর মিশিয়ে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু বলেছেন, ‘মহিলা ফুটবলের জন্য আলাদা পরিকাঠামো দরকার। তবে আমরা মহিলা ফুটবল দল গড়ব। পিছিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।’

এদিন কার্যনির্বাহী কমিটিতে হকি দল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে হকি লিগ শেষ করার বিষয়ে হকি বেঙ্গলকে চিঠি দিতে চলেছে মোহনবাগান। একইসঙ্গে দীর্ঘদিন পরে বেটন কাপেও দেখা যেতে পারে সবুজ-মেরুন শিবিরকে। বেটন কাপ খেলার জন্য মোহনবাগানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়া ৪ ডিসেম্বর মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

এদিকে, ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার থেকে অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান। দুই মিডফিল্ডার আপুইয়া ও মিগুয়েল ফিগুয়েরা এদিন অনুশীলনে যোগ দেন। আপুইয়া পুরোদমে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। মিগুয়েল শুরুতে দলের সঙ্গে গা ঘামালেও পরের দিকে রিহ্যাব করলেন। শনিবার সামির জেলকোভিচ ও লি এরউইনের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

বিয়ার্ডম্যানের ছয় শিকার

পারথ, ১৩ নভেম্বর : ওডিআই অভিষেকেই ৬ উইকেট তুলে নিলেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার মাহলি বিয়ার্ডম্যান (২৪/৬)। যা একদিনের ক্রিকেটে অভিষেকে অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে সেরা বোলিং পারফরমেন্স। তাঁর দাপটেই ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং করে ৩৩.৪ ওভারে ১৩১ রানে অল আউট হয়। স্পেনসার জনসন ৪২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ২৩.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩২ রান তুলে নেয়। মিচেল মার্শ ৫০ রান করেন।

অভিষেক রোনাল্ডোর ছেলের

লিসবন, ১৩ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ পর্তুগাল দলের হয়ে অভিষেক হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বড় ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জুনিয়ারের। ইউরোর যোগ্যতা অর্জন পর্বে অ্যান্ডোরার বিরুদ্ধে তিনি ৭৩ মিনিটে মাঠে নামেন। বেশ কয়েকবার তিনি গোল করার জায়গায় পৌঁছে যান। ম্যাচটিতে পর্তুগাল ৪-০ গোলে জয় পায়।

